

# ইসলামের ইতিহাস ও সংক্ষিপ্তি ২য় পত্র

## অধ্যায়-১: ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা

**প্রমাণ-১** সুলতান সুলেমান বারবার অন্য একটি দেশে অভিযান পরিচালনা করেন এবং অবশ্যে দেশে ফিরে আসেন। অভিযানে তিনি যে ধন-সম্পদ অর্জন করেন তা শিক্ষা বিস্তার ও উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করেন। এক পর্যায়ে তিনি তাঁর রাজ্যকে একটি সমৃদ্ধিশালী রাজ্য পরিণত করেন।

(স. বোঃ রা. বোঃ চ. বোঃ ১৭)

- ক. তরাইনের ছিতীয় যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়? ১
- খ. সতীদাহ প্রথা কী? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্বীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে তোমার পঠিত কোন শাসকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. 'উক্ত শাসক শুধু সেনানায়কই ছিলেন না, একটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন'— এ কথাটি ব্যাখ্যা করো। ৪

### ১ম প্রশ্নের উত্তর

ক. তরাইনের ছিতীয় যুদ্ধ ১১৯২ সালে সংঘটিত হয়।

খ. প্রাচীন হিন্দু সমাজে প্রচলিত স্বামীর শবদেহের সাথে জীবিত বিধবা স্ত্রীকে একই চিতায় দাহ করার রীতিই সতীদাহ প্রথা নামে পরিচিত। মৃত স্বামীর প্রতি বিধবা স্ত্রীর চূড়ান্ত আনন্দগত্য প্রদর্শনের একটি আচার হিসেবে প্রাচীন সমাজে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা সতীদাহ প্রথা মেনে চলত। তখন স্বামীর মৃত্যু হলে বিধবা স্ত্রী ব্রেজ্জপ্রণোদিত হয়েই স্বামীর চিতায় আশ্চর্য দিত। কিন্তু কালক্রমে এটি হিন্দু সমাজে ধর্মীয় বাধ্যবাধকতায় রূপ নেয়। এক সময় ধর্মের দোহাই দিয়ে সমাজপতিরা বিধবাদের মৃত স্বামীর সাথে সহমরণ বরণ করে নিতে বাধ্য করে। তারা জোর করে অনেক বিধবাদের মৃত স্বামীর সাথে পুড়িয়ে মারতে শুরু করে। হিন্দু সমাজের এ জগন্য ও নিষ্ঠুর রীতিই সতীদাহ প্রথা নামে পরিচিত।

গ. উদ্বীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে আমার পঠিত শাসক সুলতান মাহমুদের মিল রয়েছে।

যেকোনো দেশ, রাজ্য বা অঞ্চলকে সমৃদ্ধিশালী ও সুসজ্জিত করতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়— এই অর্থের প্রয়োজনে অনেক শাসক বিভিন্ন রাজ্যে অভিযান চালিয়েছেন। উদ্বীপকের সুলতান সুলেমান এবং ইতিহাসব্যাত সুলতান মাহমুদ উভয়ের মধ্যেই এ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

উদ্বীপকে বর্ণিত সুলতান সুলেমান নিজ রাজ্যকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধিশালী করার জন্য বিভিন্ন দেশে অভিযান প্রেরণ করেন। সেসব অভিযান থেকে প্রাণ ধন-সম্পদ কাজে লাগিয়ে তিনি তাঁর শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন। তাছাড়া শিক্ষা বিস্তার ও দেশের উন্নয়নে তিনি ধন-সম্পদ ব্যয় করেন। বিখ্যাত সমরনেতা সুলতান মাহমুদও ধন-ঐশ্বর্যে ভরপুর ভারতবর্ষে বারবার আক্রমণ করে সুলতান সুলেমানের মতোই প্রচুর ধন-সম্পদ আহরণ করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্যে ছিল নিজের রাজ্যের উন্নয়ন ঘটানো। তাই তিনি ভারতবর্ষকে তাঁর প্রয়োজনীয় অর্থভাগার মনে করে সেখানে ১৭ বার (১০০০ থেকে ১০২৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে) অভিযান প্রেরণ করেন এবং প্রতিবারই জয়লাভ করে প্রচুর সম্পদ হস্তগত করেন। তিনি আহরণ অর্থ-সম্পদ কাজে লাগিয়ে গজনি রাজ্যকে সমৃদ্ধিশালী করে গতে তুলেছিলেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতায় আল্লানিয়োগ করেছিলেন। শিখ ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তিনি সুলতান সুলেমানের মতোই উদার ও আনন্দিক ছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্বীপকের সুলতান সুলেমান ও গজনির শাসক সুলতান মাহমুদের মধ্যে সুস্পষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ. উক্ত শাসক তথা সুলতান মাহমুদ শুধু সেনানায়কই ছিলেন না, একটি রাজ্যের একজন প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন।

বিখ্যাত সমরনেতা সুলতান মাহমুদ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। শত্রুপক্ষের অধীন সকল রাজ্য জয় করে তাদের ক্ষমতার চূড়ান্ত বিলোপ সাধনই ছিল সুলতান মাহমুদের লক্ষ্য এবং তিনি তা অর্জনে সক্ষম হন। পাঞ্চাবে তাঁর শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃত গজনি রাজ্যকে তিনি বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করেন।

ভারতীয় ইতিহাসিক জিন্দবাদ প্রসাদ বলেন, "সুলতান মাহমুদ ছিলেন বড় মাপের নৃপতি।" একটি পার্বত্য কৃষ্ণ রাজ্যকে শুধু বাহুবলে বিশাল ও সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যে পরিণত করা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচায়ক। তাঁর পূর্বে এশিয়ার অন্য কোনো আরব বা তুর্কি শাসক হিসাত, কাবুল ও গজনির বাইরে অগ্রসর হতে পারেননি। তিনি যে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তা বাগদাদের সমসাময়িক আক্রান্তীয় খলিফার সাম্রাজ্য অপেক্ষা বিশাল ছিল বলে মনে করা হয়। মুসলিম শাসকদের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে তিনিই প্রথম ভারতে অভিযান চালিয়েছিলেন। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম মুসলিম রাজাৰণ্শ প্রতিষ্ঠায় কৃতিত্বের অধিকারী না হলেও তাঁরই দেখানো পথে মুহাম্মদ ঘূরী এদেশে এসে মুসলিম শাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

পরিশেষে বলা যায়, শুধু কৃতী সেনানায়ক নয়, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেও সুলতান মাহমুদ খ্যাতি অর্জন করেন। অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতা বলেই তিনি কৃষ্ণ গজনিকে বিশাল সাম্রাজ্যে বৃপ্তায়িত করেছিলেন।

**প্রমাণ-২** নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:



(স. বোঃ রা. বোঃ চ. বোঃ ১৭)  
ক. আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রাক্কালে সিন্ধু ও মুলতানের রাজা কে ছিলেন?

খ. আরবদের সিন্ধু অভিযানের পূর্বে ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থা কেমন ছিল? ব্যাখ্যা করো।

গ. প্রদত্ত ছকে উল্লিখিত '?' স্থান কোন মুসলিম শাসককে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. ভারতে স্থায়ীভাবে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় উক্ত শাসকের অবদান রয়েছে— পাঠ্যবইয়ের আলোকে এ কথাটির ব্যাখ্যা করো।

## ২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রাক্তালে সিন্ধু ও মুলতানের রাজা ছিলেন দাহির।

**খ** আরবদের সিন্ধু অভিযানের পূর্বে ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থা শোচনীয় ছিল।

প্রাক-মুসলিম ভারতীয় সমাজে সতীদাহ প্রথা ও বালাবিবাহের প্রচলন ছিল। তাছাড়া বিধবা বিবাহ প্রথার বিলোপ ঘটেছিল। তাই নারীরা সমাজে অবহেলিত হয়ে পড়েছিল। তারা সব ধরনের অধিকার বঞ্চিত হয়ে মানবের জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছিল। তবে এ চিন্ম শ্রেণির নারীদের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যেত। অভিজাত পরিবারের নারীরা শিক্ষাগ্রহণ ছাড়াও সামাজিক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ পেত।

**গ** প্রদত্ত ছকে '?' চিহ্নিত স্থানটি মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরীকে নির্দেশ করে।

ঘুর রাজ্যের অধিপতি আলাউদ্দিন হুসেনের মৃত্যুর পর মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ বিন সাম বা মুহাম্মদ ঘুরীকে গজনির শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যুর পর ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ঘুর রাজ্যের অধিপতিরূপে ভারতবর্ষে স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

সাম্রাজ্যে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে মুহাম্মদ ঘুরী ১১৭৫ খ্রিষ্টাব্দে মুলতান ও উচ জয় করেন। ১১৭৯ এবং ১১৮২ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধু জয় করেন। মুহাম্মদ ঘুরী ১১৭৮ খ্রিষ্টাব্দে গুজরাট আক্রমণ করেন। গুজরাটের রাজা বিতীয় ভাইমের নিকট তিনি প্রাণিত হন। ১১৯১ খ্রিষ্টাব্দে পৃথিবীর জৌহন (চৌহন রাজা) সাথে মুহাম্মদ ঘুরী তরাইন প্রান্তে প্রথম যুদ্ধে প্রাজয় বরণ করেন। তবে ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পুনরায় তরাইন প্রান্তে পৃথিবীর জৌহন প্রান্তে সাথে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেন এবং পৃথিবীর যুদ্ধে নিহত হন। এ যুদ্ধে মুসলমানদের জয়লাভের ফলেই ভারতে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। তিনিই ভারতে প্রথম মুসলিম স্থাপত্যের সূচনা করেন। তার সুযোগ্য সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবেকের সময়ে নির্মিত দিল্লির 'কুয়াতুল ইসলাম' ও আজমিরের 'আড়াই দিনকা ঝোপড়া' মসজিদ দৃষ্টি ইল্লো-মুসলিম স্থাপত্যবীতির অভিনব সৃষ্টি। ক্রীতদাস প্রথার প্রচলন ও বিকাশ সাধন ভারতবর্ষে ঘুরীর রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে অভিযন্ব মাত্রা সংযোজন করেছে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি অসংখ্য প্রশিক্ষিত মেধাবী ক্রীতদাস (কুতুবউদ্দিন আইবেক, বখতিয়ার খানজি প্রমুখ) রেখে পিয়েছিলেন যারা তার সাম্রাজ্যকে বৃহস্থিয়া অধিষ্ঠিত করেছে।

উল্লিখিত তথ্যগুলোই উদ্দীপকে ছক আকারে উপস্থাপিত হয়েছে। তাই উদ্দীপকটির '?' চিহ্নিত অংশে মুহাম্মদ ঘুরীর নামটিই বসবে।

**ঢ** ইতিহাসে মুহাম্মদ ঘুরী কেবল বিজেতা হিসেবেই নয়, সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেও অধর হয়ে আছেন।

মুহাম্মদ ঘুরী নিজ দক্ষতায় গজনি সাম্রাজ্যের ধ্বংসাত্মকের ওপর ঘুর সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ ও দূরদৃশী রাষ্ট্রনায়ক। অদম্য সাহস, অসীম ধৈর্য এবং অভিনব ও উন্নত যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করে তিনি আফগানিস্তান থেকে বাহ্য পর্যন্ত একটি সুবৃহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযান ও রাজ্যবিস্তার তার পূর্ব পরিকল্পনাপ্রসূত ছিল। কারণ তিনি স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যেই ভারতমুখে অগ্রসর হয়েছিলেন।

বস্তুত ঘুরীর ভারত অভিযানের পর থেকেই ধারাবাহিকভাবে ভারতে মুসলিম রাজ্য এবং রাজত্বকালের সূচনা হয়। ঘুরীর আক্রমণের ফলেই উত্তর ভারতের এক বিস্তীর্ণ অংশে মুসলিম অধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবেককে বিজিত অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত করে তিনি এ সব অঞ্চলে মুসলিম সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব সুনিশ্চিত করেন। কুতুবউদ্দিন ভারতে যে মুসলিম সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন, তা প্রায় ৭০০ বছর স্থায়ী হয়েছিল। তাই ভারত উপমহাদেশে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ঘুরীর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তাকেই ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

সার্বিক আলোচনার প্রক্রিয়ে তাই সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মুহাম্মদ ঘুরী ভারতীয় হিন্দু রাজাগণকে পরাভূত করে ভারতের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছিলেন।

**প্রয়োজন** অজয়নগর ও বিজয়নগর পাশাপাশি অবস্থিত দুটি গ্রাম। শাহাদত সাহেব অজয়নগর গ্রামের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি, অন্যদিকে আমিন সাহেব বিজয়নগরের একজন ধনাচা ব্যবসায়ী। দুইজনেরই শক্তিশালী লাঠিয়াল বাহিনী আছে, যারা ছেটিখাটো বিষয় নিয়ে ছলন্ত ও সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। কিছুদিন আগে শাহাদত সাহেবের এলাকা থেকে আমিন সাহেবের লোকজন শস্য ও গবাদি পশু জোর করে নিয়ে যায়। শাহাদত সাহেবের আমিন সাহেবের কাছে এর বিচার চান। আমিন সাহেবের তাতে কর্ণপাত করেননি। এতে শাহাদত সাহেবের রাগারিত হয়ে আমিন সাহেবের এলাকায় হামলা চালান। আমিন সাহেবের তা প্রতিহত করতে পিয়ে পরাজিত হন এবং তিনি নিজেও প্রাণ হারান। //দি. বো.: কু. বো.: ১২: আজিমপুর গজ. পার্স স্কুল এক ক্লেচ চাকা।

**ক**. দেবল বন্দর কোথায় অবস্থিত?

**খ**. আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্তালে ভারতের সামাজিক অবস্থার বিবরণ দাও।

**গ**. উদ্দীপকে উল্লেখিত শস্য ও গবাদি পশু জোর করে নিয়ে যাওয়ার সাথে সিন্ধু বিজয়ের কোন কারণটির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

**ঘ**. 'উদ্দীপকের ন্যায় উক্ত ঘটনাটি সিন্ধু বিজয়ের একমাত্র কারণ নয়।' — বিশ্লেষণ কর।

১  
২  
৩  
৪

## ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক**. দেবল বন্দর সিন্ধুতে (বর্তমান পাকিস্তানে) অবস্থিত।

**খ**. নানা রকম ঘৃণ্যপ্রথা ও কুসংস্কার বিদ্যমান থাকায় আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রাক্তালে ভারতের সামাজিক অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না। আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে ভারতে হিন্দুধর্মের প্রবল প্রাধান্য ছিল। হিন্দুদের মধ্যে সংকীর্ণ জাতিভিত্তি প্রথা প্রচলিত ছিল। এ সময় হিন্দু সমাজ চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যথা- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য এবং শূণ্য। ব্রাহ্মণরা ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ে। আর শূণ্যরা ছিল সর্বনিম্ন পর্যায়ে। এ জাতিভিত্তি প্রথা সমাজে শ্রেণিবিবেচনায়ের সূচিত করে। এ কারণে সমাজে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা নানাভাবে অবহেলিত হতো। তাছাড়া সে সময় বহুবিবাহ, সতীদাহ প্রথা, নরবলি, গঙ্গায় শিশু-স্ত্রীর বিসর্জন প্রচলিত ক-প্রথা প্রচলিত ছিল। এমনকি দাস-দাসী ক্রষি-বিক্রয়ও চলত। সব মিলিয়ে তৎকালীন সামাজিক অবস্থা বিশৃঙ্খল ও শোচনীয় ছিল।

**গ**. উদ্দীপকে উল্লেখিত শস্য ও গবাদি পশু জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়ার সাথে সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণটির সাদৃশ্য রয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে সিংহলরাজ কর্তৃক খলিফা ওয়ালিদ ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিকট প্রেরিত উপটোকনপূর্ণ আটটি আরব জাহাজ দেবলস্থ জলদস্য কর্তৃক লুঠন হিসেবে আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ। উদ্দীপকেও এ কারণটি প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, শাহাদত সাহেবের এলাকা থেকে আমিন সাহেবের লোকজন শস্য ও গবাদি পশু জোর করে নিয়ে যায়। শাহাদত সাহেবের আমিন সাহেবের কাছে এর বিচার চেয়েও কোনো প্রতিকার না পেয়ে রাগারিত হয়ে আমিন সাহেবের এলাকায় আক্রমণ চালান। সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণটিও এরূপ। সিংহলে অবস্থানকারী বেশকিছু আরব বণিক মৃত্যুমুখে পতিত হলে সিংহলরাজ আটটি জাহাজে করে তাদের শ্রী-পুত্র-কন্যা ও মৃলাবান উপটোকন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এবং খলিফার দরবারে প্রেরণ করেন। জাহাজগুলো যখন সিন্ধুর দেবল উপকূলে এসে পৌছায় তখন জলদস্যরা এগুলো লুঠন করে। এতে কিন্তু হয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সিন্ধুর রাজা দাহিরের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করলে তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন। ফলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তার জাহাজ মৃহাম্মদ বিন কাসিমকে সিন্ধু আক্রমণের নির্দেশ দেন। তিনি ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধুতে অভিযান চালান এবং রাজা দাহিরকে পরাজিত করে সিন্ধু বিজয় করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকটি আরবদের সিন্ধু আক্রমণের প্রত্যক্ষ কারণকেই ইঙ্গিত করে।

**ঘ**. উদ্দীপকের ন্যায় সিন্ধু বিজয়ের ক্ষেত্রে জাহাজ লুঠনের ঘটনাটি একমাত্র কারণ ছিল না। এর পেছনে আরো অনেক কারণ ছিল।

উদ্দীপকে মুসলমানদের সিন্ধু বিজয়ের শুধু প্রত্যক্ষ কারণটিই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সিন্ধু বিজয়ের পেছনে এটি ছাড়াও আরো অনেক কারণ বিদ্যমান ছিল।

অষ্টম শতকের সূচনাতে মেকরান এবং বেলুচিস্তান আরবদের হস্তগত হওয়ায় তারা সিন্ধুর সরিকটে এসে পড়ে। ভারতীয় হিন্দু রাজাদের বৈরী মনোভাব ও সামরিক উস্কানির পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রসারণ বাতীত খিলাফতের অস্তিত্ব বিপ্লব হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় মুসলিমানগণ বাধা হয়ে সিন্ধুতে অভিযান প্রেরণ করেন। বাবসা-বাপিজোর সম্প্রসারণ সর্বোপরি আধিক অবস্থার উন্নয়নকর্ত্তা আরবগণ ভারতবর্ষ আক্রমণে প্রস্তুত হয়। তাছাড়া জলদস্যদের আক্রমণ থেকে সামুদ্রিক বাণিজ্যের নিরাপত্তা বিধানের জন্যও ভারতবর্ষ আক্রমণ মুসলিমানদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অন্যদিকে আরব খলিফার নিকট প্রেরিত উপচৌকন ও আরব বণিকদের বাণিজ্যিক আটটি জাহাজ দেবল বন্দরে জলদস্য কর্তৃক লুণ্ঠিত হলে হাজার দাহিরের কাছে লুণ্ঠিত দ্রব্যের ক্ষতিপূরণ ও জলদস্যদের শাস্তি দাবি করেন। কিন্তু রাজা দাহির উক্ত দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। দাহিরের এই ক্ষমতায়ে ক্ষুধা হয়ে হাজার বিন ইউসুফ সিন্ধু ও মুলতান অভিযানের চূড়ান্ত সিন্ধান নেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রক্ষিতে বলা যায় যে, জলদস্য কর্তৃক জাহাজ লুণ্ঠন ছিল আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণ। তবে সিন্ধু বিজয়ের পেছনে এর বাইরেও বহুবিধ কারণ বিদ্যমান ছিল।

**প্রশ্ন ▶ ৪** অটোমান সুলতান অরথান জেনিসারি বাহিনী গঠন করে বিভিন্ন রাজ্যে অভিযান পরিচালনা করেন। এসব রাজ্য থেকে অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠন করে তিনি নিজ এলাকার উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। তিনি একটি ছীপের সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত উপাসনালয়টি মুল্যবান অর্থ-সম্পদের স্বাধান পেয়ে সেটি আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। স্থানীয় অধিবাসীরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও উপাসনালয়টিকে লুণ্ঠনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেননি।

/সকল জে ১৬/

- ক. সুলতান মাহমুদ কোন রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন? ১
- খ. তরাইনের হিতীয় যুদ্ধের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উপাসনালয়টি আক্রমণের সাথে সুলতান মাহমুদের কোন অভিযানের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের অরথানের জেনিসারি বাহিনীর মতো সুলতান মাহমুদও একই উদ্দেশ্যে সম্পদ সংগ্রহ করেন— উক্তি মুল্যায়ন করো। ৪

#### ৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সুলতান মাহমুদ গজনির (বর্তমান আফগানিস্তান) শাসনকর্তা ছিলেন।

**খ** তরাইনের হিতীয় যুদ্ধ ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১১৯২ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত তরাইনের হিতীয় যুদ্ধ ছিল একটি চূড়ান্ত মীমাংসাত্মক যুদ্ধ। এ যুদ্ধের ফলে স্থায়ীভাবে ভারতবর্ষে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ যুদ্ধে মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী (ভারতে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠাকারী) ও তার বাহিনী দীপ্ত শপথে যুদ্ধ করে এবং পুঁথিরাজ (দিল্লি ও আজমিরের রাজপুত এবং চৌহান বংশের রাজা) ও সম্মিলিত রাজপুত বাহিনীকে পর্যন্ত করে। ফলে ভারতীয় রাজগুলোর ওপর মুহাম্মদ ঘুরীর চূড়ান্ত সফলতা সুনিশ্চিত হয় এবং ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত উপাসনালয় আক্রমণের সাথে সুলতান মাহমুদের সোমনাথ মন্দির (গুজরাটের চালুক্য রাজ্যের কার্তিওয়াড়ের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত) অভিযানের সাদৃশ্য রয়েছে।

সুলতান মাহমুদ (আফগানিস্তানে অবস্থিত গজনি রাজ্যের শাসনকর্তা) ছিলেন সাহসী ও সমরপ্রিয় বীর। ১০০০ থেকে ১০২৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি মোট ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক তার এ অভিযানের কারণ হিসেবে সম্পদের প্রতি মোহকে দায়ী করেন। সুলতান মাহমুদের বোলোতম অভিযান তথা সোমনাথ মন্দির আক্রমণ এবং সেখান থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ লুণ্ঠন এ বিষয়টিকেই প্রমাণ করে। আর উদ্দীপকেও এরূপ ঘটনা লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জেনিসারি বাহিনী একটি মন্দির আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে। মন্দিরটি মুল্যবান সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। সোমনাথ মন্দিরও ছিল উদ্দীপকের মন্দিরের ন্যায়। এ মন্দিরটি ছিল প্রচুর ধনরত্ন আর মূর্তি-বিগ্রহদিতে পরিপূর্ণ। ঐতিহাসিক বিবরণ মতে, এ মন্দির বিজয় সুলতান মাহমুদের সাথের বাইরে ছিল বলে পুরোহিতরা মনে করতেন। কিন্তু

১০২৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি সোমনাথ মন্দিরে অভিযান পরিচালনা করেন। মন্দিরের পুরোহিত ও স্থানীয় অধিবাসীরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও তার আক্রমণ থেকে সোমনাথ মন্দিরকে রক্ষা করতে পারেননি। এ মন্দির থেকে মাহমুদ দু'কোটিরও বেশি বৰ্গমুদ্রা ও বিগ্রহদি এবং ২শ মণ অলংকার ও মণিমুস্তা নিয়ে বদেশে ফিরে আসেন। একইভাবে অটোমান সুলতান অরথান ও তার বাহিনী একটি ছীপের সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত উপাসনালয়টি আক্রমণ করে। স্থানীয় অধিবাসীদের বাধা উপেক্ষা করে তারা উপাসনালয়টি লুণ্ঠন করে মুল্যবান অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। সুতরাং দেখা দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকে উল্লিখিত উপাসনালয় আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ঘটনায় সুলতান মাহমুদের সোমনাথ মন্দির আক্রমণেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

**ঢ** অরথানের জেনিসারি বাহিনীর মতো সুলতান মাহমুদও একই উদ্দেশ্যে সম্পদ সংগ্রহ করেন— উক্তিটি যথার্থ। সুলতান মাহমুদ একজন উচ্চাভিলাষী এবং অর্থলোভী সমরনায়ক ছিলেন। রাজ্যাভিযানে তিনি আনন্দ পেলেও তার অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক। নিজ সাম্রাজ্য গজনিকে সমৃদ্ধিশালী ও অনিন্দ্যসুন্দর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তার প্রচুর সম্পদের দরকার ছিল। আর ধন-ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ ভারতকে তিনি তার প্রয়োজনীয় অর্থের কল্পতরু মনে করে এখানে বার বার অভিযান পরিচালনা করেন এবং প্রচুর অর্থ সম্পদ হস্তগত করে গজনির প্রীবৃন্দিতে ব্যয় করেন। অটোমান সুলতান অরথানের পেছনেও এ ধরনের উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয়।

অটোমান সুলতান অরথানের গঠিত জেনিসারি বাহিনী বিভিন্ন রাজ্যে অভিযান চালিয়ে প্রচুর সম্পদ লুণ্ঠন করে। সুলতান এসম্পদ ব্যয় করে অটোমান সাম্রাজ্যের উন্নয়নে নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। অর্থাৎ নিজ এলাকার উন্নয়ন এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহই ছিল জেনিসারি বাহিনীর প্রধান উদ্দেশ্য। গজনি রাজ্যকে সমৃদ্ধি ও সুসজ্জিতকরণ, নিজ সাম্রাজ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়ন সাধন, বিরাট সৈন্যবাহিনীর ব্যয় নির্বাহ প্রত্যক্ষ কারণে সুলতান মাহমুদ ভারতে বার বার অভিযান প্রেরণ করেন। অভিযানে সংগৃহীত অর্থ-সম্পদ তিনি সাম্রাজ্যের সার্বিক উন্নতিকর্ত্ত্বে ব্যয় করেন। উপর্যুক্ত আলোচনায় এটা প্রমাণিত হয় যে, অরথানের জেনিসারি বাহিনীর সম্পদ লুণ্ঠন এবং সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের উদ্দেশ্য একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। অর্থাৎ তারা উভয়ই অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনা করেছেন।

**প্রশ্ন ▶ ৫** যমুনার একপাশে টাঙ্গাইল ও অন্যপাশে সিরাজগঞ্জ ভোলা অবস্থিত। একদিন সিরাজগঞ্জের এক জেলে নদীতে নৌকা দিয়ে মাছ ধরছিল। এমন সময় এলেঙ্গাচরের কিছু লোক এসে নৌকাসহ মাছ লুট করে নিয়ে যায়। ঘটনাটি সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার চেয়ারম্যানকে জানালে তিনি এলেঙ্গাচরের উপজেলা চেয়ারম্যানের নিকট ক্ষতিপূরণ এবং ডাকাত দলকে হস্তান্তরের দাবি জানান। তিনি ক্ষতিপূরণ ও ডাকাত দলকে হস্তান্তরের দাবি অঙ্গীকার করেন। ফলে সিরাজগঞ্জ এলাকার সোকজন এলেঙ্গাচরবাসীর ওপর হামলা চালায়। /চৰক কলকাতা চৰক/

- ক. হাজার বিন ইউসুফ কে? ১
- খ. বলপ্রদা কী? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে ভারতের কোন অভিযানের সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত অভিযানের ফলাফল আলোচনা কর। ৪

#### ৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** হাজার বিন ইউসুফ ছিলেন উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা।

**খ** হিন্দুদের বর্ণভেদ প্রথা বলতে তাদের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন শ্রেণিকে বোঝায়।

অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে হিন্দু সমাজ ভ্রান্তি, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে ভ্রান্তি ও ক্ষত্রিয়দের ধর্মকর্ম, ধ্যানযজ্ঞ এবং অন্যান্য সকল কাজে একজন্ত্র আধিপত্য ছিল। তারাই আইন-কানুন প্রণয়ন করত এবং শাসনদণ্ডও ছিল তাদের হাতে। সমাজে বৈশ্য ও শূদ্রদ্বা ছিল অধঃপতিত ও অসহায়। বেদবাক্য শুনলে কিংবা বেদ গীতা পাঠ করলে তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হতো। আর এই চার শ্রেণির বাইরের লোকদের অপৰিত মনে করা হতো। হিন্দু সমাজের এ বিভক্তিই বর্ণভেদ প্রথা নামে পরিচিত।

**গ** উদ্বীপকে উল্লিখিত লুটনের ঘটনার সাথে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণের মিল রয়েছে।

অস্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সিংহলরাজ কর্তৃক খলিফা ওয়ালিদ ও হজ্জাজ বিন ইউসুফের নিকট প্রেরিত উপচৌকনপূর্ণ আটটি আরব জাহাজ দেবলস্থ জলদস্য কর্তৃক লুটন হিল আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ।

উদ্বীপকে দেখা যায়, সিরাজগঞ্জে এক জেলে নদীতে নৌকা দিয়ে মাছ ধরছিল। এমন সময় এলেজাচরের কিছু লোক এসে নৌকাসহ মাছ লুট করে নিয়ে যায়। বিষয়টি জেনে সিরাজগঞ্জের উপজেলা চেয়ারম্যান এলেজাচরের উপজেলা চেয়ারম্যানের নিকট ক্ষতিপূরণ এবং ডাকাত দলকে হস্তান্তরের দাবি জানান; কিন্তু তিনি ক্ষতিপূরণ ও ডাকাত দলকে হস্তান্তরের দাবি অঙ্কীকার করেন। ফলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষের সূচি হয়। একই ঘটনা আরবদের সিন্ধু অভিযানের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। সিন্ধু রাজা দাহিন তার এলাকায় জলদস্য কর্তৃক মুসলমানদের জাহাজ লুটন ও এর ক্ষতিপূরণের দাবিকে অগ্রাহ্য করলে সাম্রাজ্যবাদী শাসনকর্তা হজ্জাজ বিন ইউসুফ ৭১০ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধুতে অভিযান প্রেরণ করেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্বীপকের ঘটনাটির সাথে আরবদের সিন্ধু অভিযানের মিল রয়েছে।

**ঘ** উদ্বীপকে উক্ত অভিযান বলতে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযানকে বোঝানো হয়েছে। আর এ অভিযানের ফলাফল হিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী।

আরবদের সিন্ধু বিজয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। আরবীয়রা ১৫০ বছর সিন্ধুতে শাসন করে। এ দীর্ঘ সময় অবস্থানের পরেও সিন্ধু বিজয়ের রাজনৈতিক গুরুত্ব সামান্য হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে এর পুরুত্ব অপরিসীম।

ভারতবর্ষ ও ইসলামের ইতিহাসে আরবদের সিন্ধু বিজয় একটি উপাখ্যান মাত্র। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এটি একটি নিষ্ঠাল বিজয় হলেও এ বিজয়ের সূত্র ধরে ভবিষ্যতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ দিয়ে মুসলিমরা ভারতে প্রবেশ করেছিল। মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলে ধর্মীয় ক্ষেত্রেও সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। সিন্ধু বিজয়ের ফলে সিন্ধুর অমুসলিমরা ইসলামের আদর্শের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটে। এ বিজয়ের ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে আরবদের অনেক পরিবর্তন আসে। আরবগণ হিন্দু সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসে এবং উভয়ের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এতে আর্থ ও সেমেটিক জাতির সংমিশ্রণে সিন্ধুর লোকাচার ও সামাজিক রীতিনীতি তাদের প্রাত্যাহিক জীবনে অনুপ্রবেশ করে। এ বিজয়ের ফলে আরবদের অধিনেতৃক জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। সিন্ধু বিজয়ের ফলে মুসলমানদের সাথে ভারতীয়দের বাধিজ্যক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে সিন্ধু বিজয় আরবদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল।

**প্রশ্ন ▶ ৬** ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বিপ্লব শুরু হবার প্রাক্তালে সমগ্র ইউরোপে সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক দুর্বিশ সজ্জট বিরাজ করছিল। অস্টাদশ শতকে প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও অনাচারের লিঙ্গ হিল। জনসাধারণের মজলার্থে উদারনীতির পরিবর্তে সামাজিক অসাম্য বৈষম্যই প্রাধান্য পেয়েছিল। ক্ষমতা হিল মুষ্টিমেয় রাজন্যবর্গের ওপর। যেমনটি আমরা আরবদের বিজয়ের প্রাক্তলে ভারতের অবস্থায়ও দেখতে পাই। এ সময় ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ বৈষম্য ও কুসংস্কার পরিলক্ষিত হলেও সংস্কৃতির চৰ্চা থেমে থাকেনি। প্রাক-মুসলিম এ সময়েও ভারতবর্ষে শিক্ষা-দীক্ষা, কৃষি সভ্যতার ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছিল।

বৌদ্ধ ও হিন্দুদের পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষার বিস্তার ঘটে। টোল, মঠ, পাঠশালা এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিম ভারতে বৰঙী ও বিহারে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, তদন্দীপুর, বিক্রমশীলা, এগুলোর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এছাড়া প্রাক-মুসলিম যুগে ভারতবর্ষে হিন্দু কাব্য, নাটক, উপন্যাস, গদা, সাহিত্য ও বিকাশ লাভ করে। ডগবতি, বাহমান, জয়বেদ, রাজশেখের শ্রীহর্ষ, কালিদাস ছিল বিখ্যাত কবি। গণিত বিদ্যা, জ্যোতিবিদ্যা, গণিতশাস্ত্রের পাশাপাশি তারা স্থাপত্য ও ভাস্কর্যেও নৈপুণ্যের বৃক্ষর রাখেন। কৈলাশ মন্দির, কোনারকের মন্দির, ইলোরা, অজস্তা প্রভৃতির চির স্থাপত্যকীর্তি ভারতীয়দের উচ্চমানের শিরী নৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে।

সুতরাং আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সংস্কৃতি অত্যন্ত ব্যাপক একটি বিষয়। সে তার নিজস্ব গতিতে অগ্রসর হয়, প্রাক-ইসলামি যুগেও ভারতের সংস্কৃতির এ ধারা থামেনি।

**প্রশ্ন ▶ ৭** জানবিল একটি সাম্রাজ্যের একটি অঞ্চলের শাসনকর্তা। তিনি যেমন কঠোর তেমনি নিষ্ঠুর। কিন্তু তিনি আবার একই সাথে সাম্রাজ্যবাদী ও উচ্চাভিলাষী। নতুন দেশ, রাজ্য ও জনপদ জয়ে তিনি আনন্দ সাভ করতেন। টগবগে তরুণ ভাতৃশুণ্ত নাভিদকে দিয়ে নিজের বৃপ্ত পূরণের আকাঞ্জক।

সীমান্তে দুটি অভিযান পাঠিয়ে ব্যর্থ হলেন। অবশেষে তার সাম্রাজ্যবাদী আকাঞ্জক চূড়ান্ত রূপ দিতে তরুণ নাভিদ এগিয়ে এলো এবং জয়মাল্য এনে দিল।

হজ্জাজ বিন ইউসুফ ৭১১ খ্রিস্টাব্দে স্থীয় ভাতৃশুণ্ত ও জামাতা মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে সিন্ধুতে অভিযান প্রেরণ করেন। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিম রাজা দাহিনকে পরাজিত করে সিন্ধুতে নিজ কর্তৃত প্রতিষ্ঠা করেন। আরবদের এ সাফল্য রাজনৈতিকভাবে ফলাফল শূন্য হলেও সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে ফলপূর্ণ হিল।

**ঘ** উদ্বীপকে আরবদের ভারতবর্ষে আগমনের প্রাক্তালে ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক অবস্থার একটি সার্বিক চির পরিলক্ষিত হয়।

প্রাক-মুসলিম যুগে ভারতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোন ঐক্য ছিল না তেমনি প্রশাসনিক ব্যবস্থায়ও রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। সামাজিক ব্যবস্থায়ও নানা কুসংস্কারের নিমজ্জিত ছিল সমাজ, যা উদ্বীপকেও লক্ষ করা যায়।

উদ্বীপকে দ্রষ্টব্য ফরাসি বিপ্লব শুরু হবার প্রাক্তালে ইউরোপে সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক দুর্বিশ সজ্জট বিরাজমান হিল। প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের লিঙ্গ ছিল এবং ক্ষমতা ছিল মুষ্টিমেয় রাজন্যবর্গের হাতে। যা প্রাক-ইসলামি যুগে ভারতের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়।

আরবদের বিজয়ের প্রাক্তালে ভারতের সামাজিক অবস্থা সংগ্রামক ছিল না। সমাজ হিন্দু সংকীর্ণ জাতিতে প্রথা প্রচলিত ছিল। জনগণ ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুণ্ড এ চারটি বর্ণে বিভক্ত ছিল। পাশাপাশি সমাজে বহুবিবাহ, বালাবিবাহ, বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধকরণের মত সামাজিক সংস্কার প্রচলিত ছিল। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এ সময় রাজতন্ত্র জনপ্রিয়তা লাভ করে। প্রজাতন্ত্রিক ব্যবস্থার বিস্তৃত ঘটিয়ে রাজতন্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হয়, রাজা ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। গ্রামের শাসক পরিচালিত হত পঞ্চায়েত ভারা। প্রাচীনকালে বাংলার অধিনীতি ছিল সমৃদ্ধ তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ও অভিজাত শ্রেণির মধ্যে অনেক তফাত ছিল। উদ্বীপকে বিপ্লবপূর্ব ক্ষান্সের অবস্থার সাথে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্তালে ভারতের অবস্থার মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

**ঘ** হ্যাঁ, আমি মনে করি, উদ্বীপকের এ রকম পরিস্থিতি সত্ত্বেও একটি দেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন থেমে থাকে না। সংস্কৃতি তার নিজস্ব গতিতে অগ্রসর হয়।

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্তালে ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সর্বক্ষেত্রে অসাম্যতা পরিলক্ষিত হয়। এ সময়ের সমাজ ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন। যেমনটি উদ্বীপকেও লক্ষ করা যায়।

উদ্বীপকে লক্ষণীয় যে, ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্তালে ভারতে সামাজিক অসাম্যই প্রাধান্য পেয়েছিল। ক্ষমতা ছিল মুষ্টিমেয় রাজন্যবর্গের ওপর। যেমনটি আমরা আরবদের বিজয়ের প্রাক্তলে ভারতের অবস্থায়ও দেখতে পাই। এ সময় ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ বৈষম্য ও কুসংস্কার পরিলক্ষিত হলেও সংস্কৃতির চৰ্চা থেমে থাকেনি। প্রাক-মুসলিম এ সময়েও ভারতবর্ষে শিক্ষা-দীক্ষা, কৃষি সভ্যতার ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছিল। বৌদ্ধ ও হিন্দুদের পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষার বিস্তার ঘটে। টোল, মঠ, পাঠশালা এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিম ভারতে বৰঙী ও বিহারে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, তদন্দীপুর, বিক্রমশীলা, এগুলোর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এছাড়া প্রাক-মুসলিম যুগে ভারতবর্ষে হিন্দু কাব্য, নাটক, উপন্যাস, গদা, সাহিত্য ও বিকাশ লাভ করে। ডগবতি, বাহমান, জয়বেদ, রাজশেখের শ্রীহর্ষ, কালিদাস ছিল বিখ্যাত কবি। গণিত বিদ্যা, জ্যোতিবিদ্যা, গণিতশাস্ত্রের পাশাপাশি তারা স্থাপত্য ও ভাস্কর্যেও নৈপুণ্যের বৃক্ষর রাখেন। কৈলাশ মন্দির, কোনারকের মন্দির, ইলোরা, অজস্তা প্রভৃতির চির স্থাপত্যকীর্তি ভারতীয়দের উচ্চমানের শিরী নৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে।

সুতরাং আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সংস্কৃতি অত্যন্ত ব্যাপক একটি বিষয়। সে তার নিজস্ব গতিতে অগ্রসর হয়, প্রাক-ইসলামি যুগেও ভারতের সংস্কৃতির এ ধারা থামেনি।

**প্রশ্ন ▶ ৮** জানবিল একটি সাম্রাজ্যের একটি অঞ্চলের শাসনকর্তা। তিনি যেমন কঠোর তেমনি নিষ্ঠুর। কিন্তু তিনি আবার একই সাথে সাম্রাজ্যবাদী ও উচ্চাভিলাষী। নতুন দেশ, রাজ্য ও জনপদ জয়ে তিনি আনন্দ সাভ করতেন। টগবগে তরুণ ভাতৃশুণ্ত নাভিদকে দিয়ে নিজের বৃপ্ত পূরণের আকাঞ্জক। সীমান্তে দুটি অভিযান পাঠিয়ে ব্যর্থ হলেন। অবশেষে তার সাম্রাজ্যবাদী আকাঞ্জক চূড়ান্ত রূপ দিতে তরুণ নাভিদ এগিয়ে এলো এবং জয়মাল্য এনে দিল।

প্রশ্ন ▶ ৯ তার একজন হিন্দু রাজা।

ঘ আরবদের সিন্ধু অভিযান মুসলিম ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ও চমকপ্রদ ঘটনা।

ক. রাজা দাহিরের পঞ্জীর নাম কী? ১

খ. সুলতান মাহমুদের অধিনেতৃক উদ্দেশ্য সম্পর্কে কী জান? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটি ভারতবর্ষে কোন বিজয়াভিযানের সাথে সম্পর্কিত? পঠিত জ্ঞান থেকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত অভিযানকে কি সর্বক্ষেত্রে "নিষ্কল বিজয় উপাখ্যান" বলে অভিহিত করা যায়? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

#### ৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** রাজা দাহিরের পঞ্জীর নাম রাখিবাই।

**খ** সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বিপুল ধন-ঐশ্বর্য সংগ্রহ করা।

গজনির শাসনব্যবস্থা সুস্থিতাবে পরিচালনা এবং এটিকে সমৃদ্ধিশালী ও আকর্ষণীয় নগরীতে পরিণত করা সুলতান মাহমুদের উদ্দেশ্য ছিল। এছাড়া একটি বিশাল সেনাবাহিনী পোষণের মানসে তার অনেক অর্থের দরকার পড়েছিল। ফলে ভারতীয় উপমহাদেশকে তিনি তার প্রয়োজনীয় অর্থভাঙ্গার মানে করে সেখানে ১৭ বার অভিযান পরিচালনা করেন। আর ভারত হতে সংগৃহীত অর্থ তিনি স্বীয় রাজধানী গজনির উন্নতিক্রমে ব্যয় করেন।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটি ভারতবর্ষে আরবদের সিন্ধু বিজয়াভিযানের সাথে সংগৃহীত পূর্ণ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সাম্রাজ্যের একটি অঞ্চলের সাম্রাজ্যবাদী ও উচ্চাভিলাষী শাসনকর্তা সীমান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী দেশ জয়ের চেষ্টা করেন। তার প্রথম দুটি অভিযান ব্যর্থ হলে তৃতীয় অভিযানে নিকটাঞ্চীয় জায়েদকে প্রেরণ করেন এবং জায়েদের সামরিক প্রতিভা দ্বারা জয়লাভ করেন। অনুরূপভাবে, হাজার্জ বিন ইউসুফ খলিফা ওয়ালিদের অনুমোদনক্রমে ৭১০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমে ওবায়েদুল্লাহ ও পরে বুদাইলের নেতৃত্বে রাজা দাহিরের বিবৃত্তে দুইটি অভিযান প্রেরণ করেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দুইটি অভিযানই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ব্যর্থতার ফলে মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ছিল খলিফা সুলায়মানের ব্যক্তিগত আক্রোশ।

খ. মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ছিল খলিফা সুলায়মানের ব্যক্তিগত আক্রোশ।  
মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যুর পিছনে রাজা দাহিরের কল্যাণ সূর্যদেবী ও পরিগল দেবীর মিথ্যা অভিযোগকে দায়ী করা হয়। তবে এ ঘটনার প্রতিহাসিক কোনো ভিত্তি নেই। প্রকৃতপক্ষে হাজার্জ বিন ইউসুফের প্রতি খলিফা সুলায়মানের ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণেই তার ভাতৃশুভ্র ও জামাতা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। খলিফার নির্দেশেই তাকে রাজধানী দামেস্ক এনে কারাবুন্দি করে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত লুষ্টনের ঘটনার সাথে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণের মিল রয়েছে।  
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সিংহলরাজ কর্তৃক খলিফা ওয়ালিদ ও হাজার্জ বিন ইউসুফের নিকট প্রেরিত উপচৌকন্পূর্ণ আটটি আরব জাহাজ সিন্ধুর দেবলস্থ জলদস্য কর্তৃক লুষ্টন হলু ছিল আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বালুখালির চেয়ারম্যানের কাছে আসা ত্রাপ্সাম্ভী লুটেরা কর্তৃক লুট হয়। এ ঘটনায় জড়িতদের শাস্তি চেয়ে চেয়ারম্যান আবেদন করলেও কোনো লাভ হয়নি। ফলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। একই ঘটনা আরবদের সিন্ধু অভিযানের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। সিন্ধু রাজা দাহিরের সীমানায় জলদস্য কর্তৃক মুসলমানদের জাহাজ লুষ্টন হলে খলিফা ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা হাজার্জ বিন ইউসুফ রাজা দাহিরের কাছে এর প্রতিপূরণ দাবি করে। কিন্তু রাজা দাহির এ প্রতিপূরণের দাবিকে অগ্রহ্য করলে সাম্রাজ্যবাদী শাসনকর্তা হাজার্জ বিন ইউসুফ ৭১০ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধুতে অভিযান প্রেরণ করেন।

সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকের লুটের ঘটনার সাথে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত লুষ্টনকারীদের পরিণতি আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলাফলের মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য উভয়ই পরিলক্ষিত হয়।  
ভারতবর্ষ ও ইসলামের ইতিহাসে আরবদের সিন্ধু বিজয় একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। রাজানৈতিক দিক দিয়ে এটি একটি নিষ্কল বিজয় হলেও সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে এর ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। আরবদের সিন্ধু অভিযানে রাজা দাহিরের পরিণতির সাথে উদ্দীপকের প্রতিপক্ষের পরিণতিগত সাদৃশ্য থাকলেও অন্যান্য দিক দিয়ে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে।

স্থাপিত হয়। সময়োত্তা ও আর্য ও সেমেটিক জাতির এ মহামিলন ভারতবর্ষে নতুন সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি করে। আরবদের কল্যাণমূর্তী শাসন, ধর্মীয় স্বাধীনতা, ধর্মীয় উপাসনালয়গুলো সংরক্ষণ উভয়ের মধ্যে আস্থার সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-মুসলিমের এ সহাবস্থানই পরবর্তীতে ভারতে নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা একথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, আরবদের সিন্ধু অভিযান কোনো নিষ্কল বিজয় নয়।

**প্রশ্ন ৮** বালুখালি এলাকার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য ত্রাপ্সাম্ভী আসলে এই এলাকার চেয়ারম্যান সেগুলো গ্রহণ করার পূর্বে একদল লুটেরা কর্তৃক লুষ্টিত হয়ে যায়। চেয়ারম্যান এ ঘটনার সাথে জড়িতদের শাস্তি দাবি করলেও কোনো প্রতিকার না পেয়ে নিজেই জড়িতদের শাস্তির ব্যবস্থা করেন। ফলে উভয়পক্ষে সংঘর্ষ হয়। প্রতিপক্ষের প্রধান নিহত হয়। প্রতিপক্ষের বাকি লোকজনও প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়।

(আইডিল স্কুল অ্যাক্যুলেজ, মতিবিল, ঢাকা)

ক. হাজার্জ বিন ইউসুফ কে ছিলেন? ১

খ. মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যুর কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত লুষ্টনের ঘটনার সাথে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের কোন কারণটির মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের লুষ্টনকারীদের পরিণতি ও সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল এক নয় — বিশেষণ কর। ৪

#### ৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** হাজার্জ-বিন-ইউসুফ ছিলেন উমাইয়া খলিফা আল-ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা।

**খ** মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ছিল খলিফা সুলায়মানের ব্যক্তিগত আক্রোশ।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যুর পিছনে রাজা দাহিরের কল্যাণ সূর্যদেবী ও পরিগল দেবীর মিথ্যা অভিযোগকে দায়ী করা হয়। তবে এ ঘটনার প্রতিহাসিক কোনো ভিত্তি নেই। প্রকৃতপক্ষে হাজার্জ বিন ইউসুফের প্রতি খলিফা সুলায়মানের ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণেই তার ভাতৃশুভ্র ও জামাতা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। খলিফার নির্দেশেই তাকে রাজধানী দামেস্ক এনে কারাবুন্দি করে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত লুষ্টনের ঘটনার সাথে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণের মিল রয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সিংহলরাজ কর্তৃক খলিফা ওয়ালিদ ও হাজার্জ বিন ইউসুফের নিকট প্রেরিত উপচৌকন্পূর্ণ আটটি আরব জাহাজ সিন্ধুর দেবলস্থ জলদস্য কর্তৃক লুষ্টন হলু ছিল আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বালুখালির চেয়ারম্যানের কাছে আসা ত্রাপ্সাম্ভী লুটেরা কর্তৃক লুট হয়। এ ঘটনায় জড়িতদের শাস্তি চেয়ে চেয়ারম্যান আবেদন করলেও কোনো লাভ হয়নি। ফলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। একই ঘটনা আরবদের সিন্ধু অভিযানের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। সিন্ধু রাজা দাহিরের সীমানায় জলদস্য কর্তৃক মুসলমানদের জাহাজ লুষ্টন হলে খলিফা ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা হাজার্জ বিন ইউসুফ রাজা দাহিরের কাছে এর প্রতিপূরণ দাবি করে। কিন্তু রাজা দাহির এ প্রতিপূরণের দাবিকে অগ্রহ্য করলে সাম্রাজ্যবাদী শাসনকর্তা হাজার্জ বিন ইউসুফ ৭১০ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধুতে অভিযান প্রেরণ করেন।

সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকের লুটের ঘটনার সাথে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণের সাদৃশ্য রয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে বর্ণিত লুষ্টনকারীদের পরিণতি আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলাফলের মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য উভয়ই পরিলক্ষিত হয়।  
ভারতবর্ষ ও ইসলামের ইতিহাসে আরবদের সিন্ধু বিজয় একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। রাজানৈতিক দিক দিয়ে এটি একটি নিষ্কল বিজয় হলেও সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে এর ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। আরবদের সিন্ধু অভিযানে রাজা দাহিরের পরিণতির সাথে উদ্দীপকের প্রতিপক্ষের পরিণতিগত সাদৃশ্য থাকলেও অন্যান্য দিক দিয়ে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে।

উদ্বীপকে দেখা যায়, বালুখালি এলাকার চেয়ারম্যান লুটকারীদেরকে শাস্তি দেন। এতে প্রতিপক্ষের প্রধান নিহত হয় এবং অন্যান্য লুটকারী প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়। সিন্ধু অভিযানের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, রাজা দাহির মুহাম্মদ বিন কাসিমের কাছে পরাজিত ও নিহত হয়। তবে সিন্ধু অভিযানের সূত্র ধরেই ভবিষ্যতে মুসলিমরা ভারতে প্রবেশ করে। ফলে ধর্মীয় ক্ষেত্রে এর তৎপর্যপূর্ণ প্রভাব পড়ে। আরবরা সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। তারা এ বিজয়ের মাধ্যমে প্রায় ১৫০ বছর ভারত শাসন করে। মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলে ধর্মীয় ক্ষেত্রেও সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। সিন্ধু বিজয়ের ফলে সিন্ধুর বিধর্মীদের ইসলামের আদর্শের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটে। এ বিজয়ের ফলে আরবদের সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন আসে। আরবগণ হিন্দু সম্মানায়ের সংস্পর্শে আসে এবং উভয়ের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এতে আর্য ও সেমেটিক জাতির সংমিশ্রণে সিন্ধুর লোকচার ও সামাজিক রীতিনীতি তাদের প্রাত্যাহিক জীবনে অনুপ্রবেশ করে। এ বিজয়ের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আরবদের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। সিন্ধু বিজয়ের ফলে আরবদের সাথে ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে সিন্ধু বিজয়ের ফলে আরবদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। তাই বলা যায়, উদ্বীপকের লুটনকারীদের পরিণতি ও সিন্ধু বিজয়ে ফলাফল ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

**প্রশ্ন ৯** সদ্য স্বাধীন হওয়ার একটি দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কামাল সাহেবে এর উন্নতির জন্য নানামূল্যী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। আর্থিকভাবে সঙ্গল হবার জন্য তিনি কয়েকটি ধর্মীয় দেশে জনশক্তি রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আনার ব্যবস্থা করলেন এবং দেশটিতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্য নানামূল্যী পদক্ষেপ নিলেন। দেশীয় পণ্ডিতদের পারিষ্মকের বিনিময়ে গবেষণার নিয়োগ করলেন। ফলে অঞ্চল কিছুদিনের মধ্যেই দেশটি বনিভর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। //বিএ এক শাস্তি কলেজ, ঢাকা।

ক. সোমনাথ মন্দিরটি কোথায় অবস্থিত?

- ১  
খ. তরাইনের স্থিতীয় বৃক্ষের ওপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।  
২  
গ. উদ্বীপকে উল্লিখিত ঘটনার সাথে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের কোন কারণটির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।  
৩  
ঘ. উদ্বীপকে জনাব আফসার গোমেজের পরিণতি এবং রাজা

দাহিরের পরিণতি কি একই ছিল? বিশ্লেষণ কর।

- ৪

ক. সোমনাথ মন্দিরটি কোথায় অবস্থিত?

- ১  
খ. সতীদাহ প্রথা কী? ব্যাখ্যা কর।  
২  
গ. উদ্বীপকের কামাল সাহেবের কর্মকাণ্ডের সাথে সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের কোন কারণটির সাদৃশ্য পাওয়া যায়? তার বিবরণ দাও।  
৩  
ঘ. উভয়ের উদ্দেশ্য এক হলেও পন্থা ভিন্ন—বিশ্লেষণ কর।

- ৪

### ৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ভারতের গুজরাটে সোমনাথ মন্দিরটি অবস্থিত।

**খ** সূজনশীল ১ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

**গ** কামাল সাহেবের কর্মকাণ্ডের সাথে সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের অর্থনৈতিক কারণের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

গজনীর শাসনব্যবস্থা সুস্থিতাবে পরিচালনা, একে সম্মিলিত আকর্ষণীয় নগরীতে পরিণত করার জন্য, একটি বিশাল সেনাবাহিনীকে পোষণের মানসে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার পৃষ্ঠাপোষকতার মহান উদ্দেশ্যে সুলতান মাহমুদের অর্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশকে তিনি তার প্রয়োজনীয় অর্থের কল্পনা মনে করে তথায় ১৭ বার অভিযান পরিচালনা করেন। সদ্য স্বাধীন দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে মোবারক সাহেবের নানামূল্যী উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এ অর্থের ঘোগানের জন্য তিনি ধর্মীয় দেশে জনশক্তি রপ্তানির ব্যবস্থা করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের ব্যবস্থা করেন। তার গৃহীত কর্মকাণ্ডের সাথে সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের অর্থনৈতিক কারণের সাদৃশ্য রয়েছে।

**ঘ** প্রেসিডেন্ট কামাল সাহেবের সাথে সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের উদ্দেশ্যগত মিল থাকলেও কৌশল বা পন্থা অবলম্বনের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে।

ঘীয় সিংহাসনকে সুরক্ষিত করে উচ্চাঙ্গিষ্ঠী ও যুদ্ধপ্রিয় সুলতান মাহমুদ তার ৩২ বছরের রাজত্বকালে ভারতে ঘোট ১৭বার অভিযান পরিচালনা করেন এবং প্রত্যেকটি অভিযানে তিনি জয়লাভ করেন এবং এর মাধ্যমে তিনি প্রচুর ধন-সম্পত্তি লাভ করেন।

প্রেসিডেন্ট কামাল সাহেবে দেশের উন্নয়নের জন্য বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেন। অন্যদিকে সুলতান মাহমুদ নিজ দেশের উন্নয়নের জন্য পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে যুদ্ধ অভিযানের মাধ্যমে ধন-সম্পদ অর্জন করেন। কামাল সাহেবে ও সুলতান মাহমুদ উভয়ই নিজ দেশের উন্নয়নের জন্য কৌশল বা পন্থা অবলম্বন করেছেন। তাদের উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

পরিশেষে বলা যায় যে, সুলতান মাহমুদ ও প্রেসিডেন্ট কামাল সাহেবের কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্যগত মিল থাকলেও পন্থাগত ভিন্নতা ছিল।

**প্রশ্ন ১০** কমল মজুমদারের সীমানার পাশেই আফসার গোমেজের জমিদারী অবস্থিত। পাশাপাশি জমিদারী হওয়ায় সীমানা এবং চোর-ডাকাতের আশ্রয় প্রদায় নিয়ে দুই জমিদারের বিবাদ লেগেই থাকত। একবার চোর এলাকা থেকে কমল মজুমদারের কিছু প্রজা তাদের নিজেদের শস্য বোঝাই নৌকা নিয়ে আসার সময় জমিদার আফসার গোমেজের এলাকার কিছু জলদস্য শস্যগুলো লুট করে নিয়ে যায়। কমল মজুমদারের এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শাস্তি এবং ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। কিন্তু আফসার গোমেজ তাতে অস্বীকৃতি জানান। কমল মজুমদার তার লোকজনকে আফসার গোমেজের জমিদারী আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। এতে আফসার গোমেজ বাধা প্রদান করতে এসে নিহত হন এবং তার এলাকার লোকজনদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়। লোকজন প্রাণভয়ে অন্তর্য পালিয়ে যায়। //বিএ এক শাস্তি কলেজ, ঢাকা।

- ক. সিন্ধুর প্রধান বন্দরটির নাম কী ছিল? ১

- খ. তরাইনের স্থিতীয় বৃক্ষের ওপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ। ২

- গ. উদ্বীপকে উল্লিখিত ঘটনার সাথে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের কোন কারণটির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

- ঘ. উদ্বীপকে জনাব আফসার গোমেজের পরিণতি এবং রাজা দাহিরের পরিণতি কি একই ছিল? বিশ্লেষণ কর। ৪

### ১০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সিন্ধুর প্রধান বন্দরটির নাম দেবল বন্দর।

**খ** সূজনশীল ৪ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

**গ** উদ্বীপকে উল্লিখিত শস্য বোঝাই নৌকা নিয়ে যাওয়ার সাথে সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণটির সাদৃশ্য রয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সিংহলরাজ কর্তৃক খলিফা ওয়ালিদ ও হাজাজ বিন ইউসুফের নিকট প্রেরিত উপটোকনপূর্ণ আটটি আরব জাহাজ দেবলস্থ জলদস্য কর্তৃক লুটনৈ ছিল আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ। উদ্বীপকেও এ কারণটি প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্বীপকে লক্ষ করা যায় যে, কমল মজুমদারের কিছু প্রজা তাদের নিজেদের শস্য বোঝাই নৌকা নিয়ে আসার সময় জমিদার আফসার গোমেজের এলাকার কিছু জলদস্য শস্যগুলো লুট করে নেওয়ায় কমল মজুমদার জড়িতদের শাস্তি এবং ক্ষতিপূরণ দাবি করলে আফসার গোমেজ অস্বীকৃতি জানায়। পরে কমল মজুমদার তার লোকজনকে আফসারের জমিদারি আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণটি এবুপুর। সিংহলে অবস্থানকারী বেশিক্ষিত আরব বণিক মৃত্যুমুখে পতিত হলে সিংহলরাজ আটটি জাহাজে করে তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও মূলাবান উপটোকন হাজাজ বিন ইউসুফ এবং খলিফার দরবারে প্রেরণ করেন। জাহাজগুলো যখন সিন্ধুর দেবল উপকূলে এসে পৌছায় তখন জলদস্যরা এগুলো লুটন করে। এতে কিন্তু হয়ে হাজাজ বিন ইউসুফ সিন্ধুর রাজা দাহিরের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করলে তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন। ফলে হাজাজ বিন ইউসুফ তার জামাত মুহাম্মদ বিন কাসিমকে সিন্ধু আক্রমণের নির্দেশ দেন। তিনি ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধুতে অভিযান চালান এবং রাজা দাহিরকে পরাজিত করে সিন্ধু বিজয় করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্বীপকে আরবদের সিন্ধু আক্রমণের প্রত্যক্ষ কারণকেই ইঙ্গিত প্রদান করে।

**ঘ** উদ্বীপকে আফসারের জমিদারির পরিণতি ও রাজা দাহিরের পরিণতি একই ধরনের।

উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের শাসনামলে সিন্ধুর রাজা দাহির কর্তৃক বিদ্রোহীদের আশ্রয়দান ও দেবল বস্পরের জলদস্যদের জাহাজ লুটনের এবং অন্যান্য কারণে খলিফার অনুমতিক্রমে হাজাজ বিন ইউসুফ ৭১০

শ্রিষ্টাদের শেষের দিকে প্রথমে ওবায়দুল্লাহ এবং পরে বুদাইলের নেতৃত্বে সিন্ধুরাজ দাহিরের বিরুদ্ধে পরপর ২টি অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত উভয় সেনাপতি নিহত হন এবং অভিযান দুটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পরাজয়ের ফলানি মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে হাজার বিন ইউসুফ ৭১১ খ্রিষ্টাদে ঝীয় ভাতুপুর ও জামাতা ১৭ বছর বয়স্ক মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে সিন্ধু দেশে তৃতীয় অভিযান প্রেরণ করেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম ৬০০০ বাহাই করা সৈন্য নিয়ে অভিযান পরিচালনা করে দেবল দুর্গ, মিরুন, সিওয়ান ও সিসাম বিজয় করেন। অবশেষে তিনি সিন্ধু নদ অতিক্রম করে রাজা দাহিরকে পরাজিত করেন। এবং ২০ জুন ৭১১ খ্রিষ্টাদে রাজা দাহিরকে হত্যা করেন। উদ্দীপকেও একইভাবে কমল মজুমদারের লোকজন আফসারের জমিদারি আক্রমণ করে সবকিছু ছাঁচার করে আফসারকে উৎখাত করে। সুতরাং জমিদার আফসার পরিণতি এবং রাজা দাহিরের পরিণতি যেন একই সূত্রে গাঁথা।

**প্রশ্ন ১১** অতি সম্প্রতি চীনের দুটি যুদ্ধ জাহাজ জাপানের টোকিও নিয়ন্ত্রিত সেনকাকু ঝীপের জলসীমায় প্রবেশ করে। বেইজিং এর কাছে ঝীপটি দিয়াউস নামে পরিচিত। এই ঝীপটিতে নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য দু'বার অভিযান পরিচালনা করেছিল। কিন্তু দুটি অভিযানেই চীন পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। পরাজয়ের ফলানি মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে তারা আবার অভিযান পরিচালনা করলো এবং সফল হলো।

(বেগম বসন্তচন্দ্রে সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা)

ক. শাহনামা কী?

খ. সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অভিযানের সাথে প্রাক-সালতানাত যুগের কোন অভিযানের বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্য রয়েছে? বুঝিয়ে লিখ।

ঘ. উদ্দীপকের তৃতীয় অভিযানের সফলতা কি মুহাম্মদ বিন কাসিমের অভিযানের সফলতার অনুরূপ? ব্যাখ্যা কর।

### ১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. শাহনামা মহাকবি কবি ফেরদৌসি রচিত একটি মহাকাব্য।

খ. সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল অন্যতম।

পাঞ্জাবের হিন্দুশাহী বংশের রাজা জয়পাল ও তাঁর বংশীয় রাজন্যবর্ষের শত্রুতা ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ভারতের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলো ও গজনি রাজ্যের সার্বিক নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়। এ হুমকির কারণেই তিনি ২৭ বছরে ১৭ বার ভারতবর্ষে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। কোনো কোনো প্রতিহিসিকের মতে, মধ্য এশিয়ায় একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই সুলতান মাহমুদ ভারতে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। তবে তিনি পাঞ্জাব ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য কোনো এলাকা তার সাম্রাজ্যভূক্ত করেননি। কারণ সে সময় মধ্য এশিয়া ও ভারতবর্ষব্যাপী এত বিশাল একটি সাম্রাজ্য শক্তিভাবে শাসন করা সম্ভব ছিল না।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অভিযানের সাথে প্রাক-সালতানাত যুগে সিন্ধু অভিযানের বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্য রয়েছে।

দু'বার অভিযান পরিচালনা করে ব্যর্থ হওয়া এবং সেই ব্যর্থতার ফলানি দূর করতে পুনর্বার অভিযান পরিচালনা করাই উদ্দীপকে বর্ণিত চীনাদের অভিযান এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযানের মধ্যে সাদৃশ্য স্থাপন করেছে। একেতে উভয় অভিযানের প্রকৃতি একই ধরনের।

উদ্দীপকের বর্ণিত চীনারা পূর্বে দুইবার চেষ্টা করেও জাপানের টোকিও নিয়ন্ত্রিত 'সেনকাকু ঝীপ' অধিকার করতে পারেনি। এ প্রেক্ষিতে তারা আবার ঝীপটি দখলের জন্য অভিযান পরিচালনা করেছে। এ ধরনের ঘটনা মুসলমানদের সিন্ধু (বর্তমান পাকিস্তানের একটি প্রদেশ) অভিযানের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। হাজার বিন ইউসুফ ৭১১ খ্রিষ্টাদের শেষের দিকে প্রথমে সেনাপতি ওবায়দুল্লাহ এবং পরে বুদাইলের নেতৃত্বে সিন্ধুরাজ দাহিরের বিরুদ্ধে পরপর ২টি অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অভিযান দুটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। দু'বার পরাজয়ের ফলানি মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে হাজার বিন ইউসুফ ৭১১ খ্রিষ্টাদে ঝীয় ভাতুপুর ও জামাতা মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে সিন্ধুতে তৃতীয় অভিযান প্রেরণ করেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম ৬০০০ বাহাই করা সৈন্য নিয়ে অভিযান পরিচালনা করে। ৭১২ খ্রিষ্টাদে তিনি রাজা দাহিরকে পরাজিত করে সিন্ধুতে নিজ কর্তৃত প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অভিযানের প্রকৃতিগত দিক এবং ঘটনাপ্রবাহ বিবেচনায় উদ্দীপকটি মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযানের সাথেই তুলনীয়।

ঘ. উদ্দীপকের তৃতীয় বারের অভিযানের মতো মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে মুসলমানরা সিন্ধু জয় করে সফলতা অর্জন করে। আরবদের সিন্ধু বিজয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। আরবেরা ১৫০ বছর সিন্ধুতে শাসন করে। এ দীর্ঘ সময় অবস্থানের পরেও সিন্ধু বিজয়ের রাজনৈতিক গুরুত্ব কিঞ্চিত্কর হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

ভারতবর্ষে ও ইসলামের ইতিহাসে আরবদের সিন্ধু বিজয় একটি উপাখ্যান মাত্র। এটি একটি নিষ্কল বিজয়। এ বিজয়ের সূত্র ধরে ভবিষ্যতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ দিয়ে মুসলিমরা ভারতে প্রবেশ করেছিল। মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলে ধর্মীয় ক্ষেত্রেও সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। সিন্ধু বিজয়ের ফলে সিন্ধুর অসলিমদের ইসলামের আদর্শের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটে। এ বিজয়ের ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে আরবদের অনেক পরিবর্তন আসে। আরববগণ হিন্দু সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসে এবং উভয়ের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এতে আর্য ও সেমেটিক জাতির সহিত সিন্ধুর লোকাচার ও সামাজিক রীতিনীতি তাদের প্রাত্যনিক জীবনে অনুপ্রবেশ করে। এ বিজয়ের ফলে আরবদের অর্থনৈতিক জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। সিন্ধু বিজয়ের ফলে আরবদের সাথে ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, সিন্ধু বিজয়ের ফলে আরবদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।

**প্রশ্ন ১২** ইয়াসিন 'ক' সাম্রাজ্যের ইতিহাস পাঠ করে জানতে পারে, সম্মাট M ও Z সম্মাট এর মৃত্যুর পর সমগ্র সাম্রাজ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বিভক্ত হয়ে পড়ে। এসব রাজ্যের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা বিদ্যমান ছিল। এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য কোন প্রকার রাজনৈতিক ঐক্য বিদ্যমান ছিল না। তখন দেশে কোন প্রকার কেন্দ্রীয় সরকার ছিল না, ফলে তারা কোন প্রকার বহিরাক্রমণের শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেন।

(বেগম বসন্তচন্দ্রে সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা)

ক. সুলতান মাহমুদ কত সালে সোমনাথ বিজয় করেন?

খ. সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের অর্থনৈতিক কারণসমূহ লিখ।

গ. ইয়াছিনের গঠিত 'ক' সাম্রাজ্যের ইতিহাসের সাথে তোমার পঠিত মুসলিম বিজয়ের প্রাক্তালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কতটুকু সামঝস্যপূর্ণ?

ঘ. উদ্দীপকের বর্ণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোর কী কী ব্যবস্থা নিলে 'বহিরাক্রমণের শক্তির প্রতিরোধ' করতে পারত বলে তুমি মনে কর।

### ১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সুলতান মাহমুদ ১০২৬ খ্রিষ্টাদে সোমনাথ মন্দির বিজয় করেন।

খ. সূজনশীল ৭ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

গ. ইয়াছিনের পঠিত 'ক' সাম্রাজ্যের ইতিহাসের সাথে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্তালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণ সামঝস্যপূর্ণ।

কোনো রাজ্যে রাজনৈতিক ঐক্য না থাকলে সে রাজ্যের পতন অনিবার্য। রাজনৈতিক অনৈক্যের সুযোগে বহিরাক্রতু আক্রমণ করে সহজেই রাজ্য জয় করে নেয়। উদ্দীপক ও মুসলিম বিজয়ের প্রাক্তালে ভারতের রাজনৈতিক বাস্তুতাই তার প্রমাণ।

উদ্দীপকের 'ক' রাজ্যের ইতিহাস থেকে দেখা যায়, রাজ্যটিতে কোনো রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। ফলে বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে রাজ্যটি কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। একই ঘটনা পরিলক্ষিত হয় মুসলিম বিজয়ের প্রাক্তালে ভারতবর্ষে। সে সময় মৌর্য সম্মাট অশোক (২৭৩-২৩২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) এক বিশাল ও বিত্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে ভারতবর্ষে একক রাজনৈতিক প্রভৃতি কানেক করতে সক্ষম হন। কিন্তু তার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশে কয়েক শতাব্দী ধরে অস্থিরতা বিরাজমান থাকে। অতঃপর সন্তুষ্ম শতকের প্রথম ডাগে উত্তর ভারতে সম্মাট হর্ষবর্ধন এবং দক্ষিণ ভারতে চালুক্য সম্মাট পুলকেশি ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালান। এ দুই মহান শাসকের মৃত্যুর পর সমগ্র ভারতীয় ভূখণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ সকল রাজ্যের মধ্যে কোনো রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। ফলে তারা বহিরাক্রতুর মোকাবিলায় কোনো একক শক্তি হিসেবে দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়।

**য** উদ্বীপকে বর্ণিত কুন্ত কুন্ত রাজগুলো সমিলিত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারত বলে আমি মনে করি। উদ্বীপকের 'ক' সাম্রাজ্যটি মূলত মুসলিম বিজয়ের প্রাঞ্চালের ভারতবর্ষ। শতধা বিভক্ত ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অনৈক্যের কারণেই মুসলিম শাসকদের অধিকারে চলে যায়। একেতে ঐক্য থাকলে তারা সহজেই বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারত।

মুসলিম বিজয়ের প্রাঞ্চালে ভারতের কুন্ত কুন্ত রাজসমূহকে (আফগানিস্তান, কাশ্মীর, কনৌজ, সিন্ধু, মালব, গুজরাট, বৃহদেশ্বর, আসাম, বাংলা প্রভৃতি) যদি একটি কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অধীনে রাখা যেত তাহলে তারা বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে প্রবলভাবে বুঝে দাঢ়াতে পারত। ভারতীয় কুন্ত কুন্ত রাজসমূহ যদি নিজেদের মধ্যকার পরস্পর বিভেদ ভুলে গিয়ে একে অপরের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসত তাহলে তারা বহিঃশত্রুদের সহজভাবে মোকাবিলা করতে পারত। এছাড়াও কুন্ত কুন্ত ভারতীয় রাজ্যের রাজাৱা যদি সকলে একমত পোষণের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করত এবং এর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করত তাহলে তারা বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারত। এছাড়াও সকল রাজা মিলে যদি সীমান্ত নিরাপত্তায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করত এবং দুর্গসমূহ সংরক্ষিত করত তাহলে তারা বিদেশি আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারত।

উপর্যুক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করলে উদ্বীপকে বর্ণিত কুন্ত কুন্ত রাজগুলো বহিঃশত্রুর আক্রমণ মোকাবিলা করতে সক্ষম হতো।

**প্রমাণীকৃত** বিশাল সাম্রাজ্য ও প্রচন্ড ক্ষমতার অধিকারী রাজা ছিলো জফস এর মৃত্যুর সাথে সাথেই সাম্রাজ্যে চরম বিশ্বাস্তা সৃষ্টি হয়। যোগ্য উত্তরাধিকারী না থাকায় বিশাল সাম্রাজ্য কুন্ত কুন্ত রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এসব রাজগুলোর মধ্যে পরস্পরিক শাক্তৃতা বিদ্যমান থাকায় কোন বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। রাজনৈতিক অরাজকতার পাশপাশি জীবনেও নেমে আসে দুর্ভোগ। বর্ণ বৈষম্যের ক্ষেত্রে নিম্নশ্রেণির মানুষ ছিল জরুরিত। পুরুষশাসিত সমাজে নারীদের কোনো মর্যাদা ছিল না। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁকে ছিলো বাবার বন্ধনে আবশ্য হতে দেয়া হতো না।

*(গজীপুর সরকারি মহিলা কলেজ, পাকিস্তান)*

ক. সম্বাট হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক বাংলার শাসনকর্তা কে ছিলেন? ১  
খ. ভারতবর্ষকে 'নৃত্বের জাদুঘর' বলা হয় কেন? ২  
গ. উদ্বীপকে বর্ণিত সমাজজীবনের সাথে মুসলিম বিজয়পূর্ব ভারতের সামাজিক অবস্থার কী মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উদ্বীপকের আলোকে মুসলিম বিজয়পূর্ব উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ৪

### ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সম্বাট হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন চালুক্য রাজা ছিলো পুলকেশী।

**খ** ভারতীয় উপমহাদেশে অসংখ্য জাতি, গোষ্ঠী ও নানা ধর্মের মানুষের বসবাস লক্ষ করে ঐতিহাসিক ভিন্সেন্ট স্মিথ (Vincent Smith) এই উপমহাদেশকে 'নৃত্বের জাদুঘর' বলে অভিহিত করেছেন।

আর্যদের আগমন থেকে শুরু করে আধুনিককালে ইউরোপীয়দের আগমন পর্যন্ত বহু জাতি ভারতে প্রবেশ করেছে। প্রাচীন যুগে আর্য, ম্যারিড, পারসিক, গ্রিক, শাস্তি, কুম্বাশ, ইউনেস্কো মধ্যযুগে আরব, তুর্কি, আফগান, মুঘল এবং আধুনিক যুগে পাতুগিজ, ইংরেজ, ফরাসি প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিকদের আগমনের ফলে ভারতবর্ষ বহু জাতিগোষ্ঠীর মহাজনসমাবেশে পরিণত হয়েছে। আর এ কারণে ভিন্সেন্ট স্মিথ একে নৃত্বের জাদুঘর বলে অভিহিত করেছেন।

**গ** নারীর অধিকার বঞ্চনা ও শ্রেণিবৈষম্যের দিক দিয়ে উদ্বীপকের সমাজ ব্যবস্থার সাথে মুসলিম বিজয়ের প্রাঞ্চালে ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থার মিল রয়েছে।

জাতিভেদ প্রথাকে হিন্দু সমাজব্যবস্থার একটি কুসংস্কার বলা যায়। ধর্ম ও বর্ণের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে কৃতিম ভেদভেদে সৃষ্টি হলো এই জাতিভেদ প্রথা। এ প্রথা প্রচলিত থাকার ফলে একদল মানুষ সমাজে

শোষিত হয় এবং প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। আবার পুরুষশাসিত সমাজে নারীকে নানা ধরনের বঞ্চনার শিকার হতে হয়। তারা নিঃসৃত ও অধিকার বঞ্চিত হয়ে আনেক সময় মানবেতের জীবনযাপন করে। মুসলিম বিজয়ের প্রাঞ্চালে ভারতে বিদ্যমান এ জাতিভেদ প্রথা ও নারীর অবস্থানগত দিক উদ্বীপকে পরিলক্ষিত হয়।

উদ্বীপকে আমরা লক্ষ করি, সমাজে নানা বৈষম্য বিদ্যমান। সমাজের অধিকাংশ লোক মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত হলেও সমাজে তারা নানাভাবে অধঃপতিত, নির্যাতিত এবং নিষ্পেষিত। সমাজে নারীর কোনো মর্যাদা নেই। ঠিক একই রকম বৈষম্য লক্ষ করা যায় মুসলিম বিজয়ের প্রাঞ্চালে ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থায়। তখন ভারতীয় হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য, শুণ্ড এ চারটি বর্ণে বিভক্ত ছিল। ধর্ম-কর্ম, যাগযজ্ঞের অধিকার ছিল ব্রাহ্মণদের একচক্র। অন্যদিকে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ছিল অধঃপতিত ও অসহায়। সামাজিকভাবে তারা ছিল অবহেলিত। তারা প্রতিনিয়ত শোষণ, নির্যাতন, যন্ত্ৰণার শিকার হতো। অনেক সময় সমাজে তাদেরকে মানুষ হিসেবে গণ্য করা হতো না। নারীর কোনো মর্যাদা ছিল না। তাদেরকে সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হতো। সুতরাং বলা যায়, রাজা জফসের সমাজ ব্যবস্থার বৈষম্যের দিকটি মুসলিম বিজয়ের প্রাঞ্চালে ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থায় বিদ্যমান জাতিভেদ প্রথা এবং নারীর অধিকার বঞ্চনার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

**য** উদ্বীপকে বর্ণিত রাজা ২য় জফসের রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থা প্রাক-মুসলিম ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

রাজনৈতিক ঐক্যের অভাব যেকোনো অঞ্চলের স্বাধীনতাকে তুষ্টিকর সম্মুখীন করে। উদ্বীপকে উল্লিখিত রাখিকের দেশেও রাজনৈতিক ঐক্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রাক-মুসলিম ভারতেও একই অবস্থা বিরাজ করছিল।

মুসলিম বিজয়ের প্রাঞ্চালে এ দেশে কোনো রাজনৈতিক ঐক্য লক্ষ করা যায়নি। বিভিন্ন রাজা পূর্ণ স্বাধীনতা ও সার্বভৌম ক্ষমতা তোগ করত। এ বিভিন্নতার ফলেই মুসলিম অভিযানকারীদের বিরুদ্ধে ভারতীয়গণ একটি সুসংহত ও সংঘবন্ধ শক্তি হিসেবে দাঢ়াতে পারেনি। উপরন্তু চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, ও হর্ষবর্ধনের মতো কোনো প্রাক্রমশালী রাজা ও তখন উত্তর ভারতে ছিল না। ভারতের অবশিষ্ট অংশও বহু স্বাধীন নৃপতির মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে শতধারিভক্ত ভারতে রাজনৈতিক শৃঙ্খলা ছিল না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এরূপ বিভক্তি জাতীয় চেলনার উল্লেখের পরিপন্থ হয়ে দাঢ়ায়, যা দেশের কল্যাণের জন্য অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়। সুতরাং দেখা যায়, রাজা জফসের দেশের অবস্থা প্রাক-মুসলিম ভারতের রাজনৈতিক অবস্থারই প্রতিরূপ।

**প্রমাণীকৃত** তৈমুর লং সমরকন্দের সিংহসন বসেই দিপিঙ্গয়ের নেশায় মেতে ওঠেন। তিনি সিন্ধান, হামদান, রাই, ইস্পাহান ফারস, সিরাজ এবং চীনের বিভিন্ন এলাকা দখল করে এবং বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বহু রাজবংশের পতন ঘটিয়ে সেখান থেকে বিলাসবহুল সাম্রাজ্য এনে রাজধানী সমরকন্দকে অনিদ্যসুন্দর নগরীতে পরিণত করেন। মধ্য এশিয়ায় একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাই ছিল তার লক্ষ্য এবং এ জন্য তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এই সকল এলাকা দখল করেন।

ক. সুলতান মাহমুদ কতবার ভারত আক্রমণ করেন? ১

খ. কৃতুবউদ্দিন আইবককে ছিলো হাতেম তাই বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্বীপকে বর্ণিত তৈমুর লংয়ের অভিযানের সাথে সুলতান মাহমুদের অভিযানের কী মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্বীপকের আলোকে তৈমুর লং এবং সুলতান মাহমুদের অভিযানের প্রকৃত উদ্দেশ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

### ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সুলতান মাহমুদ ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন।

**খ** অসীম উদারতা ও দানশীলতার জন্য কৃতুবউদ্দিন আইবককে ছিলো হাতেম তাই বলা হত।

কৃতুবউদ্দিন আইবককে ছিলেন একজন মহানুভব সুলতান। তার বদান্যতা কিংবদন্তি পর্যায়কৃত ছিল। প্রতিদিন তিনি লাখ লাখ টাকা দান করতেন বলে তাকে 'লাখবক্স' বা লক্ষ টাকা দানকারী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বদান্যতায় তিনি ছিলেন ছিলো হাতেম তাই।

**৫** উদ্দীপকে উল্লিখিত তৈমুর লংয়ের অভিযানের সাথে সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের সাদৃশ্য রয়েছে।

সুলতান মাহমুদ (আফগানিস্তানে অবস্থিত গজনি রাজ্যের শাসনকর্তা) ছিলেন সাহসী ও সমরপ্রিয় বীর। ১০০০ থেকে ১০২৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি মোট ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক তার এ অভিযানের কারণ হিসেবে সমরকন্দের প্রতি মোহকে দায়ী করেন। ভারতে পরিচালিত অভিযান থেকে সুলতান মাহমুদ প্রচুর অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করে নিজ রাজ্য গজনির উন্নতিতে ব্যয় করেন। আর উদ্দীপকেও এবৃপ্ত ঘটনা লক্ষ করা যায়। উদ্দীপকে দেখা যায়, তৈমুর লং চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করে প্রচুর অর্থ-সম্পদ হস্তগত করেন। এসব সম্পদ তিনি নিজ রাজ্য সমরকন্দের উন্নতিতে ব্যয় করেন। একইভাবে সুলতান মাহমুদ ভারতে অভিযান পরিচালনা করে প্রচুর ধনরত্ন হস্তগত করেন। সুলতান মাহমুদের যোলোতম অভিযান তথা সোমনাথ মন্দির আক্রমণ এবং সেৰান থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ লুঠন এ বিষয়টিকেই প্রমাণ করে। ১০২৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি সোমনাথ মন্দিরে অভিযান পরিচালনা করেন। মন্দিরের পুরোহিত ও স্থানীয় অধিবাসীরা প্রাপ্তপুর চেষ্টা করেও তার আক্রমণ থেকে সোমনাথ মন্দিরকে বরঞ্চ করতে পারেননি। এ মন্দির থেকে মাহমুদ দু' কোটিরও বেশি ঝর্ণমুদ্রা ও বিহুদি এবং ২শ ঘণ অলংকার ও মণিমুদ্রা নিয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন। তৈমুর লংয়ের সমরকন্দের মতোই গজনি নগরকে সুলতান মাহমুদ অনিম্নসূন্দর নগরীতে পরিণত করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকে উল্লিখিত আক্রমণ ও লুঠনের ঘটনায় সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

**৬** অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যগত দিক দিয়ে তৈমুর লংয়ের অভিযানের সাথে সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের সাদৃশ্য থাকলেও রাজনৈতিক দিক দিয়ে পার্থক্য রয়েছে।

সুলতান মাহমুদ একজন উচ্চাভিলাষী এবং অর্ধলোকী সমরনায়ক ছিলেন। রাজ্যাভিযানে তিনি আনন্দ পেলেও তার অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক। নিজ সাম্রাজ্য গজনিকে সমৃদ্ধিশালী ও অনিম্নসূন্দর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তার প্রচুর সম্পদের দরকার ছিল। আর ধন-ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ ভারতকে তিনি তার প্রয়োজনীয় অর্থের কর্তব্য মনে করে এখানে বার বার অভিযান পরিচালনা করেন এবং প্রচুর অর্থ সম্পদ হস্তগত করে গজনির শ্রীবৃদ্ধিতে ব্যয় করেন। তৈমুর লং এর অভিযানের পেছনেও এ ধরনের উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হলেও তিনি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চীনের বিভিন্ন অঞ্চল দখল করেন।

তৃতীক বীর তৈমুর লংয়ের উদ্দেশ্য ছিল বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। তাই তিনি বহু রাজবংশের পতন ঘটিয়ে বিজিত এলাকায় নিজ শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। পাশাপাশি তার বাহিনী বিভিন্ন রাজ্যে অভিযান চালিয়ে প্রচুর সম্পদ লুঠন করে। তৈমুর এ সম্পদ ব্যয় করে সমরকন্দ সাম্রাজ্যের উন্নয়নে নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। একইভাবে সুলতান মাহমুদ গজনি রাজ্যকে বিশ্বের তিলোকমা নগরীতে পরিণত করার জন্য এর সুসজ্জিত করণ, নিজ সাম্রাজ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাপকতা, বিরাট সৈন্যবাহিনীর বায় নির্বাহ প্রভৃতি কারণে ভারতে বার বার অভিযান প্রেরণ করেন। অভিযানে সংগৃহীত অর্থ-সম্পদ তিনি সাম্রাজ্যের সার্বিক উন্নতিকল্পে ব্যয় করেন। কিন্তু তিনি একমাত্র পাঞ্জাব ছাড়া বিজিত কোনো অঞ্চলে শাসন প্রতিষ্ঠা করেন নি। অর্থাৎ তার ভারত অভিযানের পেছনে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যেই তিনি ভারত আক্রমণ করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় এটা প্রমাণিত যে, তৈমুর লংয়ের উদ্দেশ্য ছিলো মধ্য এশিয়ায় একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা। অন্যদিকে সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের পেছনে এ ধরনের কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। তাই বলা যায়, তাদের অভিযানের মধ্যে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সাদৃশ্য থাকলেও রাজনৈতিক দিক দিয়ে বৈসাদৃশ্যতা রয়েছে।

**৭** **১৫** জান্দাজ বি ইয়াহিয়া ছিলেন একজন দেশের গভর্নর। তার কঠোর শাসনে দেশটিতে অনেক বিদ্রোহীর জন্ম হয়। এসব বিদ্রোহীরা সীমান্ত পার হয়ে পাশের দেশে অক্ষয় গ্রহণ করে। জান্দাজ বি ইয়াহিয়া এসব বিদ্রোহীকে ফেরৎ চাইলে উক্ত দেশটির রাজা ফেরৎ দিতে অঙ্গীকৃতি জানান। এ থেকেই উক্ত দেশের মধ্যে শক্তুতা সৃষ্টি হয়।

(গজীগুরু সরকারি মহিলা কলেজ, গজীগুরু)

ক. সিন্ধু বিজয়ী মুসলিম সেনাপতির নাম কী?

খ. ভারতবর্ষকে 'Wealth of India' বলা হয় কেন।

গ. উদ্দীপকের সাথে সংগতিপূর্ণ আরবদের সিন্ধু বিজয়ের কারণটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'আরবদের সিন্ধু ও মুলতান বিজয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি নিষ্কাল বিজয়— উক্তটি বিশেষণ কর।

### ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সিন্ধু বিজয়ী মুসলিম সেনাপতির নাম মুহাম্মদ বিন কাসিম।

**খ** প্রাকৃতিক ধনসম্পদে পরিপূর্ণ থাকায় ভারতবর্ষকে 'Wealth of India' বলা হয়।

প্রাচীনকাল থেকেই বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ ও ঐশ্বর্যের জন্য ভারতবর্ষ বিখ্যাত ছিল। এ অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের ব্যাপক ব্যাপ্তি ছিল। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারত ভ্রমণকারী চীনা পর্যটক ফা হিয়েন ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিবরণ দিয়েছেন। অর্থাৎ বিপুল ঐশ্বর্যের জন্য ভারত বর্ষকে Wealth of India বলা হয়।

**গ** উদ্দীপকের সাথে সংগতিপূর্ণ আরবদের সিন্ধু বিজয়ের কারণটি হলো হাজার বিন ইউসুফের বিদ্রোহীদেরকে রাজা দাহিরের আশ্রয় দান। আরবদের সিন্ধু অভিযান আকস্মাতে কোনো ঘটনা নয়। নানা ঘটনা ও পরিস্থিতি আরবীয়দের সিন্ধু অভিযানে প্রৱোচিত করেছিল। এ অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল সিন্ধুর দেবলস্থ বন্দরে উপটোকনসহ ৮টি মুসলিম জাহাজ লুঠন। তবে প্রৱোচক নানা ঘটনা উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদ ও তার পৰ্বাণ্যুলীয় শাসনকর্তা হাজার বিন ইউসুফকে সিন্ধু অভিযানে বাধ্য করেছিল, যার একটি ঘটনা উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে। উদ্দীপকে দেখা যায়, গভর্নর জান্দাজ বিন ইয়াহিয়ার দেশের বিদ্রোহীরা পার্শ্ববর্তী দেশে আশ্রয় নিলে গভর্নর তাদেরকে ফেরত পাঠানোর অনুরোধ করেন। কিন্তু পার্শ্ববর্তী দেশের রাজা তা অগ্রহ্য করলে উভয়ের মধ্যে স্বন্দের সৃজনাত হয়। একইভাবে হাজার বিন ইউসুফের কঠোর শাসনের প্রতিপত্তি করেছিল বিদ্রোহীরা বিদ্রোহ করে আরব সীমান্ত অতিক্রম করে সিন্ধুরাজ দাহিরের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে। হাজার তাদেরকে ফেরত পাঠানোর দাবি জানালে দাহির তা প্রত্যাখ্যান করে। এতে হাজার স্বীকৃত হন এবং তাকে সমুচিত শাস্তি দিতে সিন্ধু ও মুলতানে অভিযান পরিচালনা করেন। সুতরাং দেখা যায় উদ্দীপকের ঘটনায় আরবদের সিন্ধু বিজয়ের উল্লিখিত কারণেই প্রতিফলন ঘটেছে।

**ঘ** সিন্ধু বিজয়ের রাজনৈতিক ফলাফলকে নিষ্কাল বিজয় বলা যথাযথ হবে না। কারণ মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যুর পর সিন্ধু ও মুলতানে আরব শাসন দেড়শ বছর স্থায়ী হয়েছিল।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের পদার্থক অনুসৃত করেই সুলতান মাহমুদ ও মুহাম্মদ ঘূরি ভারতে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সিন্ধু বিজয়ের পর আরব সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই স্থায়ীভাবে ভারতে বসতি স্থাপন করে। বিজিত অঞ্চলে বহু রাস্তাঘাট নির্মাণ করেছিলেন তাদের কীর্তি আজও বিদ্যমান। ইতিহাসবিদ টড় 'রাজস্থানের ইতিহাস' গ্রন্থে আরবদের সিন্ধু বিজয়কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে অভিহিত করেছেন। সিন্ধু বিজয়ের রাজনৈতিক ফলাফল নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এর ধর্মীয় ফলাফল ছিল যুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এ বিজয়ের ফলে অসংখ্য পির-দরবেশ ভারত উপমহাদেশে ধর্ম প্রচারের জন্যে আগমন করেন; যাদের প্রভাবে সাম্য, মৈত্রী, উদারতা ও সহিষ্ণুতার প্রতীক ইসলাম ধর্মে দলে দলে নির্যাতিত সম্প্রদায় ঘোগদান করতে থাকে।

সিন্ধু ও মুলতানে আরব গ্রাহন্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর আরবদের সাথে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হয়। সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে আরববগণ সর্বপ্রথম হিন্দু সম্প্রদায়ের নিবিড় সংস্করণে আসার সুযোগ পায়। ফলে উক্তয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সময়েতোতা ও আর্য ও সেমেটিক জাতির এ মহামিলন ভারতবর্ষে নতুন সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি করে। আরবদের কল্পণাগুলো সংরক্ষণ উক্তয়ের মধ্যে আস্থার সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-মুসলিমের এ সহাবস্থানই পরবর্তীতে ভারতে নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা একথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, আরবদের সিন্ধু অভিযান কোনো নিষ্কাল বিজয় নয়।

**প্রশ্ন** ১৬ সিংহজানির রাজা জামালপুরের শাসনকর্তার নিকট ৮ ট্রাক উপহার সামগ্রী পাঠান। কিন্তু মন্দীপুরের নিকট দিয়ে আসার সময় ডাকাতেরা ট্রাকের মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। জামালপুরের শাসনকর্তা মিঝা মনি ডাকাতদের প্রত্যাপণ অথবা লুটকৃত মালামাল ফেরত দিতে নন্দীপুরের রাজা নন্দলালের নিকট দৃত পাঠান। নন্দীপুরের রাজা এতে অঙ্গীকৃতি জ্ঞাপন করলে জামালপুরের শাসনকর্তা মন্দীপুর দখল করার জন্য সেনাপতি প্রেরণ করেন এবং ইহা দখল করেন।

- /সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর/  
 ক. সুলতান মাহমুদ কোথাকার সুলতান ছিলেন? ১  
 খ. সুলতান মাহমুদ মন্দির আক্রমণ করেছেন কেন? ২  
 গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পাঠ্য বই এর কোন বিষয়ের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে? সংক্ষেপে বিজয়ের কারণগুলো লিখ। ৩  
 ঘ. উক্ত বিজয় কী নিষ্কল বিজয় ছিল? বিশ্লেষণ কর। ৪

### ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সুলতান মাহমুদ আফগানিস্তানের গজনীর সুলতান ছিলেন।  
**খ** সুলতান মাহমুদ রাজনৈতিক ও জাথনৈতিক কারণে সোমনাথ মন্দির আক্রমণ করেছেন বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন।  
 ভারতের গুজরাটের কাথিওয়াড়ে অবস্থিত সোমনাথ মন্দির ছিল ধনেশ্বরী পরিপূর্ণ। মুসলিম ঐতিহাসিকদের বিবরণ মতে, মন্দিরের পুরোহিতদের ধূরণা ছিল এ মন্দির বিজয় মাহমুদের সাধের বাইরে। সুলতান মাহমুদ তাই ১২২৬ সালে এই মন্দিরে অভিযান চালিয়ে সফল হন। অন্যান্য মন্দির আক্রমণের পিছনেও অথনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ ছিল প্রধান।

**গ** উদ্দীপকের সাথে আমার পাঠ্য বইয়ের সিন্ধু বিজয়ের ঘটনার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে।

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, সিংহলের রাজা ৮টি উপটোকনপূর্ণ জাহাজ খলিকা ওয়ালিদ ও হাজারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। সিন্ধুর দেবল বন্দরে জালদস্য কর্তৃক জাহাজগুলোর মালামাল লুটন হয়। হাজার সিন্ধুর রাজা দাহিরের নিকট এর প্রতিকার ও ক্ষতিপূরণ দাবি করলে দাহির সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করে। ফলে হাজার তার সেনাপতি প্রেরণ করে সিন্ধু অধিকার করেন।

উদ্দীপকের শুল্ক এর ঘটনা এবং তার জবাবে সামরিক অভিযানের বিষয়টি সিন্ধু জয়ের ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কিন্তু উদ্দীপকে যে ট্রাক ও ড্রাকতের কথা বলা হয়েছে তা বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। ইতিহাসে ট্রাক ও ডাকাতের স্থলে যথাক্রমে জাহাজ ও জলদস্যুর উভয়ে পাই।

এছাড়া ইতিহাসে সিন্ধু জয়ের ঘটনার পাঠে দেখা যায় হাজার এর পাঠানো সেনাপতিরা প্রথম দুটি অভিযানে ব্যর্থ হয়। তৃতীয় অভিযানে মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু দখলে সক্ষম হন।

কাজেই সিন্ধু বিজয়ের উপর্যুক্ত ঘটনার সাথেই উদ্দীপকের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে।

**ঘ** উক্ত বিজয় তথা আরবদের সিন্ধু বিজয় সম্পর্কে স্টেইনলি লেনপুল বলেন, “আরবগণ সিন্ধু জয় করেছিল। কিন্তু ভারতবর্ষ ও ইসলামের ইতিহাসে এ বিজয় ছিল একটি উপাখ্যান মাত্র, একটি নিষ্কল বিজয়।”

সিন্ধু ও সুলতান বিজয়ের রাজনৈতিক ফলাফল পর্যালোচনা করলে লেনপুলের উপরিউক্ত মন্তব্য সত্য বলে প্রতীয়মান হয়। ঐতিহাসিক ইস্তরী প্রসাদ এই সত্য স্বীকার করেছেন। কেননা আরব প্রজাব শুধু সিন্ধু ও সুলয়ানেই সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতের আর কোন স্থানে আরব প্রভাব ছিল না। মুহাম্মদ বিন কাসিমের অকাল মৃত্যু, খলিফাদের বৈদেশিক নীতির পরিবর্তন, মুসলিমদের এক্য বিনক্ত ও উক্ত ভারতে শক্তিশালী রাজপুত, গুর্জর-প্রতিহারদের উত্থান ইত্যাদি মুসলিম অগ্রাহ্যতার পথরোধ করে।

ফলে সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে ভারতে কোন স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে, এ এল শ্রী বাস্তব, ট্যামাস আরনওসহ কিন্তু ঐতিহাসিক মনে করেন আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলে ভারতে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটেছিল। ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সিন্ধু বিজয় পরোক্ষ ভূমিকা পালন করেছিল একথা অনুভূক্তী। তবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই বিজয়ের সফলতা পরিদৃষ্ট হয় না।

পরিশেষে বলা যায় যে, উক্ত বিজয় তথা আরবদের সিন্ধু বিজয় ছিল অনেকাংশেই নিষ্কল বিজয়। তবে এই বিজয়ের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রভাব অঙ্গীকার করা যায় না।

**প্রশ্ন** ১৭ রশিদপুরের সুলতান ‘ক’ কল্পপুরের রাজার বিবুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করেন এবং চন্দ্রার প্রান্তরে উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধ হয়। এতে রশিদপুরের রাজা চরমভাবে পরাজিত হন। এই যুদ্ধকে চন্দ্রার ১ম যুদ্ধ বলে। পরের বছর রশিদপুরের রাজা আবার যুদ্ধাভিযান করেন এবং চন্দ্রার প্রান্তরে যুদ্ধে কল্পপুরের রাজাকে পরাজিত করে কল্পপুর অধিকার করেন। /সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর/  
 ক. ভারতের প্রথম মুসলিম সুলতান কে ছিলেন? ১  
 খ. সুলতান মাহমুদ ও মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত আক্রমণের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য কী? ২  
 গ. উদ্দীপকের যুদ্ধের সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন যুদ্ধের মিল আছে? আলোচনা কর। ৩  
 ঘ. উক্ত সুলতানের ভারত বিজয়ের বিবরণ দাও। ৪

### ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ভারতের প্রথম মুসলিম সুলতান ছিলেন কৃতৃব উদ্দিন আইবেক।  
**খ** সুলতান মাহমুদ ও মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত আক্রমণের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য হলো মাহমুদ কখনো ভারতে স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠা করেননি। পক্ষান্তরে মুহাম্মদ ঘুরী ছিলেন ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। সুলতান মাহমুদ ভারতবর্ষে ১৭ বার সফল অভিযান পরিচালনা করে অতেল ধন-সম্পদ হস্তগত করেন এবং গজনিতে ফিরে যান। বিজয়ের আনন্দ ও সম্পদের লোভই ছিল মাহমুদের আক্রমণের উদ্দেশ্য। বইয়ের আনন্দ ও সম্পদের লোভই ছিল মুহাম্মদ ঘুরীর মৃত্যু উদ্দেশ্য।

**গ** উদ্দীপকের যুদ্ধের সাথে পাঠ্য বইয়ের তরাইনের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধের মিল আছে।

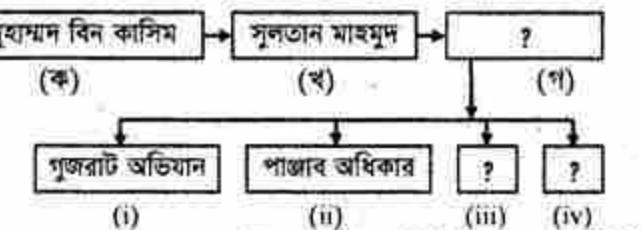
ভারতে স্থায়ী কর্তৃত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুহাম্মদ ঘুরী দিলি ও আজমীরের চৌহান বংশের রাজা পৃথ্বীরাজের মুখ্যমুখ্য হন। কনৌজের রাজা জয়চান্দ ব্যতীত প্রায় সকল হিন্দু রাজা পৃথ্বীরাজের পক্ষাবলম্বন করেন। ১১৯১ সালে মুহাম্মদ ঘুরীর সাথে পৃথ্বীরাজের বাহিনীর মধ্যে তরাইন নামক প্রান্তের এক সংঘর্ষ হয়। ইহা তরাইনের প্রথম যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘুরীর চরমভাবে পরাজিত হন। পরের বছর ১১৯২ সালে মুহাম্মদ ঘুরী আবার যুদ্ধাভিযান করেন এবং তরাইনের প্রান্তের পৃথ্বীরাজের বাহিনীকে পরাজিত করে দিলি দখল করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রশিদপুরের সুলতান ‘ক’ কল্পপুরের রাজার বিবুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করেন এবং চন্দ্রার প্রান্তের প্রথমবার পরাজিত হন। পরের বছর একই প্রান্তের কল্পপুরের রাজাকে পরাজিত করে কল্পপুরে অধিকার করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পানিপথের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধের সাথে উদ্দীপকের যুদ্ধের মিল রয়েছে।

**ঘ** উক্ত সুলতান অর্ধাং সুলতান মুইজ উদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত বিজয় এর বিবরণ দেয়া হলো।

মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরীর উদ্দেশ্য ছিল ভারতে একটি স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা। তাই তিনি ধারাবাহিক বিজয় অভিযান পরিচালনা করেন। ১১৭৫ সালে তিনি ভারতের মুলতান রাজ্য দখল করেন। পরবর্তীতে ১১৮৬ সালে ঘুরী খসরু মালিক পরাজিত করে পাঞ্জাব অধিকার করেন। পাঞ্জাব এরপর দিলি ও আজমীরের চৌহান বংশের রাজা পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করার জন্য ১১৯১ সালের অভিযান ব্যর্থ হয়। কিন্তু ঘুরী এতে দয়ে না দিয়ে ১১৯২ সালে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করেন। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও মুহাম্মদ ঘুরীর উন্নত রণকৌশলের কাছে পৃথ্বীরাজ বাহিনীর পরাজয় হয়। পলায়নরত অবস্থায় পৃথ্বীরাজ ধৃত ও নিঃহত হন। ঘুরী শাসনভাবে তার বিশ্বস্ত সেনাপতি কৃতৃবউদ্দিন এবং ওপর দিয়ে গজনীতে ফিরে গেলেও ১১৯৪ সালে কনৌজের রাজা জয়চান্দকে দমনের জন্য পুনরায় ভারত আসেন। চান্দওয়ার যুদ্ধে জয়চান্দকে পরাজিত করে ঘুরী ভারতের রাজনৈতিক রাজধানী কনৌজ এবং ধর্মীয় রাজধানী বারানসী হস্তগত করেন। ঘুরীর প্রতিনিধি কৃতৃব উদ্দিন আইবেক ১১৯৬ সালে গোয়ালিয়র ও গুজরাট অধিকার করেন। ১২০২ সালে কৃতৃব উদ্দিন কালিঙ্গের জয় করেন। একই সময়ে তাঁর সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বাংলা ও বিহার বিজয় করেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, ঘুরীর ভারত বিজয় অভিযান ছিল, পরিকল্পিত, সফল ও সার্থক।



- ক. আবুসি খলিফার কাছ থেকে সুলতান-ই-আজম উপাধি কে প্রাপ্ত করেন? ১
- খ. বলবন 'রক্তপাত ও কঠোর' নীতি প্রণয় করেছিলেন কেন? ২
- গ. প্রদত্ত ছকে 'গ' চিহ্নিত স্থানে কোন মুসলিম শাসককে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ভারতে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় (iii) ও (iv) নং স্থানে নির্দেশিত বিষয় কতটুকু ভূমিকা রেখেছিল? মূল্যায়ন কর। ৪

### ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** আবুসি খলিফার কাছ থেকে সুলতান ইলতুর্থমিশ সুলতান-ই-আজম উপাধি প্রাপ্ত প্রাপ্ত করেন।

**খ.** অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বহিরাক্তমণ থেকে সাম্রাজ্যকে রক্ষার জন্য গিয়াসউদ্দিন বলবন রক্তপাত ও কঠোর নীতি প্রণয় করেন।

গিয়াসউদ্দিন বলবনের সময়ে তুর্কি অভিজাতদের ষড়যন্ত্র এবং বহিরাক্তমণ মারাঞ্জক ঝুঁপ ধারণ করে। সুলতান বলবন ষড়যন্ত্রপ্রায়ণ অভিজাতদের দমনের জন্য কঠোর শাসন নীতি প্রণয় করেন। তাছাড়া মোঙ্গলদের আক্রমণ মোকাবিলা করার জন্যও তিনি কঠিন মৃত্যুর পরিচয় দেন। সুতরাং অভ্যন্তরীণ কলহ ও শত্রু দমনের জন্য গিয়াসউদ্দিন বলবন রক্তপাত ও কঠোর নীতি প্রণয় করেন।

**গ.** প্রদত্ত ছকে 'গ' চিহ্নিত স্থানটি মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরীকে নির্দেশ করে।

ছকের 'ক' ও 'খ' স্থানে নির্দেশিত যথাক্রমে মুহাম্মদ বিন কাসিম এবং সুলতান মাহমুদের পর মুহাম্মদ ঘুরীই ভারতবর্ষে অভিযান প্রেরণ করেন। ঘুর রাজ্যের অধিপতি আলাউদ্দিন হুসেনের মৃত্যুর পর মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ বিন সাম বা মুহাম্মদ ঘুরীকে গজনির শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যুর পর ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঘুর রাজ্যের অধিপতিরূপে ভারতবর্ষে স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

সাম্রাজ্যে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে মুহাম্মদ ঘুরী ১১৭৫ খ্রিস্টাব্দে সুলতান ও উচ জয় করেন। ১১৭৯ এবং ১১৮২ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু জয় করেন। মুহাম্মদ ঘুরী ১১৭৮ খ্রিস্টাব্দে গুজরাট আক্রমণ করেন। গুজরাটের রাজা ছিতীয় ভৌমের নিকট ঘুরী প্রাপ্ত করেন। ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীর প্রথম যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেন। ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ ঘুরী পুনরায় তরাইন প্রাপ্তরে পৃথিবীর সাথে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেন এবং পৃথিবীর যুদ্ধে নিহত হন। এ যুদ্ধে মুসলমানদের জয়লাভের ফলেই ভারতে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। তিনিই ভারতে প্রথম মুসলিম স্থাপত্যের সূচনা করেন। তার সুযোগে সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবেকের সময়ে নির্মিত দিল্লির 'কুয়াতুল ইসলাম' ও আজমিরের 'আড়াই দিনকা বোপড়া' মসজিদ দুটি ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যরীতির অভিনব সৃষ্টি। ক্রীতদাস প্রথার প্রচলন ও বিকাশ সাধন ভারতবর্ষে ঘুরীর রাজ্য বিস্তারের ফলে অভিনব মাত্রা সংযোজন করেছে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি অসংখ্য প্রশিক্ষিত মেধাবী ক্রীতদাস (কুতুবউদ্দিন আইবেক, বখতিয়ার খলজি প্রমুখ) রেখে গিয়েছিলেন যারা তার সাম্রাজ্যকে স্বর্ণহিমায় অধিষ্ঠিত করেছে।

**ঘ.** ভারতে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার (iii) ও (iv) নং স্থানে নির্দেশিত তরাইনের প্রথম ও ছিতীয় যুদ্ধ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে তরাইনের প্রথম এবং ছিতীয় যুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসিম। ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘুরী জয়লাভ করতে পারেন ঠিকই তবে এ পরাজয়ের ফলান তাকে ভারতবর্ষ জয়ে আরো উন্মুক্ত করে। যার ফলে তিনি ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে তরাইনের ছিতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং এর মাধ্যমে ভারতে মুসলিম শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

তরাইনের প্রথম এবং ছিতীয় যুদ্ধ একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘুরী প্রাপ্ত করেন। এ প্রাপ্ত করেন ফেলার জন্য তিনি অদম্য মনোবল নিয়ে ছিতীয় বছর ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে তরাইনের ছিতীয় যুদ্ধে পুনরায় পৃথিবীর সাথে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর কাছে সম্মিলিত রাজপুত বাহিনী প্রাপ্ত করেন। এ যুদ্ধে জয়লাভের ফলে মুসলিম সাম্রাজ্য গুরুত্বপূর্ণ দিল্লির উপকণ্ঠ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এরপর থেকে হিন্দুগণ আর মুসলিম আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে সক্ষম হয়ন। ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত তরাইনের ছিতীয় যুদ্ধকে চূড়ান্ত মীমাংসাত্মক যুদ্ধ হিসেবে গণ্য করা যায়। কারণ এটা হিন্দু স্থানের ওপর মুসলিম আধিপত্যের চরম সাফল্যের সূচনা করেছিল। প্রকৃতপক্ষে তরাইনের এ বিজয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের ভিত্তি রচনা করেছিল। ঐতিহাসিক ভৱিষ্যতে হেগ বলেন, 'তরাইনের বিজয়ে উত্তর ভারত পর্যন্ত সব শহরের ফটক মুহাম্মদ ঘুরীর জন্য উন্মোচিত হয়ে পড়ে।'

পরিশেষে বলা যায় যে, তরাইনের প্রথম এবং ছিতীয় যুদ্ধের ভূমিকা ভারতে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

**প্রশ্ন ▶ ১৯** ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের মাধ্যবপুর এলাকায় বাদল মিয়ার লোকেরা সিলেটের চা ব্যবসায়ী তাহের মহাজনের চা বোঝাই ৮টি ট্র্যাক ছিনতাই করে। তাহের মহাজন তা ফেরত চাইলে বাদল মিয়া তার দায় অঙ্গীকার করে। এতে তাহের মহাজন ক্ষিপ্ত হয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন। তবে বাদল মিয়ার সাথে তার আগে থেকেই কিছু বিষয়ে বিরোধ ছিল।

**ক.** ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

**খ.** সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ২

**গ.** উদ্দীপকের সাথে সিন্ধু অভিযানের কোন দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

**ঘ.** উদ্দীপকের মতো উত্ত অভিযানের কি পরোক্ষ আরও কারণ ছিল? বিশ্লেষণ কর। ৪

### ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** মুহাম্মদ ঘুরী ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

**খ.** সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বিপুল ধন-ঐশ্বর্য সংগ্রহ করা।

গজনির শাসনব্যবস্থা সুস্থুভাবে পরিচালনা এবং এটিকে সমৃদ্ধিশালী ও আকর্ষণীয় নগরীতে পরিণত করা সুলতান মাহমুদের উদ্দেশ্য ছিল। এছাড়া সমরনায়ক হিসেবে একটি বিশাল সেনাবাহিনী পোষণের জন্য তার অনেক অর্থের দরকার ছিল। ফলে ধন-ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ ভারতীয় উপমহাদেশকে তিনি তার প্রয়োজনীয় অর্থভাঙ্গার মনে করে সেখানে ১৭ বার অভিযান পরিচালনা করেন। আর ভারত থেকে সংগৃহীত অর্থ তিনি বীর রাজ্য গজনির উন্নতিক্রমে ব্যয় করেন।

**ঘ.** উদ্দীপকের সাথে সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ সাদৃশ্যপূর্ণ।

রাজ্যবিস্তার, ধনৈশ্বর্য আহরণ, সিন্ধুরাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ প্রাপ্ত করেন দিল্লি প্রত্যক্ষ কারণে হাজারাজ বিন ইউসুফ সিন্ধু আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। তখন একটি ঘটনা তাকে সিন্ধু আক্রমণের সুযোগ এনে দেয়। আর এ ঘটনাটি হলো সিন্ধুর দেবল বন্দরে জলদস্য কর্তৃক মুসলমানদের ৮টি জাহাজ লুট।

উদ্দীপকে তাহের মহাজন কর্তৃক বাদল মিয়াকে আক্রমণের ফলে লুষ্ঠনের একটি ঘটনাই প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছে। চা ব্যবসায়ী তাহের মহাজনের চা বোঝাই ৮টি ট্র্যাক বাদল মিয়ার লোকেরা ছিনতাই করে এবং বাদল মিয়া তা ফেরত দিতে অঙ্গীকৃতি জানালে তাদের মাঝে স্বন্দ বিদ্ধে যায়। সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণটিও এরূপ। সিংহলে অবস্থানকারী বেশিক্ত আরব বণিক মৃত্যুমুখে পতিত হলে, সিংহলরাজ আটটি জাহাজে করে তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও মূল্যবান উপচৌকন হাজারাজ বিন ইউসুফ এবং খলিফার দরবারে প্রেরণ করেছিলেন। জাহাজগুলো যখন সিন্ধুর দেবল উপকূলে এসে পৌছায় তখন জলদস্য প্রাপ্ত জাহাজগুলো লুষ্ঠন করে এতে ক্ষিপ্ত হয়ে হাজারাজ বিন ইউসুফ

সিন্ধুর রাজা দাহিরের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করলে তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন। ফলে হাজার বিন ইউসুফ তার জামাতা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে সিন্ধু আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন এবং তিনি সিন্ধু বিজয় করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকটি আরবদের সিন্ধু আক্রমণের প্রত্যক্ষ কারণকেই ইঙ্গিত প্রদান করে।

**৪** উদ্দীপকের ন্যায় সিন্ধু বিজয়ের ক্ষেত্রে জাহাজ লুটনের কারণটিই একমাত্র কারণ ছিল না। এর পেছনে আরো অনেক কারণ ছিল।

উদ্দীপকে মুসলিমানদের সিন্ধু বিজয়ের শুধু প্রত্যক্ষ কারণটিই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সিন্ধু বিজয়ের পেছনে এটি ছাড়াও আরো অনেক কারণ বিদ্যমান ছিল।

অষ্টম শতকের সূচনাতে মেকরান এবং বেলুচিস্তান আরবদের হস্তগত হওয়ায় তারা সিন্ধু দেশের অতি সন্নিকটে এসে পড়ে। ভারতীয় হিন্দু রাজাদের বৈরী মনোভাব ও সামরিক উস্কানির পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রসারণ ব্যতীত খিলাফতের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় মুসলিমানগণ বাধ্য হয়ে সিন্ধুতে অভিযান প্রেরণ করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ সর্বোপরি আর্থিক অবস্থার উন্নয়নকালে আরবগণ ভারতবর্ষ আক্রমণে প্রস্তুত হয়। তাছাড়া জলদস্যুদের আক্রমণ থেকে সামুদ্রিক বাণিজ্যের নিরাপত্তা বিধানের জন্যও ভারতবর্ষ আক্রমণ মুসলিমানদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অন্যদিকে আরব খলিফার নিকট প্রেরিত উপচৌকল ও আরব বণিকদের বাণিজ্যিক আটটি জাহাজ দেবল বন্দরে জলদস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত হলে হাজার দাহিরের কাছে লুণ্ঠিত দ্রব্যের ক্ষতিপূরণ ও জলদস্যুদের শাস্তি দাবি করেন। কিন্তু রাজা দাহির উক্ত দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। দাহিরের এই উন্ধেতো ক্ষুত্র হয়ে হাজার বিন ইউসুফ সিন্ধু ও সুলতান অভিযানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মেল।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, জলদস্যু কর্তৃক জাহাজ লুণ্ঠন ছিল আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণ। তবে সিন্ধু বিজয়ের পেছনে এর বাইরেও বহুবিধ কারণ বিদ্যমান ছিল।

**প্রশ্ন ▶ ২০**



- ক. শাহনামা কে রচনা করেন? ১
- খ. তরাইনের ২য় যুদ্ধ কেন গুরুত্বপূর্ণ? ২
- গ. উপরিউক্ত ছকের শাসক 'ক' এর সাথে পাঠ্য বই এর সাদৃশ্যপূর্ণ শাসক কে? তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযানটি সম্পর্কে বর্ণনা দাও। ৩
- ঘ. উক্ত শাসকের অভিযানের প্রকৃত কারণ কি বলে তুমি মনে কর? পাঠ্য বই এর আলোকে লিখ। ৪

### ২০ নং প্রশ্নের উক্তর

**ক** মহাকবি আবুল কাসেম ফেরদৌসি শাহনামা রচনা করেন।

**খ** সৃজনশীল ৪ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

**গ** উপর্যুক্ত ছকের শাসক 'ক' এর সাথে পাঠ্যবইয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ শাসক হলেন সুলতান মাহমুদ। তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযান হলো সোমনাথ মন্দির আক্রমণ।

সুলতান মাহমুদ ছিলেন দিল্লিয়ী বীর। তিনি ভারতবর্ষে মোট সতের বার অভিযান প্রেরণ করে বিস্ময়করভাবে প্রত্যেকবারই সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হন। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণগুলো ছিল তার ভারত অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য। যেমনটি ছকে উল্লিখিত শাসক 'ক' এর ক্ষেত্রেও সম্ভবীয়।

ছকে উল্লিখিত শাসক 'ক' ১৭ বার অভিযান প্রেরণ করেন। এ তথ্য সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের সাথে সংগতিপূর্ণ। সোমনাথ বিজয় তখন ভারতে তার ১৬ তম অভিযান ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ১০২৬ খ্রিস্টাব্দের ৬ জানুয়ারি তিনি সোমনাথের ছাবে এসে উপস্থিত হন।

গুজরাটের রাজা তীমদেবের নেতৃত্বে স্থানীয়রা বাধা দিলেও তারা সুলতানের কাছে পরাজিত হয়। এ মন্দির হতে সুলতান মাহমুদ দু'কোটি স্বর্ণমুদ্রা এবং দু'শ মণ অলংকার সংগ্রহ করেন। ঐতিহাসিক ড. দৈশ্বরী প্রসাদ বলেন, 'সোমনাথ বিজয় মাহমুদের ললাটে নতুন বিজয় গৌরব সংযুক্ত করে।' তাই বলা যায়, ছকে বর্ণিত শাসক 'ক' এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ শাসক সুলতান মাহমুদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অভিযান হলো সোমনাথ মন্দির বিজয়।

**ঘ** উক্ত শাসক অর্থাৎ সুলতান মাহমুদের অভিযানের প্রকৃত কারণ অর্থনৈতিক ছিল বলে আমি মনে করি।

ধন-সম্পদ লাভ এবং স্বীয় বীরত্বকে জাহির করার জন্য ইতিহাসে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে। অনেক শাসকই অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে একের পর এক বিভিন্ন রাজ্য আক্রমণ করেছেন। আর সুলতান মাহমুদ ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম।

সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ছিল তা নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তবে অনেকে মনে করেন অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যেই তিনি ভারতে বার বার অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। ঐতিহাসিক হাবিব বলেন, "এটি ধর্মযুদ্ধ ছিল না, বরং গৌরব ও স্বর্ণের লোভেই সংঘটিত পার্থিব যুদ্ধ।" ধনলিঙ্গার তীব্র বাসনা তার অভিযানে প্রতিফলিত হয়েছে। 'An Advanced History of India' গ্রন্থেও 'ভারতীয় ধনেশ্বর' সংগ্রহ সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এম মোহর আলীর মতে, "সদ্য প্রতিষ্ঠিত গজনি রাজ্যের উন্নয়ন, রাজ্যকে সুসংচরণ, রাজ্যে নিজ কর্তৃত এবং মুসলিম নৃপতিদের মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা, বিরাট সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাচ, মধ্য এশিয়ায় অভিযান, রাজধানী গজনিকে সমৃদ্ধিশালী ও সুসজ্জিতকরণ এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদি কারণে সুলতান মাহমুদের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল।" সুলতান মাহমুদ ভারতকে তার প্রয়োজনীয় অর্থভান্দার মনে করেছিলেন। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ বলেন, '১৭ বার অভিযান পরিচালনা করে তিনি সোনা, বৃপ্তা, হীরা, জহরত, মণি-মাণিক্য আহরণ করে গজনিতে নিয়ে যান। গজনিকে সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় নগরীতে পরিণত করার জন্য তার প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। এ কারণে তিনি ভারতে ১৭ বার অভিযান পরিচালনা করেন।'

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের প্রকৃত কারণ।

**প্রশ্ন ▶ ২১** 'ক' রাজ্যের অধিপতিবৃপ্তে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে মিঝা শাহ অন্য একটি রাজ্যকে তার সাম্রাজ্যভূক্ত করার অভিযানে অভিযান চালান এবং ১ম যুদ্ধে প্রতিপক্ষের নিকট পরাজিত হন। পূর্বের পরাজয়ের মানি মোচন করতে গিয়ে তিনি তার সুসজ্জিত ও সুশিক্ষিত অশ্বরেহী বাহিনী নিয়ে পরের বছর একই প্রান্তরে ছিটীয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। প্রতিপক্ষের সৈন্য সংখ্যা অধিক হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করে তিনি বিজয়ীর গৌরব অর্জন করেন এবং স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেন।

ক. 'শাহনামা' কী? ১

খ. 'সোমনাথ' বিজয়ের উপর টীকা লেখ। ২

গ. উক্ত ছকের শাসক 'ক' এর সাথে পাঠ্য বই এর সাদৃশ্যপূর্ণ শাসক কে? তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযানটি সম্পর্কে বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের রাজনৈতিক জীবনের গুরুত্ব পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

### ২১ নং প্রশ্নের উক্তর

**ক** শাহনামা হলো মহাকবি ফেরদৌসি রচিত একটি মহাকাব্য।

**খ** সোমনাথ মন্দির বিজয়ের মাধ্যমে সুলতান মাহমুদ (আফগানিস্তানে অবস্থিত গজনি রাজ্যের শাসনকর্তা) প্রচুর ধন-সম্পদ আহরণ করেন। তাই তার এ অভিযানটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

সোমনাথ মন্দিরটি ছিল প্রভৃতি ধনেশ্বরে পরিপূর্ণ। মন্দিরের পুরোহিতদের ধারণা ছিল 'এ মন্দিরটি আক্রমণ করা সুলতান মাহমুদের সাধ্যের বাইরে। কিন্তু স্থানীয় জনগণ এবং পুরোহিতদের প্রবল বাধা সত্ত্বেও

সুলতান ১০২৬ খ্রিষ্টাব্দে মন্দিরটি আক্রমণ করে জয় লাভ করেন। এ মন্দির থেকে মাহমুদ দুই কোটিরও বেশি স্বর্ণমুদ্রা এবং বিগ্রহাদির অলংকার থেকে দু'শ মণ মূল্যবান মণি-মুক্তা নিয়ে উপর্যুক্ত প্রত্যাবর্তন করেন। এ বিপুল সাফল্যের জন্যই তার এ অভিযানটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে ইতিহাসিকেরা মত দেন।

**গ** সূজনশীল ১৭ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

**ঘ** সূজনশীল ১৭ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।

**প্রশ্ন** ▶ ২২ কেশবপুরের শাসনকর্তা খায়রুজ্জামান পার্শ্ববর্তী দেশ খড়মপুর বারবার আক্রমণ চালিয়ে প্রতিটি অভিযানে জয়লাভ করে। কিন্তু স্থায়ীভাবে রাজ্য দখল করা কিংবা শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা কোনোটাই তার উদ্দেশ্য ছিল না। তার আসল উদ্দেশ্য ছিল খড়মপুর থেকে টাকা-পয়সা, মণিমুক্তা সংগ্রহ করে নিজ দেশকে অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করা।

ব্রজপুরী সরকারি মহিলা কলেজ/ক. দেবল বন্দর কোথায় অবস্থিত?

১

খ. তরাইনের ছাতীয় যুদ্ধের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

২

গ. কেশবপুরের শাসনকর্তা খায়রুজ্জামানের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন শাসকের যুদ্ধাভিযানের সাদৃশ্য পাওয়া যায়? বিশ্লেষণ কর।

৩

ঘ. কেশবপুরের শাসকের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন শাসকের তুলনা করবে? মতামত দাও।

৪

## ২২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** দেবল বন্দর ভারতে অবস্থিত।

**খ** সূজনশীল ৪ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

**গ** খায়রুজ্জামান-এর সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের সুলতান মাহমুদের অভিযানের সাদৃশ্য রয়েছে।

সুলতান মাহমুদ ১৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারত ইসমাইলকে পরাজিত এবং কারাবুন্দি করে গজনির সিংহাসনে আরোহণ করেন। অন্ন বয়সে ক্ষমতা গ্রহণ এবং দিষ্টিজয়ের নেশা তাকে উপর্যুক্ত বিজয়ে অনুপ্রাণিত করে। তিনি ১০০০ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১০২৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত উপর্যুক্ত মোট ১৭টি সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। প্রতিটি অভিযানেই তিনি কৃতিত্বের সাথে জয়লাভ করেন। উদ্দীপকেও এ ঘটনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

কেশবপুরের শাসনকর্তা খায়রুজ্জামান পার্শ্ববর্তী খড়মপুরে বারবার আক্রমণ চালিয়ে প্রতিটি অভিযানে সফলতা লাভ করেন। তার এ অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল ধনরত্ন সংগ্রহ করে নিজ রাজ্যকে সমৃদ্ধ করা। খায়রুজ্জামানের এ অভিযানের সাথে গজনির সুলতান মাহমুদের ভারতবর্ষে অভিযানের মিল রয়েছে। সুলতান মাহমুদও তার পার্শ্ববর্তী উপর্যুক্ত সতেরো বার অভিযান পরিচলনা করেন এবং প্রতিটি অভিযানেই সাফল্য অর্জন করেন। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কোনো উদ্দেশ্য তার ছিল না। তিনি মূলত অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে বারবার ভারতবর্ষে আক্রমণ করেছেন। প্রতিবার অভিযানের সময় অসংখ্য ধন-রত্ন সংগ্রহ করে তিনি গজনিতে প্রত্যাবর্তন করেন। সুতরাং কেশবপুরের শাসক খায়রুজ্জামান-এর সাথে সুলতান মাহমুদের ভারতবর্ষ অভিযানের সাদৃশ্য রয়েছে।

**ঘ** কেশবপুরের শাসকের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের সুলতান মাহমুদের মিল লক্ষ করা যায়।

পৃথিবীতে এমন অনেক বিজয়ী বীর রয়েছেন, যারা অসীম বীরত্বে যুদ্ধ করে দেশ জয় করেছেন; কিন্তু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন নি। যুদ্ধজয়ের নেশা আর সম্পদের মোহ তাদেরকে যুদ্ধে প্রস্তুত করেছে। এ রকমই দুজন শাসক উদ্দীপকের খায়রুজ্জামান এবং পাঠ্যবইয়ের সুলতান মাহমুদ। সুলতান মাহমুদ উপর্যুক্ত ধন-সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অসংখ্যবার অভিযান প্রেরণ করেছেন এবং প্রতিবারই সাফল্য অর্জন করেন। প্রতিবার অভিযানের সময় তিনি পূর্বের ধন-সম্পদ এ উপর্যুক্ত থেকে লুট করে নিয়ে যান। তবে এ উপর্যুক্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় কোনো উদ্দেশ্য তার ছিল না। কেশবপুরের শাসনকর্তা ও তার পার্শ্ববর্তী দেশে শুধু ধনসম্পদ আহরণের উদ্দেশ্যেই অভিযান প্রেরণ করেন এবং প্রতিবার অভিযানেই তিনি সফল হন। একইভাবে সুলতান মাহমুদও

ভারতবর্ষে সতেরো বার অভিযান প্রেরণ করে প্রতিবারই সফলতা অর্জন করেন। তিনি ভারত দেশে প্রচুর ধন রঞ্জ, মণিমুক্তা সংগ্রহ করে নিজ রাজ্য পজনিতে নিয়ে যান এবং এ রাজ্যের উন্নতিকর্ত্ত্বে এসব সম্পদ ব্যয় করেন। কেশবপুরের শাসক খায়রুজ্জামানের মতো তিনিও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যেই এ সকল অভিযান প্রেরণ করেছিলেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, উদ্দেশ্য ও প্রকৃতিগত দিক দিয়ে কেশবপুরের শাসকের অভিযানের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের সুলতান মাহমুদের উপর্যুক্ত অভিযানের তুলনা করা যায়।

**প্রশ্ন** ▶ ২৩ আরিফ 'ক' সাম্রাজ্যের ইতিহাস পাঠ করে জানতে পারে যে, সম্রাট 'M' ও সম্রাট 'Z' এর মৃত্যুর পর সমগ্র সাম্রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এসব রাজ্যের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা বিদ্যমান ছিল। এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে কোনো প্রকার রাজনৈতিক ঐক্য বিদ্যমান ছিল না। তখন দেশে কোনো প্রকার কেন্দ্রীয় সরকারও ছিল না। ফলে তারা কোনো প্রকার বহিরাক্তমণ্ডের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি।

ব্রজপুরী সরকারি মহিলা কলেজ/

ক. কে সিন্ধু ও মুলতান জয় করেন?

১

খ. আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রাক্তলে ভারতের সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল?

২

গ. আরিফের পঠিত 'ক' সাম্রাজ্যের ইতিহাসের সাথে তোমার পঠিত মুসলিম বিজয়ের প্রাক্তলে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো কী কী ব্যবস্থা নিলে বহিঃআক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারত বলে তৃষ্ণি মনে কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

৪

## ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু ও মুলতান জয় করেন।

**খ** সূজনশীল ৩ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

**গ** আরিফের পঠিত 'ক' সাম্রাজ্যের ইতিহাসের সাথে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্তলে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। কোনো রাজ্যে রাজনৈতিক ঐক্য না থাকলে সে রাজ্যের পতন অনিবার্য। রাজনৈতিক অনৈকের সুযোগে বহিঃশত্রু আক্রমণ করে সহজেই রাজ্য জয় করে নেয়। উদ্দীপকে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্তলে ভারতের রাজনৈতিক বাস্তবতাই তার প্রয়াণ।

উদ্দীপকের 'ক' রাজ্যের ইতিহাস থেকে দেখা যায়, রাজ্যটিতে কোনো রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। ফলে বহিরাক্তমণ্ডের বিরুদ্ধে রাজ্যটি কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। একই রূপ ঘটনা পরিলক্ষিত হয় মুসলিম বিজয়ের প্রাক্তলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে। সে সময় মৌর্য সম্রাট অশোক (২৭৩-২৩২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) এক বিশাল ও বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে ভারতবর্ষে একক রাজনৈতিক প্রভুত্ব কার্যম করতে সক্ষম হন। কিন্তু তার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশে কয়েক শতাব্দী ধরে অস্থিরতা বিরাজমান থাকে। অতঃপর সপ্তম শতকের প্রথম ভাগে উত্তর ভারতে সম্রাট হর্ষবর্ধন এবং দক্ষিণ ভারতে চালুক্য সম্রাট পুনরুৎসব ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালান। এ দুই মহান শাসকের মৃত্যুর পর সমগ্র ভারতীয় ভূখণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ সকল রাজ্যের মধ্যে কোনো রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। ফলে তারা বহিঃশত্রুর মোকাবিলায় কোনো একক শক্তি হিসেবে নির্ভাবে ব্যর্থ হয়।

**ঘ** উদ্দীপকে বর্ণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো সম্মিলিত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারত বলে আমি মনে করি।

উদ্দীপকের 'ক' সাম্রাজ্যটি মূলত মুসলিম বিজয়ের প্রাক্তলের ভারতবর্ষ। শতধাবিভক্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অনৈকের কারণেই মুসলিম শাসকদের অধিকারে চলে যায়। এক্ষেত্রে ঐক্য থাকলে তারা সহজেই বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারত।

মুসলিম বিজয়ের প্রাক্তলে ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহকে (আফগানিস্তান, কাশ্মীর, কনৌজ, সিন্ধু, মালব, গুজরাট, বুন্দেলখণ্ড, আসাম, বাংলা প্রভৃতি) যদি একটি কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অধীনে রাখা

যেত তাহলে তারা বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে প্রবলভাবে ঝুঁকে দাঁড়াতে পারত। ভারতীয় ক্ষম্ত ক্ষম্ত রাজসমূহ যদি নিজেদের মধ্যকার পরস্পর বিভেদ ভুলে গিয়ে একে অপরের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসত তাহলে তারা বহিঃশত্রুদের সহজভাবে মোকাবিলা করতে পারত। এছাড়াও ক্ষম্ত ক্ষম্ত ভারতীয় রাজ্যের রাজারা যদি সকলে একমত পোষণের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করতে এবং এর প্রশংসনের ব্যবস্থা করত তাহলে তারা বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারত। এছাড়াও সকল রাজা মিলে যদি সীমান্ত নিরাপত্তায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে এবং দুর্গসমূহ সংরক্ষিত করত তাহলে তারা বিদেশি আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারত।

উপর্যুক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করলে উদ্দীপকে বর্ণিত ক্ষম্ত ক্ষম্ত রাজ্যগুলো বহিঃশত্রুর আক্রমণ মোকাবিলা করতে সক্ষম হতো।

**প্রশ্ন ▶ ২৪** সম্প্রতি চীনের দুটি যুদ্ধে জাহাজ জাপান নিয়ন্ত্রিত সেনকাকু দ্বীপের জলসীমায় প্রবেশ করে। চীনের কাছে দ্বীপটি দিয়ায়ুস নামে পরিচিতি এবং এটিকে তারা নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য দু'বার অভিযান প্রেরণ করে। কিন্তু এ অভিযান দুটিতে তারা ব্যর্থ হয়েছিল দু'বছরের পরাজয়ের ফলানি মুছে ফেলার জন্য তারা আবার অভিযান প্রেরণ করে এবং এই অভিযানে সফল হয়। /পিটি গড়, চিত্রী কলেজ, রাজশাহী/

ক. হাজাজ বিন ইউসুফ কে ছিলেন?

ব. উক্ত অভিযান অর্ধাং মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযানের ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদ, আলোর ও মুলতানের পতন ঘটেছিল। আরবদের সিন্ধু বিজয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। হাজাজ বিন ইউসুফের উৎসাহ ও প্রেরণায় মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে আরবরা সিন্ধুতে অভিযান প্রেরণ করেন, যা উদ্দীপকের চীন অভিযানেও লক্ষ করা যায়।

খ. হাজাজ বিন ইউসুফ কে ছিলেন?

উদ্দীপকে লক্ষণ্য যে দিয়ায়ুস দ্বীপটি নিয়ন্ত্রণে নেয়ার জন্য চীন দুর্বার অভিযান প্রেরণ করে। দু'বার ব্যর্থ হবার পর তৃতীয় অভিযানে তারা সফলকাম হয়। অনুরূপভাবে মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে অভিযানে আরবরা সিন্ধু ও মুলতানসহ বেশকিছু আঞ্চল অধিকার করতে সক্ষম হয়। সিন্ধু রাজ্যের রাজধানী ছিল আলোর। রাজাটি ব্রাহ্মণ্যবাদ, সিস্তান, ইস্কান্দো ও মুলতান চারটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। খলিফা ওয়ালিদের নির্দেশে প্রেরিত অভিযানে আরবরা দু'বার ব্যর্থ হয়। অবশেষে ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে অভিযানে সিন্ধুর দেবল বন্দর আক্রমণের মধ্যদিয়ে সিন্ধুতে কাসিমের কর্তৃত প্রতিষ্ঠা হয়। রাজা দাহিরের পরাজয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদ ও সিন্ধুর রাজধানী আলোর আরবদের করতলগত হয়। অবশেষে মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু শক্তির শেষ উৎস মুলতান নগরী অবরোধ করেন। তৌর প্রতিরোধ মোকাবিলা করে ৭১৩ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম বাহিনী মুলতান জয় করে।

গ. হাজাজ বিন ইউসুফ কে ছিলেন?

পরিশেষে বলা যায় যে, মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযানের ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদ, আলোর ও মুলতানের পতন ঘটেছিল।

ঘ. আরবদের ভারত অভিযানের প্রাক্তালে কনৌজ-এর অবস্থা কেমন ছিল?

**প্রশ্ন ▶ ২৫** রাজশাহীর ছেলে আখতার জয়পুরহাটের বন্ধু শ্যামলের বাড়িতে

বেড়াতে গিয়ে লক্ষ করল সেখানে সমাজে বর্ণপ্রথা খুবই প্রকট। সমাজ চারটি বর্ণে বিভক্ত। তরুণ দুটি বর্ণের প্রভাব প্রতিপন্থি খুব বেশি। সে এক নিম্ন প্রেণির মানুষের কাছ থেকে জানতে পারে যে, ধর্মশাস্ত্র শুনলে বা পাঠ করলে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। এছাড়া হিন্দু সমাজে আখতার এক শ্রেণির লোক দেখতে পায় যারা অশৃঙ্খ বলে পরিচিত। শ্যামলের সমাজে অনেক যেয়েকে ১২ বছর বয়সে বিবাহের পিভায় বসতে হয় এবং অনেক পুরুষকে ৪/৫ টা বিবাহ করতে দেখা যায়। শ্যামলের সমাজব্যবস্থা আখতারকে পীড়া দেয়।

ক. মুহাম্মদ বিন কাশিম কত সালে সিন্ধু অভিযান চালান?

খ. সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযান বলতে কী বোঝায়?

গ. আখতারের দেখা শ্যামলের সমাজব্যবস্থার সাথে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্তালে ভারতের সামাজিক ব্যবস্থার কি মিল লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সমাজব্যবস্থা কেমন হল আখতার দৃঢ় না পেয়ে বরং খুশ হতো? মতামত দাও।

## ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. হাজাজ বিন ইউসুফ ছিলেন উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের শাসনকর্তা।

খ. অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে কনৌজ ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য। এ সময় যশোবর্মণ এ রাজ্যের রাজা ছিলেন। তাঁর সময় কনৌজ রাজনৈতিক প্রতিপন্থি ও সামরিক শক্তিশালী উক্তর ভারতে প্রেরণ করে। যশোবর্মণের শাসনামলে তার সাম্রাজ্য হিমালয় হতে নর্মদা পর্যন্ত এবং বঙ্গদেশ হতে থানেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১০১৮ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদ কনৌজে অভিযান চালান।

গ. উদ্দীপকের ঘটনা মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযানের কথা মনে করিয়ে দেয়।

দু'বার অভিযান পরিচালনা করে ব্যর্থ হওয়া এবং সেই ব্যর্থতার ফলানি দূর করতে পুনর্বার অভিযান পরিচালনা করাই উদ্দীপকে বর্ণিত চীনাদের অভিযান এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযানের মধ্যে সাদৃশ্য স্পষ্টপন করেছে। এক্ষেত্রে উভয় অভিযানের প্রকৃতি একই ধরনের।

উদ্দীপকের বর্ণিত চীনারা পূর্বে দুইবার চেষ্টা করেও জাপানের টোকিও নিয়ন্ত্রিত 'সেনকাকু দ্বীপ' দখল করতে পারেনি। এ প্রেক্ষিতে তারা আবার দ্বীপটি দখলের জন্য অভিযান পরিচালনা করেছে। এ ধরনের ঘটনা মুসলিমানদের সিন্ধু (বর্তমান পাকিস্তানের একটি প্রদেশ) অভিযানের ফেরেও পরিলক্ষিত হয়। হাজাজ বিন ইউসুফ ৭১০ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে প্রথমে সেনাপতি ওবায়েদুল্লাহ এবং পরে বুদাইলের নেতৃত্বে সিন্ধুরাজ দাহিরের বিরুদ্ধে পরপর ২টি অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অভিযান দুটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। দু'বার পরাজয়ের ফলানি মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে হাজাজ বিন ইউসুফ ৭১১ খ্�রিস্টাব্দে সীয় ভারতীয় ভারতুক্ত ও জামাতা মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে অভিযান প্রেরণ করেন। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি রাজা দাহিরকে পরাজিত করে সিন্ধুতে নিজ কর্তৃত প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অভিযানের প্রকৃতিগত দিক এবং ঘটনাপ্রবাহ বিবেচনায় উদ্দীপকটি মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযানের সাথেই তুলনীয়।

ক. ৭১১ সালে মুহাম্মদ বিন কাশিম সিন্ধুতে অভিযান চালান।

খ. সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বিপুল ধন-ঐশ্বর্য সংগ্রহ করা।

সুলতান মাহমুদ ১০০০-১০২৬ খ্রি, পর্যন্ত মোট ১৭ বার ভারতে অভিযান পরিচালনা করেন। গজনির শাসনব্যবস্থা সুষৃতভাবে পরিচালনা এবং এটিকে সমৃদ্ধিশালী ও আকর্ষণীয় নগরীতে পরিণত করা সুলতান মাহমুদের উদ্দেশ্য ছিল। এছাড়া সমরনায়ক হিসেবে একটি বিশাল সেনাবাহিনী পোষণের জন্য তার অনেক অর্থের দরকার ছিল। ফলে ধন-ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ ভারতীয় উপমহাদেশকে তিনি তার প্রয়োজনীয় অর্থভাবের মনে করে সেখানে ১৭ বার অভিযান পরিচালনা করেন। আর ভারত থেকে সংগৃহীত অর্থ তিনি সীয় রাজা গজনির উন্নতিক্রমে ব্যয় করেন।

গ. উদ্দীপকের আখতারের দেখা সমাজব্যবস্থার সাথে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্তালে ভারতের সমাজব্যবস্থায় বিদ্যমান জাতিভেদ প্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রথার মিল লক্ষ করা যায়।

জাতিভেদ প্রথাকে হিন্দু সমাজব্যবস্থার একটি কুসংস্কার বলা যায়। ধর্ম ও বর্ণের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে কৃতিম ভেদাভেদ সৃষ্টি এই জাতিভেদ প্রথা। এ প্রথা প্রচলিত থাকার ফলে একদল মানুষ সমাজে শোষিত হয় এবং প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। আবার বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহের কারণে নারীর মর্যাদা ভূলঁঠিত হয়। নারী তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। আবর আক্রমণের প্রাক্তালে ভারতে বিদ্যমান ঘৃণ্য প্রথাগুলোই উদ্দীপকে পরিলক্ষিত হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শ্যামলের সমাজে বর্ণপ্রথা বিদ্যমান থাকায় নিম্নপ্রেশির লোকেরা বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। আবার মেয়েদের অংশ বয়সে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি পুরুষেরা ৪/৫টা বিয়ে করছে। ঠিক একইরকম পরিস্থিতি লক্ষ করা যায় মুসলিম বিজয়ের প্রাঙ্গালে ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থায়। ভারতীয় হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুণ্ড এই চারটি বর্ণে বিভক্ত ছিল। ধর্ম-কর্ম যাগঘজের অধিকার ছিল ব্রাহ্মণদের একচ্ছত্র। অন্যদিকে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ছিল অধঃপতিত ও অস্থায়। বেদবাক্য শুনলে কিংবা গীতা পাঠ করলে তাদেরকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হতো। সামাজিকভাবে ছিল তারা অবহেলিত। আবার সমাজে নারীরা ছিল নানা শোষণ-বঞ্চনার শিকার। বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় নারীদের অংশ বয়সে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যার ফলে তারা তাদের প্রাপ্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আবার পুরুষেরা একাধিক বিয়ে করে নারীর মর্যাদাকে ভঙ্গুত্তি করত।

**৩** শ্যামলের সমাজব্যবস্থা আধুনিক সভ্য সমাজব্যবস্থার অনুরূপ হলে আখতার দুঃখ না পেয়ে বরং খুশি হচ্ছে।

মুসলিম বিজয়ের প্রাঙ্গালে ভারতে সমাজ ব্যবস্থা ছিল কুসংস্কারাজন্ম এ সময় সমাজে বর্ণ প্রথা। জাতি ভেদ প্রথা, বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহ প্রভৃতি নানা ধরনের সামাজিক কুসংস্কার প্রচলিত ছিল, যা আধুনিক সভ্য সমাজের পরিপন্থি উদ্দীপকের শ্যামলের সমাজ ব্যবস্থায় অনুরূপ অবস্থা লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শ্যামলের সমাজে জাতি-বর্ণ প্রথা প্রকট। সমাজে নিচু বর্ণের লোকেরা অস্মশ্য বলে বিবেচিত হয়। এমনকি ধর্ম শাস্তি শুনলে বা পাঠ করলেও তাদের কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হয়। তার সমাজে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রচলিত রয়েছে, যা আধুনিক সভ্য সমাজে দেখা যায় না। আখতার শ্যামলের সমাজ ব্যবস্থায় আধুনিক সমাজের কোন বৈশিষ্ট্য দেখতে পায় না। আধুনিক সমাজে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই সমান অধিকার ভোগ করে। জাতিভেদে কারও প্রতি বৈমন্ত্য করা হয় না। তাছাড়া বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহের মতো প্রথাগুলোকে আধুনিক সভ্য সমাজে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, শ্যামলের সমাজব্যবস্থা আধুনিক সমাজের ন্যায় হলে আখতার দুঃখ না পেয়ে বরং খুশি হচ্ছে।

**প্রশ্না ১৫** অন্তেলিয়ার একটি আদিম উপজাতি সূর্য দেবতার মন্দিরকে সবচেয়ে নিরাপদ ও শক্তির আধার মনে করে তাদের সকল ধন-সম্পদ সেখানে গঞ্জিত রাখে। তাদের বিশ্বাস শত্রু যতই শক্তিশালী হোক সূর্য দেবতা তাদের রক্ষা করবে। মন্দিরে ধন সম্পদ গঞ্জিত রাখার বিষয়ে একটি ইউরোপীয় অভিযাত্রী দল অবগত হয়। তাদের হস্ত ছিল গ্রিনল্যান্ডে তারা একটি অবকাশ কেন্দ্র স্থাপন করবে। এ জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। তারা তাদের হস্ত পূরণ করার জন্য মন্দির লুটন করার মনস্থির করে। অভিযাত্রীরা অঙ্গে সঙ্গে সুসজ্জিত হয়ে মন্দির আক্রমণ করে। উপজাতিরা প্রাণপণ সভাই করেও পরাজিত হয়। অভিযাত্রীরা মন্দির হতে প্রচুর ধন-সম্পদ হস্তগত করে।

ক. আল বিরুনির সিন্ধু বিজয় সমন্বে লিখিত গ্রন্থটির নাম কী? ১  
খ. হাজি শরিয়তউল্লাহর পরিচয় দাও। ২

গ. উদ্দীপকের সূর্য দেবতার মন্দির আক্রমণের সাথে সুলতান মাহমুদের কোন অভিযানের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের অর্থনৈতিক দিকটি বিশ্লেষণ কর। ৪

## ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** আল বিরুনির সিন্ধু বিজয় সমন্বে লিখিত গ্রন্থটি হলো ‘কিতাবুল হিন্দ’।

**খ** হাজি শরিয়ত উল্লাহ ছিলেন ফরাহেজি আল্মোলনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৭৮১ সালে তালুকদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ শেষে তিনি ১৭৯৯ সালে আরবে গমন করেন এবং পবিত্র হজার্বত পালন করেন। ১৮১৮ সালে তিনি বাংলায় ফিরে এসে বাংলার কুসংস্কারাজন্ম ও অধঃপতিত মুসলমান সমাজকে জাগ্রত করার সক্ষে ফরাহেজি আল্মোলন নামে ধর্মীয় ও সামাজিক আল্মোলন শুরু করেন। ১৮৪০ সালে আল্মোলনরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

**গ** সূজনশীল ৪ এর ‘গ’ নং প্রশ্নের দেখো।

**ঘ** উদ্দীপকের অভিযাত্রীদের মন্দির আক্রমণের উদ্দেশ্যের মধ্যে সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের অর্থনৈতিক দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। সুলতান মাহমুদ ১০০০-১০২৬ খ্রি পর্যন্ত মোট ১৭ বার ভারতে অভিযান প্রেরণ করেন। প্রতিটি অভিযানেই তিনি সফল হন। তবে বিজিত কোনো অঞ্চলে তিনি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন নি। বরং এসব অঞ্চল থেকে প্রচুর অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করে তিনি নিজ রাজ্য গজনিতে নিয়ে যান। এটি তার ভারত অভিযানের পেছনে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যকেই সুস্পষ্ট করে তোলে। গজনির শাসন ব্যবস্থা সুস্থিতাবে পরিচালনা এবং একে সম্বন্ধিশালী ও আকর্ষণীয় নগরীতে পরিগত করার জন্য একটি বিশাল সেনাবাহিনীকে পোষণের মানসে এবং জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতার উদ্দেশ্যে সুলতান মাহমুদের অর্থের প্রয়োজন ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশকে তিনি তার প্রয়োজনীয় অর্থের কর্তৃতরূপে করে সেখানে ১৭ বার অভিযান পরিচালনা করেন। ভারত হতে সংগৃহীত অর্থ তিনি দ্বীয় রাজধানী গজনির উন্নতিকালে বায় করেন। কেবল অর্থলোকুণ্ঠা চরিতার্থ করার জন্যই সুলতান মাহমুদ ভারতবর্ষে এতৰার যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন। অধ্যাপক হাবিবের মতে, গৌরব ও স্বর্ণের লোডে মাহমুদ ভারতবর্ষে যুদ্ধবিশ্রাম সংষ্টিন করেন।

**ঞ** উদ্দীপকে দেখা যায়, ধন-সম্পদ হস্তগত করার জন্যই ইউরোপীয় অভিযাত্রী দল আক্রিকার সৰ্বদেবতার মন্দির আক্রমণ করে। অর্থাৎ সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের এবং ইউরোপীয় অভিযাত্রীদের সূর্য মন্দির আক্রমণের প্রধান ও মুख্য বিষয় ছিল অর্থনৈতিক।

**প্রশ্না ১৬** ঘটনা-১: শতধারিত পার্বত্য অঞ্চল ছিল গভীর অস্থকারে নিমজ্জিত। কোনো কেন্দ্রীয় শক্তি না থাকায় মি. হাসান অতি সহজেই অত অঞ্চল জয় করে মুসলিম সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

ঘটনা-২: পারম্পরিক হিংসা-বিহৃষ ও জাতিভেদের কারণে নিশ্চিতপূর্ব এলাকায় অশান্তি বিরাজ করছিল। উচু বর্ণের মানুষের নিপীড়নের কারণে নিচু বর্ণের অনেক লোকই ধর্মান্তরিত হয়। ফলে পার্শ্ববর্তী এলাকার রাফিক সাহেব অতি সহজেই সেই এলাকায় আধিগত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

ক. তরাইনের প্রথম যুদ্ধ কত খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়? ১  
খ. তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধকে সেখো। ২

গ. ঘটনা-১ এ বর্ণিত হাসান সাহেবের পার্বত্য অঞ্চলে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ভারতের কোন কোন ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এ বর্ণিত রাফিক সাহেব যেন মুহাম্মদ ঘূরীর প্রতিজ্ঞা - ঘোষিতভাবে প্রমাণ করো। ৪

## ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে তরাইনের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

**খ** সূজনশীল ৪ এর ‘খ’ নং প্রশ্নের দেখো।

**ঘ** হাসান সাহেবের পার্বত্য অঞ্চলে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ঘটনা ভারতের মুসলিম সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের কথা মনে করিয়ে দেয়।

প্রাক-মুসলিম ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। তাই শাসকদের মধ্যে কোনো রকম ঐক্য ছিল না। তাই মুসলিম আক্রমণ প্রতিরোধে ভারতের শাসকগণ কোনো শক্তিশালী ঐক্য গড়ে তুলতে পারেননি। তাদের এ অরাজক পরিস্থিতির সুযোগে মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। হাসান সাহেবের ঘটনায়ও এ বিষয়ের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

ঘটনা-১ এ আমরা দেখতে পাই যে, শতধারিত পার্বত্য অঞ্চলে কোনো কেন্দ্রীয় শক্তি না থাকায় মি. হাসান অতি সহজেই অত অঞ্চল জয় করে মুসলিম সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। অনুরূপভাবে মুহাম্মদ বিন কাসিম ও ভারতের অরাজকতাপূর্ণ রাজনৈতিক অবস্থার কারণে সহজেই সিন্ধু ও মুলতান জয় করতে সক্ষম হন। কেন্দ্র মুসলমানদের বিজয়ের প্রাঙ্গালে ভারতে কোনো রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। ভারতবর্ষ তখন ক্ষুম্ভ ক্ষুম্ভ অনেকগুলো স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। একে অন্যের ওপর প্রাধান্য

প্রতিষ্ঠা এবং শক্তি বৃদ্ধির জন্য কুন্ত এ রাজগুলো পরম্পরারের বিবৃত্তে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকত। ফলে তাদের রাজনৈতিক ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়েছিল। আর এ বিরোধের কারণে আরবরা সিন্ধু ও মুলতান আক্রমণ করলে সামন্ত নেতারা সিন্ধুর রাজা দাহিরকে কোনো সহযোগিতা করেননি। ফলে সহজেই সিন্ধু মুসলমানদের দখলে আসে। উদ্দীপকের ঘটনা-১-এ এ ঘটনারই প্রতিচ্ছবি।

**বি** উদ্দীপকে বর্ণিত রফিক সাহেব যেন মুহাম্মদ ঘূরীরই প্রতিচ্ছবি—  
উক্তি যথার্থ।

উদ্দীপকের ঘটনা-২ এ লক্ষ করা যায় যে, পারম্পরিক হিংসা-বিহুম, জাতিভেদ প্রথা ও উচ্চ বর্ণের মানুষের নিশ্চিভূত কারণে নিশ্চিতপূর এলাকার নিচু বর্ণের অনেক সোকাই ধর্মান্তরিত হয়। ফলে রফিক সাহেব অতিন্দুত এ অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এ বিষয়গুলোতে মূলত ভারতে মুহাম্মদ ঘূরীর সফল অভিযানের বিষয়ই ফুটে উঠেছে।

তৎকালীন ভারতে জাতিভেদ প্রথা ছিল হিন্দু সমাজের মূলভিত্তি। পুরোহিত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ত্রাঙ্কণের ছিল উচ্চ মর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী। একই ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও বৈশ্য ও শূন্তরা ছিল নির্ধারিত এবং নিষ্পেষিত। তাদের ধর্মীয় শাস্ত্র পাঠ এমনকি শোনারও অধিকার ছিল না। অধ্যাপক হাবিব বলেন, ‘ত্রাঙ্কণগণ ইচ্ছা করে জনগণকে অঙ্গ রাখতেন।’ দূর্নীতিপরায়ণ ত্রাঙ্কণের জনসাধারণের দুর্বলতা ও ভীতির সুযোগ নিয়ে কেবল জীবিকা নির্বাহই করতেন না নিজেদের আধিপত্যও প্রতিষ্ঠা করতেন। এ কারণে ভারতে মুসলমানদের আগমন ঘটার পর ইসলামের সুমহান সাম্রাজ্যের বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে নিম্নবর্ণের নির্ধারিত হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। আবার হিন্দু সমাজের জাতি ও বর্ণভেদ প্রথা ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপক সামাজিক বৈয়ম্য তৈরি করেছিল। এ সকল কারণে ভারতের জনগণের মধ্যে অভিন্ন জাতীয় চেতনা গড়ে উঠেনি। এ অবস্থার প্রেক্ষিতেই মুহাম্মদ ঘূরী এ অঞ্চলে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

ভারতীয় হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথা প্রকট আকার ধারণ করলে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হতে শুরু করে। তাছাড়া ভারতীয় জনগণের মধ্যে ঐক্য না থাকায় বিহিষণ্নির আক্রমণ প্রতিহত করার মতো শক্তি তাদের ছিল না। আর এ অবস্থায় মুহাম্মদ ঘূরী ভারত অভিযানে উন্মুক্ত হন এবং ভারত জয় করে স্থায়ী মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাই যৌক্তিকভাবেই বলা যায়, ঘটনা-২ এর রফিক সাহেবের মাধ্যমে মূলত মুহাম্মদ ঘূরীকেই উপস্থাপন করা হয়েছে।

**প্রশ্ন** ► ২৮ ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলবর্তী জলদস্যুরা প্রায়ই অটোমান সুলতানদের বাণিজ্য জাহাজ আক্রমণ করত। যার ফলে অটোমান সুলতানগণ অধিনেতৃত দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হন। কাজেই ভূমধ্যসাগরে অটোমানদের আধিপত্য বিস্তার এবং জলদস্যুদের উপকূল বন্ধ করার জন্য তারা উপকূলবর্তী ঘীপগুলো দখলসহ বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল দখল করেন। ফলে ইউরোপে মুসলিম সভ্যতার বিকাশ ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের পথ সুগম হয়। একইভাবে আরবরা সিন্ধু ও মুলতান দখল করে। আরবরা সিন্ধু ও মুলতান দখলের ফলে এ অঞ্চলের ধর্ম-সংস্কৃতিসহ সকল ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রভাব পড়ে।

/পুনিষ লাইস স্কুল এন্ড কলেজ, ঝাঁপুর/

- ক. সিন্ধু বিজয়ী মুসলিম সেনাপতির নাম কী? ১
- খ. সিন্ধু বিজয়ের অধীনেতৃক কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অভিযানের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন অভিযানের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের মাধ্যমে আরবরা কীভাবে ভারতীয়দের ধর্মীয়, সামাজিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে প্রভাবিত করেছিল? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

### ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সিন্ধু বিজয়ী মুসলিম সেনাপতির নাম মুহাম্মদ বিন কাসিম।

**খ** আরবদের সিন্ধু অভিযানের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ধন-সম্পদ আহরণ করা।

কৃষিপ্রধান দেশ হলেও ভারতবর্ষে ছিল আচেল প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রাণ্যর্থের অধিকারী। প্রাচীনকাল হতেই আরবদের সাথে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। আরব বণিকগণ তখনকার ভারতের ধনসম্পদ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। নতুন অঞ্চল জয়ের মাধ্যমে গণিত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) জাত করা তাদের পেশা ও নেশায় পরিপন্থ হয়েছিল। আর এ কারণেই বলা হয়ে থাকে আরবরা অধীনেতৃক কারণে ভারতবর্ষে অভিযান প্রেরণ করেছিল।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত অভিযানের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের আরবদের সিন্ধু অভিযানের মিল রয়েছে।

আরবদের সিন্ধু অভিযান মুসলিম ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ও চমকপ্রদ ঘটনা। আরবগণ ভারতবর্ষের ধনেশ্বর লাভের উদ্দেশ্যে এ অভিযান প্রেরণ করেন। তবে তাদের এ অভিযানের পেছনে প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে কাজ করেছিল সিন্ধুর দেবল বন্দরে জলদস্যুদের আরবদের জাহাজ আক্রমণ। উদ্দীপকেও এ অভিযানের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলবর্তী জলদস্যুরা প্রায়ই অটোমান সুলতানদের বাণিজ্য জাহাজ আক্রমণ করত। ফলে ভূমধ্যসাগরে অটোমানদের আধিপত্য বিস্তার এবং জলদস্যুদের উপকূল বন্ধ করার জন্য তারা উপকূলবর্তী ঘীপগুলো দখলসহ বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল দখল করেন। একইভাবে ভারতবর্ষের সিন্ধুর দেবল বন্দরে জলদস্যুদের ঘারা আরবদের ৮টি জাহাজ লুটন হয়। জানা যায় যে, সিংহলের রাজা আটটি উপকোনপূর্ণ জাহাজ খলিফা ওয়ালিদ ও হাজাজের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। যাতাপথে জাহাজগুলো সিন্ধুর দেবল বন্দরে উপস্থিত হলে সেগুলো জলদস্যুর লুটন করে। হাজাজ সিন্ধু রাজা দাহিরের নিকট এর প্রতিকার ও স্বতিপূরণ দাবি করলে দাহির সে দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। দাহিরের উদ্বিত্তে কুর্ব হয়ে হাজাজ বিন ইউসুফ সিন্ধুতে অভিযান প্রেরণ করেন এবং দাহিরকে পরাজিত করে সিন্ধু দখল করে নেন। উদ্দীপকেও এ ঘটনার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

**ঘ** সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের মাধ্যমে আরবরা ভারতীয়দের ধর্মীয়, সামাজিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, অটোমান সুলতানদের বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল দখলের মাধ্যমে ইউরোপে মুসলিম সভ্যতার বিকাশ ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের পথ সুগম হয়। একইভাবে আরবরা সিন্ধু ও মুলতান দখলের ফলে এ অঞ্চলের ধর্ম-সংস্কৃতিসহ সকল ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রভাব পড়ে।

মুসলমানদের সিন্ধু ও মুলতান দখলের ফলে ভারতবর্ষে বহু আরব বণিক ও ধর্ম প্রচারকদের আগমন ঘটে। অনেক সুফি-দরবেশের আগমনে এ অঞ্চল শান্তি ও সমৃদ্ধির অভ্যরণে পরিণত হয়। তাদের প্রচারিত ইসলামের শান্ত বাণী, সাম্য, মৈত্রী, সহিষ্ণুতা, উদারতা বর্ণপ্রচার কর্তৃত নিয়ন্ত হিন্দু সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করে। ফলে তারা বিপুল সংখ্যায় ইসলাম ধর্মে নীক্ষিত হয়। আবার আরবদের সিন্ধু ও মুলতান দখলের ফলে এ অঞ্চলের সাথে তাদের বাণিজ্যিক লেনদেন আরও ব্যাপকতর হয়। দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া উপকূলে আরবদের সামুদ্রিক বাণিজ্য সুন্দরপ্রসারী হয়, যা তাদের অধীনে ক্ষেত্রে প্রসারণ করে। এ বিজয়ের ফলে এ অঞ্চলের সামাজিক ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন আসে। আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলে মুসলমানগণ হিন্দুদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে এবং তাদের মধ্যে অন্তঃবিবাহের সম্পর্ক গড়ে উঠে। ফলে সিন্ধুবাসীর জীবনে অনেক আরবীয় বৈশিষ্ট্যের প্রভাব পড়ে। ফলে আর্য ও সেমিটিক জাতির সংমিশ্রণে ভারতে এক নতুন জাতির উত্থন ঘটে। আর এ জাতিই প্রকৃতপক্ষে ইন্দো-সারাসৈন্যীয় সভ্যতা ও কৃষির ধারক ও বাহক হিসেবে ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলে এ অঞ্চলের ধর্মীয়, বাণিজ্যিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের আধিপত্য বিস্তার হয়। ফলে এ সকল ক্ষেত্রে মুসলিম বৃত্তিনীতি ও সংস্কৃতির অত্যধিক প্রভাব লক্ষ করা যায়।

**প্রশ্ন** ► ২৯ সম্প্রতি চীনের দুটি যুদ্ধ জাহাজ জাপান নিয়ন্ত্রিত সেনকাকু ঘীপের জলসীমায় প্রবেশ করেছে। বেইজিংয়ের কাছে বীপটি ‘দিয়াওউ’ নামে পরিচিত। এটিকে তারা নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য এর আগে দুইবার অভিযান পরিচালনা করে। কিন্তু এ অভিযান দুটিতে তারা ব্যর্থ হয়। দু’বারের প্রাচায়নের ফলাফল মুছে ফেলার জন্য তারা আবার সেখানে অভিযান পরিচালনা করে। /দেবিজ্ঞান সুজাত জাপান সভ্যতার ক্ষেত্রে/

ক. ‘ললিতা বিগ্রহ রাজা’ ও ‘হারাকেলী’ কখন রচিত হয়? ১

খ. ভিনসেন্ট স্থিত ভারতবর্ষকে ‘নৃত্যের জাদুঘর’ বলেছেন কেন? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনা আবারীয়দের কোন অভিযানের কথা মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সুলতান মাহমুদের বারবার ভারত আক্রমণ এবং চীনাদের অভিযানকে একসূত্রে গৌথা যায় কি? যৌক্তিক মত দাও। ৪

## ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** দিলি ও আজমিরের শাসক বিশালদেব চৌহানের শাসনামলে (১০৬৬- ১১২০ খ্রি.) 'লালিত বিগ্রহ রাজা' এবং 'হাহাকেলী' নাটক রচিত হয়।

**খ** ভারতীয় উপমহাদেশে অসংখ্য জাতি, গোষ্ঠী ও নানা ধর্মের মানুষের বসবাস লক্ষ করে ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ (Vincent Smith) এই উপমহাদেশকে 'নৃত্বের জাদুঘর' বলে অভিহিত করেছেন।

আর্যদের আগমন থেকে শুরু করে আধুনিককালে ইউরোপীয়দের আগমন পর্যন্ত বহু জাতি ভারতে প্রবেশ করেছে। প্রাচীন যুগে আর্য, দ্বাবিড়, পারসিক, গ্রিক, শাঙ্ক, কুষাণ, হুন; মধ্যযুগে আরব, তুর্কি, আফগান, মুঘল এবং আধুনিক যুগে পতুগিজ, ইংরেজ, ফরাসি প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিকদের আগমনের ফলে ভারতবর্ষ বহু জাতিগোষ্ঠীর মহাজনসমাবেশে পরিণত হয়েছে। আর এ কারণে ভিনসেন্ট স্মিথ একে নৃত্বের জাদুঘর বলে অভিহিত করেছেন।

**গ** সূজনশীল ১১ এর 'প' নং প্রশ্নের দেখো।

**ঘ** প্রকৃতি ও ধরন বিবেচনায় চীনাদের অভিযানের সাথে সুলতান মাহমুদের বারবার ভারত আক্রমণকে একসূত্রে গৌর্খা যায় না।

প্রেক্ষাপট এবং উদ্দেশ্যগত দিক বিবেচনায় সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণ উদ্দীপকে উল্লিখিত অভিযান থেকে ভিন্ন। তাছাড়া সংখ্যার দিক দিয়েও সুলতান মাহমুদের ১৭ বার ভারত অভিযানই এগিয়ে। আবার প্রতিটি অভিযানে সুলতান মাহমুদের বিজয়ের দিকটিও একেকে তাংপর্যপূর্ণ।

জাপান নিয়ন্ত্রিত সেনাকাকু দ্বীপ অধিকারের জন্য চীনাদের তৃতীয়বার অভিযান প্রেরণের প্রেক্ষাপট হলো পূর্বের অভিযান দৃঢ়ির ব্যর্থতা। পূর্বের ব্যর্থতার ফলে দূর করতেই তারা পুনর্বার অভিযান প্রেরণ করেছে। কিন্তু সুলতান মাহমুদ ভারতবর্ষে যে ১৭টি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন তার সরকাটিই ছিল সফল। প্রকৃতপক্ষে ভারতের বিপুল ধন- গ্রিষ্মের মোহে পড়েই সুলতান একের পর এক অভিযান প্রেরণ করেন। তাছাড়া বারবার সফল হওয়ার কারণেও সুলতান মাহমুদ একের পর এক অভিযানের প্রেরণা পেয়েছিলেন। বারবার অভিযানের মাধ্যমে তিনি ভারতবর্ষের প্রচুর ধন-সম্পদ আহরণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন উচ্চাভিলাষী সমরনেতা। তিনি তার সমরদক্ষতার মাধ্যমে ভারত অভিযানে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তিনি চীনাদের মতো কোনো ব্যর্থতার সম্মতী হননি।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকের চীনাদের অভিযান সুলতান মাহমুদের ১৭ বার ভারত আক্রমণের প্রতিনিধিত্ব করে না।

**ঙ** > ৩৫ মণিপুরের লোকজন মির্জাপুরের একটি মালবাহী জাহাজ লুটন করে ও ক্ষতিপূরণে অবীকৃতি জানায়। ফলে মির্জাপুরের জমিদার হাসেম খান মণিপুরে অভিযান চালান। মণিপুরের অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে সেখানকার লোকজনও মির্জাপুরের সঙ্গে যোগ দেয়। এতে মির্জাপুরের অভিযান সফল হয়।

ক. নৃত্বের জাদুঘর কোন স্থানকে বলা হয়? ১

খ. জাতিভেদ প্রথা বলতে কী বুঝা? ২

গ. মণিপুর ও মির্জাপুরের জাহাজ লুটন বলের সাথে পাঠ্যবিষয়ের কোন ঘটনার ফলে পুঁজে পাও? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "মণিপুরের রাজার অত্যাচারই তার পতনের অন্যতম কারণ"-

তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? সমক্ষে ঘুষ্টি দাও। ৪

## ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ভারতবর্ষকে 'নৃত্বের জাদুঘর' বলা হয়।

**খ** প্রাক-মুসলিম ভারতের হিন্দু সমাজ চারাটি বর্ণে বিভক্ত ছিল— যা জাতিভেদ প্রথা হিসেবে পরিচিত।

অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে হিন্দু সমাজ ধর্মীয় বিধানের নামে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি বর্ণে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সমাজের পৌরহিত্য ও সর্বোচ্চ সম্মানের স্থানে অধিষ্ঠিত হয় ব্রাহ্মণরা। ক্ষত্রিয়রা দায়িত্ব নেয় রাজ্য শাসনের। সমাজে বৈশ্য ও শূদ্ররা ছিল নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত। তাদের কোনো ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। আর মানুষে মানুষে বর্ণের ভিত্তিতে সৃষ্টি এই ভেদাভেদকেই জাতিভেদ প্রথা বলা হয়।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত মণিপুর ও মির্জাপুরের জাহাজ লুটন বলের সাথে পাঠ্যবইয়ের আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

আরবদের সিন্ধু অভিযান মুসলিম ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ও চমকপ্রদ ঘটনা। ভারতবর্ষের ধনৈর্বর্য লাভের উদ্দেশ্যে আরবগণ এ অভিযান প্রেরণ করেন। তবে তাদের এ অভিযানের পেছনে প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে কাজ করেছিল সিন্ধুর দেবল বন্দরে জলদস্যদের আরবদের জাহাজ আক্রমণ। উদ্দীপকের ঘটনায়ও এ অভিযানের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। উদ্দীপকে দেখা যায়, মণিপুরের লোকজন মির্জাপুরের একটি মালবাহী জাহাজ লুটন করে ও ক্ষতিপূরণে অবীকৃতি জানায়। ফলে মির্জাপুরের জমিদার হাসেম খান মণিপুরে অভিযান চালান। এ অভিযানে মণিপুরের অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে সম্মত জাহাজগুলো যোগ দিলে মির্জাপুর সফল হয়। সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণটিও এরূপ। সিংহলে অবস্থানকারী বেশিকিছু আরব বণিক মৃত্যুমুখে পতিত হলে, সিংহলরাজ আটটি জাহাজে করে তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও মূল্যবান উপচৌকন হাজার বিন ইউসুফ এবং খলিফার দরবারে প্রেরণ করেছিলেন। জাহাজগুলো যখন সিন্ধুর দেবল উপকূলে এসে পৌছায় তখন জলদস্যগণ জাহাজগুলো লুটন করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে হাজার বিন ইউসুফ সিন্ধুর রাজা দাহিরের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করলে তিনি তা দিতে অবীকার করেন। ফলে হাজার বিন ইউসুফ তার জামাতা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে সিন্ধু আক্রমণের নির্দেশ দেন। তিনি ৭১১ খ্রি. ভারতে অভিযান পরিচালনা করেন এবং ৭১২ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু বিজয় করেন। সুতরাং দেখা যাইছে, উদ্দীপকটি আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণকেই ইঙ্গিত করে।

**ঘ** না, মণিপুরের রাজা অর্থাৎ সিন্ধুরাজ দাহিরের অত্যাচারই তার পতনের অন্যতম কারণ নয় বলে আমি মনে করি।

সিন্ধু রাজ দাহির নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী ছিলেন। কিন্তু তিনি রণকুশলী এবং দক্ষ সেনানায়ক ছিলেন না। তার মধ্যে রাজনৈতিক দূরদর্শিতারও অভাব ছিল। ফলে মুসলিম আক্রমণের মুখে তিনি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি। এছাড়া তার নিপীড়নে বিকৃত জনতা তাকে কোনো সহযোগিতা করেনি বরং তারা আরবদের সিন্ধু দখলে সাহায্য করেছিল। এ কারণগুলো তার পতনে উরেবয়োগ্য ভূমিকা রেখেছিল।

রাজা দাহিরের অনুরদ্ধর্শিতা ও রণনীতি নির্ধারণে অপরিপক্ত তার পরাজয় এবং আরব মুসলমানদের বিজয়কে সহজ করেছিল। তিনি মুসলিম বাহিনীর রণদক্ষতা, দিঘিজয়ে তাদের সাফল্য ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন না। মুসলমানদের ঘেরাবান বিজয়ের পরও তিনি সীমান্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। মুসলিম বাহিনীকে প্রতিরোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় তারা বিনা বাধায় নিরুন্ন, সিওয়ান ও সিসাম জয় করে। তাছাড়া সিন্ধুর সামরিক বাহিনী ছিল বিশৃঙ্খল ও দুর্বল। মুসলিম বাহিনীর উন্নত সামরিক রশ্মিকোশল থাকলেও তাদের ছিল অনন্যাত অস্ত-শস্ত্র এবং ত্রুটিপূর্ণ যুদ্ধকৌশল। এছাড়া ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে বিরোধের কারণে সামন্ত রাজারা দাহিরকে সহযোগিতা করেননি। প্রাদেশিক শাসকদের কাছ থেকেও তিনি কোনো সাহায্য পাননি। যার ফলে তিনি মুসলিম বাহিনীর নিকট পরাজিত ও নিহত হন।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, রাজা দাহিরের পতনে তার অত্যাচারই একমাত্র কারণ নয়। তার পতনে বহুবিধ কারণ বিদ্যমান।

**ঞ** > ৩৬ সালাউদ্দিন নামক একজন শাসক বারবার অন্য একটি দেশে অভিযান পরিচালনা করেন এবং অভিযান শেষে দেশে ফিরে যান। অভিযানে তিনি যে ধন-সম্পদ অর্জন করতেন তা শিক্ষা বিভাগ ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোক্তায় ব্যয় করতেন। তিনি তার রাজ্যকে একটি সম্মিলিতাশীল ও সুসজ্জিত রাজ্যে পরিণত করেন।

/বোয়াখানা সরকারি মহিলা কলেজ/

ক. রাজা দাহির কে ছিলেন? ১

খ. আলাউদ্দিন হোসেনকে জাহানসুজ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সালাউদ্দিনের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন শাসকের সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত শাসক অস্থিনৈতিক উদ্দেশ্যেই এ ধরনের হামলা পরিচালনা করেছিলেন? মতামত দাও। ৪

## ৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক** রাজা দাহির ছিলেন মুসলিম বিজয়ের প্রাঞ্চালে সিন্ধুর রাজা।  
**খ** প্রতিশোধস্পৃহা থেকে গজনি রাজ্যটি সম্পূর্ণরূপে খৎস করায় তৃতীয় শাহজাদা আলাউদ্দিন হুসাইন জাহানসুজ উপাধি লাভ করেন।  
 গজনির সুলতান বাহরাম শাহ ঘুর রাজ্য আক্রমণ করে কুতুবউদ্দিন ও সাইফউদ্দিন নামক দু'জন শাহজাদাকে হত্যা করে। এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তৃতীয় শাহজাদা আলাউদ্দিন ১১৫১ সালে গজনি দখল করে ৭ দিন ৭ রাত ধরে গজনিকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। এজন্য তিনি 'জাহানসুজ' বা 'পৃথিবীদাহক' হিসেবে ব্যাপ্ত।  
**গ** সূজনশীল ১ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।  
**ঘ** সূজনশীল ২০ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।

**প্রশ্ন** > **৩২** গজনি থেকে সবুজগীন বংশধরদের অবসান ঘটলে ঘুরী বংশের প্রেষ্ঠ শাসক গজনির শাসক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। তিনি তার রণকৌশলের দ্বারা ভারতের অনেক রাজ্য তার সাম্রাজ্যভূক্ত করেন। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে তিনি প্রাজিত হলেও হিতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তরাইনের হিতীয় যুদ্ধে ভারতের ইতিহাসে একটি সিন্ধান্তকারী যুদ্ধ। তিনি ভারতবর্ষে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

(নেয়াবাদী সরকারি মহিলা কলেজ)

- ক. আল বিরুনি কে ছিলেন? ১  
 খ. সোমনাথ অভিযানের বর্ণনা দাও। ২  
 গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘুরী বংশের শাসক কীভাবে তরাইনের ২য় যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন? বর্ণনা দাও। ৩  
 ঘ. তরাইনের ২য় যুদ্ধকে সিন্ধান্তকারী যুদ্ধ বলার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

## ৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক** আল বিরুনি ছিলেন মধ্যযুগের বিশ্বব্যাপ্ত আরবীয় শিক্ষাবিদ ও গবেষক, যিনি ১১৭৩ খ্রিস্টাব্দে উজবেকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন।

- খ** সূজনশীল ২১ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘুরী বংশের শাসক অর্থাৎ মুহম্মদ ঘুরী তরাইনের প্রথম যুদ্ধে প্রাজয়ের প্রানি থেকে সৃষ্টি প্রতিশোধের স্পৃহা এবং উন্নত রণকৌশলের কারণে তরাইনের ২য় যুদ্ধে জয়লাভ করেন।  
 তরাইনের প্রথম যুদ্ধে (১১৯১ খ্র.) প্রাজয়ের প্রানি মুহম্মদ ঘুরীকে প্রতিশোধ স্পৃহায় উদ্বৃত্ত করে তোলে। এ অবস্থায় ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে ১,২০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তিনি পুনরায় যুদ্ধযাত্রা শুরু করেন। মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলায় পৃথিবীজ তিনি লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী সংগঠিত করেন। থানেক্ষেত্রে তরাইন প্রান্তরে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী বিজয় অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হিল। তারা এক্যুবন্ধভাবে প্রাণপণ যুদ্ধ করে। তাই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সঙ্গে সম্মিলিত রাজপুত বাহিনী মুহম্মদ ঘুরীর উন্নত রণকৌশলের কাছে শোচনীয়ভাবে প্রাজিত হয়। পলায়নরত অবস্থায় রাজা পৃথিবীজ শূত ও পরে নিষ্ঠত হন।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে— একজন শাসক তার রণকৌশলের দ্বারা ভারতের অনেক রাজ্য সাম্রাজ্যভূক্ত করেন। তিনি তরাইনের প্রথম যুদ্ধে প্রাজিত হলেও হিতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করেন, যা মুহম্মদ ঘুরীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের শাসক হলেন মুহম্মদ ঘুরী এবং তিনি মূলত উন্নত রণকৌশলের কারণেই তরাইনের হিতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করেন।

- ঘ** তরাইনের হিতীয় যুদ্ধ ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এ যুদ্ধকে সিন্ধান্তকারী যুদ্ধ বলার কারণ হলো— এর মাধ্যমে ভারতবর্ষে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

১১৯২ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত তরাইনের হিতীয় যুদ্ধকে চূড়ান্ত সংঘর্ষ হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ এটি হিন্দুস্থানের ওপর মুসলিম আক্রমণের চৰম সাফল্যের সূচনা করেছিল। একদিকে এ বিজয় ছিল একজন দৃঢ়সংকল্প বিজেতার সুনিদিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত কর্মসূচির বাস্তবায়ন এবং অপরদিকে এটি ছিল পুরো দ্বাদশ শতাব্দী ধরে বিস্তৃত একটি ধারার

সফল পরিগতি। বিস্তৃত তরাইনের হিতীয় যুদ্ধে প্রাজয়ের ফলে রাজপুতদের রাজনৈতিক শক্তি খর্ব হয় এবং তারা মুসলমানদের প্রতিরোধ করার শক্তি হারিয়ে ফেলে। ফলে ভারতীয় রাষ্ট্রগুলোর ওপর মুহম্মদ ঘুরীর চূড়ান্ত কর্তৃত সুনিদিষ্ট হয়। এ কারণেই এ বি এম হিন্দুজাহ বলেন, মুহম্মদ ঘুরীর এ বিজয় কোনো বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিজয় কিংবা দৈব ঘটনা ছিল না। মূলত উল্লিখিত কারণগুলোর উপর ভিত্তি করেই তরাইনের হিতীয় যুদ্ধকে সিন্ধান্তকারী যুদ্ধ বলা হয়।

**গ্রন্থ** > **৩৩** ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ঘটানোর জন্য যে মহানায়কের ভূমিকা ছিল অপ্লান তার মৃত্যু নিয়ে প্রতিহাসিকদের মধ্যে বিমত রয়েছে। কেউ বলেন দুজন নারীর সতীত হননের জন্য খলিফা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। আবার কেউ বলেন রাজদরবারের বড়বড় তার মৃত্যুর কারণ। বিষয়টি দুঃখজনক যে তার মতো শ্রেষ্ঠ সেনাপতি, রাজনীতিবিদ ও শাসকের মৃত্যুর সত্যিকার রহস্য উদঘাটিত হবে না।

(নেয়াবাদী সরকারি মহিলা কলেজ)

- ক. দেবল বন্দর কোথায় অবস্থিত? ১  
 খ. সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ ব্যাখ্যা কর। ২  
 গ. উদ্দীপকে পাঠ্যবইয়ের যে মহান শাসকের কথা বলা হয়েছে তার মৃত্যুর বিষয়টি ব্যাখ্যা কর। ৩  
 ঘ. তুমি কি মনে কর সিন্ধু অভিযানে উক্ত শাসকের ভূমিকা ছিল অপরিসীম? উত্তরের সপরে যুক্তি দাও। ৪

## ৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক** দেবল বন্দর সিন্ধুতে অবস্থিত।

- খ** সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ হলো সিন্ধুর দেবল বন্দরে জলদস্যদের মুসলমানদের ৮টি জাহাজ লুট্টন।

অষ্টম শতাব্দীর শুরুর দিকে সিংহলের রাজা আটটি উপচৌকনপুর্ণ জাহাজ খলিফা ওয়ালিদ ও হাজাজের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। যাত্রাপথে জাহাজগুলো সিন্ধুর দেবল বন্দরে উপস্থিত হলে সেগুলো জলদস্য কর্তৃক লুট্টিত হয়। হাজাজ রাজা দাহিরের নিকট এর প্রতিকার ও ক্ষতিপূরণ দাবি করলে দাহির সে দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। দাহিরের উদ্বিত আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে হাজাজ বিন ইউসুফ সিন্ধু ও মুলতান অভিযানের চূড়ান্ত সিন্ধান্ত নেন, যা সিন্ধু ও মুলতান অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণ।

**ঘ** উদ্দীপকে পাঠ্যবইয়ের যে মহান শাসকের কথা বলা হয়েছে, তিনি হলেন মুহাম্মদ বিন কাসিম। তার মৃত্যুর বিষয়টি সত্যিই খুব দুঃখজনক। 'চাচনামা' গ্রন্থের বিবরণ হতে জানা যায়, মুহাম্মদ বিন কাসিম বন্দি রাজা দাহিরের দুই কল্যা সূর্যদেবী ও পরিমল দেবীকে দামেস্কে খলিফা সুলায়মানের নিকট প্রেরণ করেন। তারা খলিফার নিকট অভিযোগ করেন যে, দামেস্কে প্রেরণের পূর্বে মুহাম্মদ বিন কাসিম তাদের প্রালীতাহানি করেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে খলিফা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে লুণ মিশ্রিত গবুর চামড়ার খলিতে পুরে রাজধানীতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। প্রতিহাসিক তারিখ-ই-মাসুমির বর্ণনা মতে, চামড়ার খলিতে আবস্থ অবস্থায় তিনি দিন পরে তার মৃত্যু ঘটে। পরবর্তীতে রাজকুমারীগণ খলিফাকে বলেন, মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিরুদ্ধে তাদের আনীত অভিযোগ মিথ্যা। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতেই তারা এবু অভিযোগ করেছিল। আবার কোনো কোনো প্রতিহাসিক বলেন, হাজাজ বিন ইউসুফের প্রতি খলিফা সুলায়মানের বাস্তিগত আক্রমণের কারণে তার জামাতা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। 'ফতুহুল বুলদানে' উরেখ করা হয়েছে, খলিফার নির্দেশে মুহাম্মদ বিন কাসিমকে রাজধানী দামেস্কে এনে কারাবুন্ধ করে খলিফার আদেশ নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, একজন শাসকের মৃত্যু নিয়ে প্রতিহাসিকদের মধ্যে বিমত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন দুজন নারীর সতীত হননের জন্য খলিফা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। আবার কেউ কেউ বলেন রাজদরবারের বড়বড় তার মৃত্যু ঘটে। উপর্যুক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, উদ্দীপকের মৃত্যুর ঘটনাটি মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যুর সাথে সংগতিপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে পাঠ্যবইয়ের যে শাসকের কথা বলা হয়েছে তিনি হলেন মুহাম্মদ বিন কাসিম।

**১** হ্যাঁ, আমি মনে করি সিন্ধু অভিযানে উচ্চ শাসক অর্থাৎ মুহম্মদ বিন কাসিমের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

খলিফা ওয়ালিদের অনুমতিতে হাজার বিন ইউসুফ ভারতবর্ষে প্রপর দৃটি অভিযানে অংশগ্রহণ করে ব্যর্থ হন। কিন্তু তিনি ব্যর্থতায় হতোয়াম না হয়ে ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে তার জামাতা সতেরো বছর বয়সী তরুণ সেনাপতি মুহম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে পুনরায় অভিযান প্রেরণ করেন। সাহসী বীর সেনাপতি মুহম্মদ বিন কাসিম ৬,০০০ সিরীয় ও ইরাকি সৈন্য, ৬,০০০ উচ্চারোহী এবং ৩০০০ রসদবাহী উচ্চ নিয়ে ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধুর দিকে যাত্রা করে মেকরানে উপস্থিত হন। মেকরানের শাসনকর্তা হারুন আরো সৈন্য দিলে সমবিত্ব বাহিনী নিয়ে মুহম্মদ বিন কাসিম ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধুর দেবল বন্দর আক্রমণ করেন। দেবল মুসলমানদের হস্তগত হলে মুসলিম বাহিনী প্রায় বিনা বাধায় নিরুন্ন, সিন্ধুয়ান এবং সিসাম জয় করে। আরব বাহিনীর ক্রমাগত বিজয়ে সিন্ধুর রাজা দাহির বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি ৫০,০০০ সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে মুসলিম বাহিনীকে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে রাওয়ারে উপস্থিত হন। ৭১২ খ্রিষ্টাব্দের ২০ জুন মুহম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী ও দাহিরের বাহিনীর চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে রাজা দাহির পরাজিত ও নিহত হন। ফলে সিন্ধু মুসলমানদের দখলে আসে।

উপর্যুক্ত আলোচনা বিশ্লেষণপূর্বক বলা যায়, যখন হাজার ভারবার প্ররাজিত হচ্ছিলেন তখন মুহম্মদ বিন কাসিম তার সুকৌশল নেতৃত্বে দিয়ে সিন্ধু বিজয় করেন। তাই বলা যায়, সিন্ধু অভিযানে মুহম্মদ বিন কাসিমের অবদান অতুলনীয়।

**প্রশ্ন** > ৩৪ শিক্ষাই বদলে দিতে পারে জীবন। এ কথাটি মনে প্রাপ্তে বিশ্বাস করেন সুনীল। আর তাই ৩৬ বছর বয়সী এই ভারতীয় পরিচয়ন্তা কর্মীর পেশায় নিয়োজিত থাকার পরও চালিয়ে গেছেন পড়াশোনা অর্জন করেছেন চারটি ডিগ্রি। তবে এত পড়াশোনা করেও নিজের ভাগের চাকা পরিবর্তন করতে পারেননি সুনীল। চাকরিতে তার কোনো পদের অভিযন্তা নেই। কারণ তিনি দলিল বর্ণের এক হিন্দু ভাদেরকে ছুঁয়ে দেখাও পাপ বলে মনে করেন অনেকে।

// এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম/

ক. 'কিতাবুল হিন্দ' গ্রন্থের রচয়িতা কে? ১

খ. ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থান নির্দেশ করো। ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনাটি মুসলিম বিজয়ের প্রাক্তন ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থার কোন দিকটি তুলে ধরে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সুনীলের ভাগ্যোন্নয়নে সিন্ধু বিজয়ের ধর্মীয় ফলাফল থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা কতটুকু কার্যকর? উভয়ের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

### ৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** 'কিতাবুল হিন্দ' গ্রন্থের রচয়িতা আল বিরুনি।

**খ** ভৌগোলিক দিক থেকেও ভারতবর্ষ একটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চল। এর উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব দিকে হিমালয় পর্বত, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বে ব্রহ্মদেশ (মিয়ানমার), পশ্চিমে পারস্য (ইরান) ও আরব সাগর। বর্তমান বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভূটানের বিস্তৃত অঞ্চল এর অন্তর্ভুক্ত। ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বিন্ধ্যা পর্বত দেশটিকে দৃটি অসমান ভাগে বিভক্ত করেছে। বিন্ধ্যা পর্বতের উত্তর অংশ 'আর্যাবর্ত' বা উত্তর ভারত এবং দক্ষিণাংশ 'দাক্ষিণাত্য' নামে পরিচিত।

**গ** উদ্দীপকের ঘটনাটি সিন্ধু ও মূলতান বিজয়ের প্রাক্তন ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থার ধর্মীয় দিকটি তুলে ধরে।

জাতিভেদ প্রথা সনাতনপন্থি হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত একটি কু-প্রথা। মানুষ পরিচয়কে ছোট করে ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে শ্রেণিবিভাগ সৃষ্টি করাই এ প্রথার মূলকথা। এর ফলে অনেক মানুষ তাদের প্রাপ্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। মুসলিম বিজয়ের প্রাক্তন ভারতবর্ষে এ দিকটি প্রবল ছিল, যা উদ্দীপকেও পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত সুনীল যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তথাকথিত ছোট জাতের বলে চাকরিতে পদের অভিযন্তা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এ ঘটনাটি হিন্দুধর্মের জাতিভেদ প্রথার এক বাস্তব দৃষ্টিতে। মুসলমানদের সিন্ধু ও মূলতান বিজয়ের প্রাক্তন ভারতবর্ষে এ জাতিভেদ প্রথা আরও প্রকট ছিল। সে সময় পরোহিত শ্রেণির অন্তর্গত ব্রাহ্মণেরা ছিল উচ্চ মর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী। অথচ একই ধর্মবলশী হওয়া সত্ত্বেও বৈশ্য ও শূন্যরা ছিল

নির্ধারিত ও নিষ্পেষিত। তাদের ধর্মীয় শাস্ত্র পাঠ ও শোনার অধিকারও ছিল না। পেশাগত ক্ষেত্রেও তাদের স্ব-স্ব পেশার বাইরে যাওয়ার অধিকার ছিল না। অর্থাৎ উচ্চীপক্ষের সন্তুল যেমন তার অধিকার ও প্রাপ্ত সম্মান থেকে বঞ্চিত, তেমনি তৎকালীন সময়ে নীচু জাতের হিন্দুরাও বঞ্চিত ছিল। সুতরাং বলা যায়, সুনীলের পরিস্থিতি আমাদের সামনে তৎকালীন অধিকারুণ্যতাঙ্গিত হিন্দু সমাজের চিত্রই উপস্থাপন করে।

**ঘ** সুনীলের ভাগ্যোন্নয়নে সিন্ধু বিজয়ের ধর্মীয় ফলাফল থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা সম্পূর্ণ কার্যকরু।

মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় সে মানুষ। জাতি-ধর্ম-বর্ণ কিংবা ধন-সম্পদের ওপর ভিত্তি করে মানুষে মানুষে কৃতিম ভেদাভেদ করা ঠিক নয়। বরং সকল মানুষ সমান এমন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করাই যুক্তিসংগত এবং বিবেকবান মানুষের কাম্য। এ সাময়ের জয়গান গেয়ে সিন্ধু বিজয়ের (৭১২ খ্র.) পর ভারতবর্ষে ইসলামের বীজ রোপিত হয়েছিল। সিন্ধু বিজয়ের ধর্মীয় ফলাফল থেকে আমরা সাম্যের এ মহান শিক্ষাই পাই।

উদ্দীপকের সুনীলের ক্ষেত্রে যদি জাতিভেদ প্রথার নিষ্পেষণ না থেকে সাম্য বজায় থাকত তাহলে তিনি খুব সহজেই তার ভাগ্যোন্নয়ন ঘটাতে পারতেন। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তিনি অবহেলিত। অথচ ভারতবর্ষে সিন্ধু বিজয়ের ধর্মীয় ফলাফল থেকে আমরা ভেদাভেদহীন সমাজ গঠনের শিক্ষা পাই। এ শিক্ষা যদি সুনীলের নিয়োগকর্তার বাস্তবজীবনে অনুসরণ করেন তাহলে সমাজে সহজেই সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। সিন্ধু বিজয়ের পর মুহাম্মদ বিন কাসিম জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য কল্যাণকর শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। তখন কারো বঞ্চিত হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্মের জাতিভেদ প্রথার কুফল সিন্ধু বিজয়ের পর সবাই অনুধাবন করতে পেরেছিল। এ জন্য শাস্ত্রিগ্রন্থ ইসলামের সাম্য নীতিতে মানুষ আস্থা স্থাপন করেছিল। বর্তমান সময়ের আধুনিকতার প্রেক্ষাপটে সব ধর্মের মানুষেরই এ শিক্ষায় উজ্জীবিত হওয়া উচিত।

উপর্যুক্ত আলোচনায় এটা প্রমাণিত যে, সুনীলের ধর্মীয় ফলাফলের সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক শিক্ষা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

**প্রশ্ন** > ৩৫ আনিকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের একজন ছাত্রী। সে একটি গবেষণা পত্র তৈরি কর। গবেষণায় সে উল্লেখ করে খলিফা আল ওয়ালিদের রাজত্বকালে ১৭ বছরের এক তরুণ মুসলিম সেনাপতির নেতৃত্বে ভারতবর্ষে একটি অভিযান প্রেরিত হয়। আর এ অভিযানে জয়লাভের কারণেই ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন পথ সুগম হয়। যদিও অনেক ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে এই জয়লাভ বা বিজয় ছিল নিষ্পক্ষ।

/বেঙ্গল পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম/

ক. হিন্দীয় তরাইনের যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়? ১

খ. 'কুতুব মিনার' সম্পর্কে টীকা লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জয়ের কারণে কীভাবে ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমনের পথ সুগম হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি এই বিজয়কে নিষ্পক্ষ বলে মনে কর? মতামতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

### ৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে তরাইনের হিন্দীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

**গ** দিলিপ 'কুতুব মিনার' ছিল কুতুবউদ্দিন আইবেকের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। ইসলামের বিজয়গান্ধা বিশ্ব দরবারে উপস্থাপনের উল্লেখ্যে প্রথ্যাত সুফি কুতুবউদ্দিন আইবেক মিনারের নির্মাণকার্য আরম্ভ করলেও তা সমাপ্ত হয় সুলতান ইলতুমিশের রাজত্বকালে। এর উচ্চতা ২৩৮ ফুট এবং মিনারটি ৪ তলাবিশিষ্ট। এর বারান্দা সমকোণবিশিষ্ট পাথরের ছারা নির্মিত এবং মিনারটির ঘোরানো সিঁড়ির গায়ে কুরআন শরিফের আয়ত খোদাই করা রয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে বর্ণিত সিন্ধু বিজয় ভারতবর্ষে মুসলমানদের জন্য একটি ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করে, যা তাদের ভারতবর্ষে আগমনের পথ সুগম করে।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয় ইসলামের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এ বিজয় ভারতবর্ষে দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম না হলেও মুসলিম সুফি-দরবেশ ও বণিক শ্রেণির আসার উপর্যুক্ত পরিবেশ

সৃষ্টি করেছিল। এ বিজয়ের ফলে মুসলমানগণ হিন্দুদের প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টে আছে এবং দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতির সম্পর্ক গড়ে উঠে। যা এ অঞ্চলে মুসলমানদের আগমনের পথকে সুগম করেছিল।

উদ্দীপকে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের কথা বলা হয়েছে। যে বিজয়ের ফলে অসংখ্য পির-দরবেশ ভারত উপমহাদেশে ধর্মপ্রচারের জন্য আগমন করে। তাদের প্রচারিত ইসলামের শাখাত বাণী সাম্য, মৈত্রী, সহিষ্ণুতা, বর্ণপ্রথার কঠিন নির্ধারিত হিন্দু সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করে। ফলে তারা বিপুল সংখ্যায় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। এছাড়া এ বিজয়ের ফলে আরবদের সাথে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরো সুস্থৃত হয়। আরব মুসলমানদের অনেকে বিজিত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে এবং স্থানীয় রামপীদের বিয়ে করে। এভাবেই ভারতবর্ষে মুসলমানদের স্থানীভাবে বসবাস ও স্থানীয় জনগণের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়। যা ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমনের জন্য একটি ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। যা ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমনের ধারাকে বেগবান করে।

৪. **সৃজনশীল ১৫ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।**

**প্রশ্ন** ▶ ৩৬ মাত্র ২৬ বছর বয়সে এক সুলতান উপমহাদেশে অভিযান শুরু করেন। নবম অভিযান ছিল তার উজ্জ্বলযোগ্য অভিযান। এছাড়া ১০২৬ খ্রিস্টাব্দে পরিচালিত তার ১৬তম অভিযানও ইতিহাস খ্যাত।

বেগোজা প্রবলিক সূচন এবং কলেজ, চট্টগ্রাম/

ক. সুলতান মাহমুদের পিতার নাম কী? ১

খ. 'সড়ক-ই-আজম' বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে কোন মুসলিম সুলতানের বিজিত অভিযানের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "ইঙ্গিতপূর্ণ অভিযান" দুটি ছাড়াও উক্ত সুলতান বার বার উপমহাদেশ আক্রমণ করেন বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. **সুলতান মাহমুদের পিতার নাম আমীর সবৃক্তিগীন।**

খ. **সড়ক-ই-আজম বা গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড শেরশাহ নির্মিত একটি রাস্তা শের শাহ নির্মিত রাস্তাসমূহের মধ্যে প্রধান ছিল সড়ক-ই-আয়ম বা গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড। প্রায় ১৫০০ মাইল দীর্ঘ এ রাস্তাটি পূর্ব বঙ্গের সোনারগাঁও থেকে সিন্ধু নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।**

গ. **উদ্দীপকে সুলতান মাহমুদের পাঞ্জাব ও কাশ্মীর অধিকার এবং সোমনাথ অভিযানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।**

সুলতান মাহমুদ পিতার ন্যায় একজন উচ্চাভিলাষী শাসক ছিলেন। তিনি মাত্র ২৬ বছর বয়সে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে আক্রমণ শুরু করেন। তার এ অভিযানগুলোর মধ্যে নবম অভিযান ছিল উজ্জ্বলযোগ্য অভিযান। তিনি এ অভিযানটি ১০১৪ খ্রিস্টাব্দে ত্রিলোচন পাল-এর বিবুদ্ধে পরিচালনা করেন। তিনি তার এ অভিযানে ত্রিলোচন পালকে কাশ্মীরে বিতাড়িত করে নন্দনা অধিকার করেন। এরপর মাহমুদ কাশ্মীর আক্রমণ করে ত্রিলোচন পাল ও তার আশ্রয়দাতা কাশ্মীররাজা তুঙ্গারকে পরাজিত করেন। এরপর ১০২৬ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদ তার ঘোড়শ অভিযানে সোমনাথ বিজয় করেন। তিনি সোমনাথ মন্দির আক্রমণ করে প্রচুর ধনরাজ লুপ্তন করেন। এ অভিযান থেকে প্রাণ সম্পদ তিনি গজনিতে নিয়ে যান। তার এ অভিযান ইতিহাসের পাতায় স্থানীয় হয়ে আছে।

ঘ. **উদ্দীপকে ইঙ্গিতপূর্ণ দুটি অভিযান ছাড়াও সুলতান মাহমুদ আরও ১৫টি অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি তার প্রতিটি অভিযানই সফলভাবে পরিচালনা করেন।**

সুলতান মাহমুদের প্রথম অভিযান পরিচালিত হয় ১০০০ খ্রিস্টাব্দে। ১০০১ খ্রিস্টাব্দে তার দ্বিতীয় অভিযান পরিচালিত হয় তার 'পিতৃশত্রু জয়পালের বিবুদ্ধে। পেশোয়ারের নিকট একটি ঘূর্ণে তিনি জয়পালকে পরাজিত করেন। ঝিলাম নদী তীরস্থ ভীরার রাজা বিজয় রায়ের বিবুদ্ধে প্রতিরুতি ভঙ্গের দায়ে ১০০৪ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদ তার তৃতীয় অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি ১০০৬ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের রাজা আনন্দপাল এবং সুলতানের শাসনকর্তা আবুল ফাতেহ দাউদের বিবুদ্ধে

তিনি চতুর্থ অভিযান প্রেরণ করেন। আর ১০০৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি সুখপালের বিবুদ্ধে তার পঞ্চম অভিযান প্রেরণ করেন। এছাড়াও সুলতান মাহমুদ ১০০৮ খ্রিস্টাব্দে সম্মিলিত হিন্দুবাহিনীর বিবুদ্ধে ষষ্ঠ অভিযান চালান। তিনি ১০০৯ খ্রিস্টাব্দে সপ্তম অভিযানে কাংড়া ও নগরকোট দুর্গ অধিকার করে বিপুল ধনসম্পদ হস্তগত করেন। ১০১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি পুনরায় সুলতানের শাসনকর্তা দাউদের বিবুদ্ধে অক্টম অভিযান পরিচালনা করে তাকে পরাজিত করেন। তিনি ১০১৪ খ্�রিস্টাব্দে দশম অভিযানের মাধ্যমে থানেশ্বর বিজয় করেন। এছাড়াও ১০১৫-১০১৬ খ্রিস্টাব্দে মাহমুদ একাদশ অভিযানে কাশ্মীর দখলে ব্যর্থ হন। সুলতান মাহমুদ ১০১৮ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুশাহী রাজধানী কলোজের বিবুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। ১০১৯ খ্�রিস্টাব্দে তিনি ত্রয়োদশ অভিযানে চান্দেলারাজ গোত্তকে পরাজিত করেন। এছাড়াও তিনি তার চতুর্দশ অভিযানে গোয়ালিয়র দখল করেন। তিনি পঞ্চদশ অভিযানে কালিঙ্গের এবং জীবনের শেষ অর্থাৎ সপ্তদশ অভিযানে জাঠদের পরাজিত করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায়, সুলতান মাহমুদ ১০০০-১০২৬ খ্রি. পর্যন্ত মোট ২৭ বছরে ভারতবর্ষে ১৭টি অভিযান পরিচালনা করেন।

**প্রশ্ন** ▶ ৩৭ আরিফ একটি ইসলামের ইতিহাস বই পড়ে তার বন্ধু আসিফকে বলেন— ভারতবর্ষে এমন একজন সুলতান ছিলেন, যিনি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ২৭ বছরে ১৭ বার অভিযান পরিচালনা করেন এবং প্রতিটি অভিযানে জয়লাভ করেন। এসব অভিযানের ফলে প্রচুর ধনসম্পদ সুলতানের হস্তগত হয়। /কলকাতার সিটি কলেজ/

ক. মুহাম্মদ ঘূরীর আসল নাম কী? ১

খ. রাজা দাহিরের পরিচয় দাও। ২

গ. আরিফকের পঞ্চিত সুলতানের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন সুলতানের সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তোমার পঞ্চিত সুলতান যে কারণে অভিযান পরিচালনা করেন তা বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. **মুহাম্মদ ঘূরীর আসল নাম মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘূরী।**

খ. **রাজা দাহিরের ছিলেন সিন্ধুর রাজা।**

মুসলিম সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের (৭১২ খ্রি.) সময়কালে সিন্ধুর রাজা ছিলেন দাহির। সিন্ধুর পূর্ববর্তী রাজা চাচ মৃত্যুবরণ করলে সিন্ধু রাজ্যের সিংহাসন নিয়ে চাচের পুত্রদের মধ্যে অন্তর্বন্ধন শুরু হয়। উক্ত অন্তর্বন্ধনে জয়লাভ করে দাহির সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমের কাছে পরাজিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। চারিত্রিক দিক দিয়ে তিনি ছিলেন নিষ্ঠুর ও উদ্বিত্ত, যা তার প্রাজায়কে ত্বরান্বিত করে।

গ. **সৃজনশীল ১ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।**

ঘ. **সৃজনশীল ২০ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।**

**প্রশ্ন** ▶ ৩৮ 'ক' নামের একজন বীর সমুদ্র পাড়ি দিয়ে অন্য একটি বৃহৎ অঞ্চল দখল করে নেয়। কিন্তু তা রাজনৈতিকভাবে ফলাফল শূন্য হলেও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব সুন্দরপ্রসারী, দুটি ভিন্ন জাতির সহাবস্থানের ফলে এ অঞ্চলের সমাজব্যবস্থার বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয় এবং তাদের মধ্যে বিনিময়, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংযোগ সম্ভব হয়। /চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম/

ক. ভারতবর্ষ কোন মহাদেশে অবস্থিত? ১

খ. আরবদের সিন্ধু আক্রমণের প্রত্যক্ষ কারণ কী ছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' এর বিজয়ের মধ্যে প্রাক-সালতানাত যুগের কোন সেনাপতির বিজয়ের প্রতিজ্ঞবি প্রকাশিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আরবদের সিন্ধু আক্রমণের প্রত্যক্ষ কারণ কী ছিল? ব্যাখ্যা কর। ৪

### ৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. **ভারতবর্ষ এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত।**

ঘ. **সৃজনশীল ৩৩ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।**

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক'-এর বিজয়ের মধ্যে প্রাক-সালতানাত যুগের তরুণ সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিজয়ের প্রতিজ্ঞিত ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' সমন্বয় পাড়ি দিয়ে একটি শৃঙ্খল দখল করেন। কিন্তু তার এ বিজয় রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল না। তবে এ বিজয়ের ফলে বিজিত অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। আরবদের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ফলাফল পরিলক্ষিত হয়।

মুহাম্মদ বিন কাসিম সফলতার সাথে সিন্ধু ও মুলতান বিজয় করেছিলেন। কিন্তু তার এ বিজয় রাজনৈতিকভাবে ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনতে পারেনি। কারণ আরব অধিপত্য কেবল সিন্ধু ও মুলতানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে ভারতের অপরাপর অঞ্চলে মুসলিম বিজয়ের প্রত্যক্ষ কোনো প্রভাব পড়েনি। তবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এ বিজয়ের প্রভাব ছিল সুন্দরপ্রসারী। সামাজিক ক্ষেত্রে আরব বসতি ও আন্তঃবিবাহের ফলে আরবদের মধ্যে সিন্ধুর লোকাচার ও সামাজিক রীতিনীতি প্রবেশ করে। আবার সিন্ধুবাসীর জীবনও পরিবর্তিত হয়। আরবদের বিজয়ের ফলে ভারতের দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, চিকিৎসাবিদ্যা, স্থাপত্য, চিত্রশিল্পসহ সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্র ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। হিন্দু-মুসলমানদের সাংস্কৃতিক আন্তঃবিনিময় নতুন সংস্কৃতির দ্বারা উন্মোচন করেছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকটির সাথে আরবদের সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের ফলাফলের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

**ঘ** উক্ত বিজয় অর্থাৎ সিন্ধু বিজয়ের ফলে ভারতবর্ষের সার্বিক অবস্থা সম্পূর্ণভাবে বদলে যায়— মন্তব্যটি যথার্থ।

আরবদের সিন্ধু বিজয় ভারতবর্ষের চেহারায় আমূল পরিবর্তন সাধন করে। হিন্দু অভিজাত শ্রেণির বৈষম্য ও নির্যাতনের বিপরীতে ইসলামের সুমহান আদর্শ তাদেরকে নতুন জীবনের পরিশ এনে দেয়। ফলে এখানে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধিত হয়।

সিন্ধু বিজয়ের ফলে আরব সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই স্থায়ীভাবে ভারতে বসতি স্থাপন করে। আরবগণ বিজিত অঞ্চলে বহু রাস্তাঘাট নির্মাণ করে। তারা ইসলামের দর্শন ও জীবনধারাকে এদেশের মানুষের সামনে তুলে ধরেন। সিন্ধু ও মুলতানে আরব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর আরবদের সাথে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও সুজৃত হয়। সিন্ধুর বিভিন্ন অঞ্চলে বেশকিছু বাণিজ্যিক কেন্দ্র স্থাপিত হয়। সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে আরবগণ সর্বপ্রথম হিন্দু সম্প্রদামের নিবিড় সংস্পর্শে আসার সুযোগ পায়। ফলে উভয়ের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হয়। আরবদের কল্যাণমূর্তী শাসন ও ধর্মীয় স্বাধীনতা, উভয়ের মধ্যে জাস্তা সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-মুসলিমের এ সহাবস্থানই পরবর্তীতে ভারতে নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটায়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয় এ রাজ্যের চেহারা সম্পূর্ণভাবে বদলে দেয়। আর্যদের আগমনের পর ভারতবর্ষের ইতিহাসে একে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কারণ এ ঘটনা ভারতবর্ষের সার্বিক অবস্থাকে এমনভাবে বদলে দিয়েছে যে আজ পর্যন্ত কোনো ঘটনা তা করতে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে না।

**প্রশ্ন** ► ৩৯ উমাইয়া খলিফা আল-ওয়ালিদের আমলে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য জয় হলো স্পেন বিজয়। এ সময় স্পেনের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল এবং কুন্দু কুন্দু রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। তখন স্পেনের রাজা ছিলেন রডারিক। তিনি অত্যাচারী শাসক ছিলেন। ফ্রেরিডার সাথে অন্যায় আচরণ করার কারণে তার বাবা কাউন্ট জুলিয়ান আফ্রিকার গভর্নর মুসা বিন নুসায়েরকে স্পেন আক্রমণের আহ্বান জানান। মুসা বিন নুসায়ের তারেক বিন জিয়াদকে সঙ্গে নিয়ে স্পেন আক্রমণ ও জয় লাভ করেন।

/বকলয়েহন কলেজ, সিলেট/

- সিন্ধু বিজয়ের সময় ইরাকের শাসনকর্তা কে ছিলেন? ১
- মুসলিম বিজয়ের পূর্বে ভারতের সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল? ২
- উদ্দীপকে উল্লিখিত স্পেন আক্রমণের কারণের সাথে মুসলমানদের সিন্ধু আক্রমণের কারণের তুলনামূলক ব্যাখ্যা দাও। ৩
- উদ্দীপকে উল্লিখিত স্পেনের রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থার চেয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের অবস্থা ছিল বেশি শোচনীয়—এর পক্ষে তোমার মতামত দাও। ৪

**ক** মুসলমানদের সিন্ধু বিজয়ের সময় ইরাকের শাসনকর্তা ছিলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ।

**খ** সৃজনশীল ও এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত স্পেন বিজয়ের কারণের সাথে মুসলমানদের সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণের প্রেক্ষাপটগত ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। খলিফা ওয়ালিদের আমলে পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোর শাসনকর্তা ছিলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। তার কর্তৃত শাসনে কতিপয় বিদ্রোহী আরব সীমান্ত অভিক্রম করে সিন্ধু দেশে গমন করলে সিন্ধুরাজ দাহির তাদেরকে আশ্রয় প্রদান করে। হাজ্জাজ বিদ্রোহীদের প্রত্যাবর্তনের দাবি জানালে রাজা দাহির তার দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। এছাড়া পরবর্তীতে সিন্ধুর দেবল বন্দরে সিংহল রাজার প্রেরিত উপটোকনপূর্ণ আটটি যুদ্ধজাহাজ লুক্ষিত হলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ রাজা দাহিরের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। কিন্তু এবারও তিনি তার দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। এর ফলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ রাজা দাহিরকে যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জন্য তার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত খলিফা ওয়ালিদের শাসনামলে স্পেন বিজয় হয়। এ সময় স্পেনের রাজা ছিলেন রডারিক। তিনি অত্যাচারী শাসক ছিলেন। ফ্রেরিডার সাথে অন্যায় আচরণ করার কারণে তার বাবা কাউন্ট জুলিয়ান উভর আফ্রিকার গভর্নর মুসা বিন নুসায়েরকে স্পেন আক্রমণের আহ্বান আন্তর্ভুক্ত করেন। এ সময়ে ভারতে কোনো রাজনৈতিক এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রভাব নেওয়া যায় নি। এর প্রতিক্রিয়া হিন্দু সম্প্রদামের নির্বাচন জয় করেন। এর প্রতিক্রিয়া হিন্দু সম্প্রদামের নির্বাচন জয় করেন। এর প্রতিক্রিয়া হিন্দু সম্প্রদামের নির্বাচন জয় করেন।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত 'স্পেনের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ছিল বেশি শোচনীয়'— আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।

মুসলমানদের বিজয়ের প্রাক্তলে ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। সে সময়ে ভারতে কোনো রাজনৈতিক এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রভাব নেওয়া যায় নি। মৌর্য সম্বাট অশোক ও হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর যোগ্য উত্তরাধিকারের অভাবে ভারতে অনেকগুলো কুন্দু কুন্দু স্বাধীন রাষ্ট্রের উত্তৰ হয়। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা না থাকায় স্বার্থগত বন্দের কারণে এ সকল কুন্দু কুন্দু রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। তৎকালীন ভারতের সামাজিক অবস্থা সত্ত্বেও জনক ছিল না। হিন্দু সমাজে সংকীর্ণ জাতিপ্রথা বিদ্যমান ছিল। সমাজে নানা ঘৃণ্যপ্রথা ও কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। বহু বিবাহ প্রচলিত থাকলেও বিধবা বিবাহ নিরিম্ব ছিল।

খলিফা ওয়ালিদের সময় মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের প্রাক্তলেও স্থানকার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা শোচনীয় ছিল। স্পেন কতিপয় কুন্দু কুন্দু রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের মতো যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকত না এবং স্পেনে ভারতের জাতিভেদ প্রথা ও বিভিন্ন কুসংস্কারের প্রচলন ছিল না। এজন্য আমি মনে করি তৎকালীন স্পেনের চেয়ে ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বেশি শোচনীয় ছিল।

**প্রশ্ন** ► ৪০ সম্বাট ইভান ছিলেন একজন দিয়িজারী বীর। বিজয়ের নেশায় তিনি একই অঞ্চলে ১৭ বার আক্রমণ করেন। এই ১৭ বারের মধ্যে এটা ছিল ১৬তম অভিযান। উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল এক ধর্মীয় উপাসনালয় আক্রমণ। কিন্তু এই আক্রমণ ইভানের জীবনে ভয়াবহ পরিণতি দেকে আনে। ঘটনাম্বলে তিনি ও তার সৈন্যবাহিনী চৱম পরাজয় বরণ করেন এবং তার অনেক সৈন্য মারা যায়। /অ. জাকুর রাজ্যক হিটোনসিপ্যাল কলেজ, সিলেট/

**ক** গজনি কোথায় অবস্থিত?

**খ** আল বিরুনি সম্পর্কে আলোচনা কর।

**গ** সম্বাট ইভানের ১৬তম অভিযানের সাথে তোমার পঠিত সুলতান মাহমুদের কোন অভিযান সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

**ঘ** সম্বাট ইভানের ১৬ তম অভিযান অপেক্ষা সুলতান মাহমুদের ১৬ তম অভিযান কোন অর্থে অধিক গ্রহণযোগ্য? বিশ্লেষণ কর।

৩. আবু রায়হান আল বিরুনি ছিলেন মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলিম মন্ত্রী।

আল বিরুনি ১৭৩ খ্রিস্টাব্দে খাওয়ারিজমে (আফগানিস্তানে অবস্থিত) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বহুবৃদ্ধি প্রতিভার অধিকারী। দর্শন, ভূগোল, ইতিহাস, জ্যোতিষশাস্ত্রে তিনি বিশেষ বৃৎপূর্ণ অর্জন করেন। তার বিধ্যাত গ্রন্থ কিংবুল হিল। তিনি সুলতান মাহমুদের দরবারের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও গবেষক ছিলেন। ১০৪৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

৪. সম্রাট ইভানের ১৬তম অভিযানের সাথে সুলতান মাহমুদের ১৬তম অভিযান তথা সোমনাথ মন্দির (গুজরাটের চালুক্য রাজ্যের কাথিওয়াড়ের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত) আক্রমণের সাদৃশ্য রয়েছে।

সুলতান মাহমুদ (আফগানিস্তানে অবস্থিত গজনি রাজ্যের শাসনকর্তা) ছিলেন সাহসী ও সমরপ্রিয় বীর। ১০০০ থেকে ১০২৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি মোট ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক তার এ অভিযানের কারণ হিসেবে সম্পদের প্রতি মোহকে দায়ী করেন। সুলতান মাহমুদের ঘোলোতম অভিযান তথা সোমনাথ মন্দির আক্রমণ এবং সেখান থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ লুঁচন এ বিষয়টিকেই প্রমাণ করে। আর উদ্দীপকেও এরূপ ঘটনা লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সম্রাট ইভান ছিলেন দিঘিজয়ী বীর। তিনি একই অঞ্চলে ১৭ বার আক্রমণ করেন। তার ১৬ তম অভিযানে তিনি ধর্মীয় উপাসনালয় আক্রমণ করেন। ঐতিহাসিক বিবরণ মতে, সোমনাথ বিজয় সুলতান মাহমুদের সাথের বাইরে ছিল বলে পুরোহিতরা মনে করতেন। কিন্তু ১০২৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি সোমনাথ মন্দিরে অভিযান পরিচালনা করেন। মন্দিরের পুরোহিত ও স্থানীয় অধিবাসীরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও তার আক্রমণ থেকে সোমনাথ মন্দিরকে রক্ষা করতে পারেননি। সুতরাং দেখা দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকে উল্লিখিত উপাসনালয় আক্রমণ ও লুঁচনের ঘটনায় সুলতান মাহমুদের সোমনাথ মন্দির আক্রমণেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

৫. সম্রাট ইভানের ঘোলতম অভিযান অপেক্ষা সুলতান মাহমুদের ঘোলতম অভিযান সফলতার দিক থেকে অধিক গ্রহণযোগ্য।

সুলতান মাহমুদ ১০২৬ খ্রিস্টাব্দে তার ঘোলতম অভিযান সোমনাথ মন্দিরে পরিচালনা করেন। এ অভিযানে গুজরাটের রাজা ভীমদেবের নেতৃত্বে হিন্দুরা বাধা দিলেও সুলতান মাহমুদ তা বিজয় করতে সক্ষম হন। এটি বিজয় করে মন্দিরস্থ প্রায় ৩০০ দেব-দেবীর মৃতি বিচৰ্ণ করা হয়। এ মন্দির হতে সুলতান মাহমুদ দু' কোটি হ্রণ্মূদ্রা এবং প্রচুর অলঙ্কার হস্তগত করেন। ঐতিহাসিক ড. সৈয়দী প্রসাদ বলেন, “সোমনাথ বিজয় মাহমুদের ললাটে নতুন বিজয় পৌরব সংযুক্ত করে।” ড. নাজিম বলেন, “সোমনাথ অভিযান ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম দুর্ঘাস্তিক কার্য।” ফলে সোমনাথ বিজয় করে সুলতান মাহমুদ প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হন। আর উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি যে, সম্রাট ইভানের ঘোলতম অভিযান তার জীবনে ভয়াবহ পরিপত্য ডেকে আনে। ঘটনাস্থলে তিনি ও তাঁর সৈন্যবাহিনী চৰম পরাজয় বরণ করেন এবং অনেক সৈন্য মারা যায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, সুলতান মাহমুদের ঘোলতম অভিযান ছিল সফলতার দীপ্তায় পরিপূর্ণ আর সম্রাট ইভানের ঘোলতম অভিযান ছিল ব্যর্থতার সাগরে নিমজ্জিত।

**প্রশ্ন ৪১** ইমন একজন টগবগে তরুণ। তাঁর মেধা ও সামরিক প্রতিভা সবাইকে মুণ্ড করে। তাঁর একজন নিকটাস্তীয় মঙ্গিলাবাদ সাম্রাজ্যের একটি অঞ্চলের শাসনকর্তা। তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী ও উচ্চাভিলাষী। নতুন দেশ, রাজ্য ও জনপদ জয় করে তিনি আলন্দ পেতেন। সীমান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে তার সমর্পকের অবনতি ঘটে। তাই তিনি উক্ত দেশের শাসকের শাস্তি প্রদানের জন্য একাধিক অভিযান পাঠান। কিন্তু এগুলো ব্যর্থ হয়। অবশেষে ইমন তাকে পরাজিত ও নিহত করে দেশটিকে মঙ্গিলাবাদ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

/জ. আক্তুর রাজ্যক মিটিনিস্প্যাল কলেজ, বাংলাদেশ/

ক. শাহনামার রচয়িতা কে? ১

খ. রাজা দাহির সম্পর্কে আলোচনা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটি ভারতবর্ষে কোন বিজয়াভিযানের সাথে সংগতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত অভিযানকে কি নিষ্কল বিজয় উপাখ্যান বলে অভিহিত করা যায়? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

ক. শাহনামার রচয়িতা মহাকবি আবুল কাসেম ফেরদৌসি।

খ. সূজনশীল ৩৭ এর ‘খ’ নং প্রশ্নের দেখো।

গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত ঘটনাটি ভারতবর্ষে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়াভিযানের সাথে সংগতিপূর্ণ।

মুসলমানদের সিন্ধু বিজয় ভারতবর্ষে মুসলিম ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কারণ এ বিজয়ের মধ্যদিয়েই মুসলমানরা ভারতে প্রবেশ করে। আর এ অন্তর্পূর্ব বিজয়ে নেতৃত্ব দেন তরুণ বিজেতা ও সামরিক প্রতিভাসম্পন্ন সেনানায়ক মুহাম্মদ বিন কাসিম। আর তার এ সফল অভিযানেরই প্রতিফলন উদ্দীপকে লক্ষণীয়।

মুহাম্মদ বিন কাসিম ছিলেন উমাইয়া খলিফার পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগাল হাজারা বিন ইউসুফ এর জামাতা। তরুণ ও সামরিক প্রতিভাসম্পন্ন মুহাম্মদ বিন কাসিম সহজেই রাজশক্তির নজর কাঢ়ে। সীমান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে সিন্ধু প্রদেশের রাজা দাহিরের সাথে হাজারা বিন ইউসুফের সম্পর্কের অবনতি হয়। তাই তিনি সিন্ধুরাজা দাহিরকে শাস্তি প্রদানের জন্য ৭১০ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধুতে প্রপৰ দুটি অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু তার দুটি অভিযানই ব্যর্থ হয়। অবশেষে হাজারা ৭১১ খ্রিস্টাব্দে তার জামাতা ১৭ বছর বয়সী তরুণ সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিমকে সিন্ধুতে প্রেরণ করেন। কাসিম রাজা দাহিরকে পরাজিত করেন। পরে তিনি নিহত হন, এর ফলে সিন্ধু মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। উদ্দীপকে উল্লিখিত ইমনের বিজয়াভিযানের সাথে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়াভিযান সম্পূর্ণভাবে মিলে যায়।

ঘ. সিন্ধু বিজয় কে শুধু নিষ্কল অভিযান বলা যথাযথ হবে না। কারণ, মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যুর পর সিন্ধু ও মুলতানে আরব শাসন দেড়শ বছর স্থায়ী হয়েছিল। তাহারা তার পদার্থক অনুসরণ করেই সুলতান মাহমুদ ও মুহাম্মদ দুরী ভারতে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন।

আরব সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই স্থায়িভাবে ভারতে বসতি স্থাপন করেন এবং বিজিত অঞ্চলে বহু রাস্তাধার নির্মাণ করেছিলেন, তাদের কীর্তি আজও বিদ্যমান। ইতিহাসবিদ টড় ‘রাজস্থানের ইতিহাস’ প্রম্মে আরবদের সিন্ধু বিজয়কে অত্যন্ত পুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে অভিহিত করেছেন। সিন্ধু বিজয়ের রাজনৈতিক ফলাফল নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এর ধর্মীয় ফলাফল ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এ বিজয়ের ফলে অসংখ্য পীর-দরবেশ ভারত উপমহাদেশে ধর্ম প্রচারের জন্যে আগমন করেন, যাদের প্রভাবে সাম্য, মৈত্রী, উন্নারতা ও সহিংস্তার প্রতীক ইসলাম ধর্মে দলে দলে নির্যাতিত সম্প্রদায় যোগদান করতে থাকে।

সিন্ধু ও মুলতানে আরব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর আরবদের সাথে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও সুস্থ হয় এবং উভয় দেশের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আরও বিস্তৃত হয়। সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে আরবগণ সর্বত্থম হিন্দু সম্প্রদায়ের নিবিড় সংস্করণে আসার সুযোগ পায়। ফলে উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সম্বোধনা ও সহ-অবস্থান নতুন কৃষ্টির সূচনা করে। আর্য ও সেমেটিক জাতির এ মহামিলন ভারতবর্ষে নতুন সমাজব্যবস্থার সূচি করে। আরবদের কল্যাণযুক্তি শাসন, ধর্মীয় স্থানীয়তা, ধর্মীয় উপাসনালয়গুলো সংরক্ষণ উভয়ের মধ্যে আস্থার সূচি করে। প্রত্যুক্তপক্ষে হিন্দু-মুসলিমের এ সহাবস্থানই প্রবর্তীতে ভারতে নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছিল।

সুতরাং আমরা একথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, আরবদের সিন্ধু অভিযান কোনো নিষ্কল বিজয় অভিযান নয়।

**প্রশ্ন ৪২** ‘ক’ রাজ্যের অধিপতিরূপে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে মির্জা খালিদ অন্য রাজ্যকে তার সাম্রাজ্যভুক্ত করার অভিপ্রায়ে অভিযান চালান এবং প্রথম যুদ্ধে প্রতিপক্ষের নিকট পরাজিত হন। পূর্বের পরাজয়ের ফলাফল করতে শিয়ে তিনি তাঁর সুসজ্জিত ও সুশীকৃত অশ্বারোহী বাহিনীসহ একটি শক্তিশালী বিশাল বাহিনী নিয়ে পরের বছর একই প্রস্তরে ছিলীয় যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। প্রতিপক্ষের সৈন্য সংখ্যা অধিক হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে তিনি বিজয়ীর পৌরব অর্জন করেন এবং স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেন।

/জ. আক্তুর রাজ্যক মিটিনিস্প্যাল কলেজ, বাংলাদেশ/

- ক. কার নাম অনুসারে ভারতবর্ষের নামকরণ করা হয়? ১  
 খ. সোমনাথ অভিযান সম্পর্কে লেখ। ২  
 গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মির্জা খালিদের যুদ্ধের সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন যুদ্ধের কী সামঞ্জস্য আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
 ঘ. উক্ত শাসকের রাজনৈতিক জীবনের গুরুত্ব পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

## ৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** জনশুভি অনুযায়ী রাজা ভরতের নামানুসারে ভারতবর্ষের নামকরণ করা হয়।

**খ.** সৃজনশীল ২১ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

**গ.** উদ্দীপকে বর্ণিত মির্জা খালিদের যুদ্ধ পাঠ্যবইয়ের তরাইনের যুদ্ধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে— মির্জা খালিদ অন্যরাজ্যকে সাম্রাজ্যভূত করার অভিষ্ঠায়ে অভিযান করেন এবং প্রথমবার পরাজিত হন। ছিতৌয় যুদ্ধে প্রতিপক্ষের সৈন্য সংখ্যা অধিক হলেও তাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। ইতিহাস পাঠে দেখতে পাই মুহাম্মদ ঘুরী ভারতে স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দিনি ও আজমিরের রাজপুত চৌহান বংশের রাজা পৃথ্বিরাজ এর মুখোযুদ্ধি হন। ১১৯১ সালে থানেখুরের নিকটবর্তী তরাইন নামক স্থানে উভয়পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যা তরাইনের প্রথম যুদ্ধ নামে পরিচিতি। এই যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘুরীর বাহিনী পরাজিত হয়। পরাবর্তীতে এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে মুহাম্মদ ঘুরী ১১৯২ সালে ১,২০,০০০ সৈন্যের বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করেন। ঘুরীর মোকাবিলায় পৃথ্বিরাজ ৩,০০,০০০ সৈন্য সমবেত করেন। প্রতিপক্ষের সৈন্য সংখ্যা অধিক হওয়া সত্ত্বেও মুহাম্মদ ঘুরীর উন্নত রণকৌশলের কাছে পৃথ্বিরাজের সম্মিলিত বাহিনীর পরাজয় ঘটে। ইতিহাসে এটা তরাইনের ছিতৌয় যুদ্ধ নামে পরিচিতি। তরাইনের ২য় যুদ্ধের ফলে ভারতে মুহাম্মদ ঘুরী স্থায়ী মুসলিম সংগ্রাম প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। সুতরাং যা কিনা উদ্দীপকের যুদ্ধের সাথে হুবহু মিলে যায়।

**ঘ.** মুসলিম ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে উক্ত শাসক অর্থাৎ মুহাম্মদ ঘুরীর রাজনৈতিক জীবনের গুরুত্ব অপরিসীম।

মুহাম্মদ ঘুরী ছিলেন একজন দুরদশী ও বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ। তাঁর লক্ষ্য ছিল ভারতে স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা। পরাজয়ে হতাহাম না হওয়ে লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে তিনি অবিচল দৃঢ়তর পরিচয় দেন। তিনি যে মুসলিম সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন তা ভারতে প্রায় ৭০০ বছর স্থায়ী হয়েছিল। বৃহত্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও সুস্থ শাসনব্যবস্থা কার্যম করে মুহাম্মদ ঘুরী ভারতে মুসলিম স্থায়ী আসন দখল করে আছেন। মুহাম্মদ ঘুরী ছিলেন অসাধারণ সামরিক প্রতিভার অধিকারী। এ.বি এম অবীবুর্রাহ বলেন, “শীর দরিয়া থেকে যমুনা পর্যন্ত প্রায় সাঁওতাসরিক সামরিক অভিযান তার সমরকুশলতা উদ্বেগ্যুগ্মে প্রমাণ করে।” তিনি প্রতিভার মূল্যায়ন করতেন। কৃতুবউদ্দিন আইবেক, তুগ্রিল ও ইয়ালদুজের মতো প্রশংসিত ব্যক্তিদের তিনি তাঁর বিজয় অভিযান ও প্রশাসনে সাফল্যের সাথে কাজে লাগাতে সক্ষম হন। মুহাম্মদ ঘুরী তরাইনের ছিতৌয় যুদ্ধে জয়লাভের পর তাঁর নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত সেনাপতি কৃতুবউদ্দিন আইবেককে দায়িত্ব দিয়ে গজনিতে ফিরে যান। কনৌজের রাজা জয়চান্দকে দমনের জন্য তিনি পুনরায় ভারতে আসেন এবং চান্দওয়ার যুদ্ধে জয়চান্দকে পরাজিত করেন। মুহাম্মদ ঘুরীর সেনানায়কদের মাধ্যমে গোয়ালির, গুজরাট, কালিঙ্গ, বাল্লা ও বিহারে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি পাঞ্জাব ও মুলতানের বিদ্রোহসহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন করে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ভারতে স্থায়ী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে মুহাম্মদ ঘুরীর রাজনৈতিক জীবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

**প্রশ্ন ৪৩** অটোমান সুলতান অরথান জেনিসার বাহিনী গঠন করে বিভিন্ন রাজ্যে অভিযান পরিচালনা করে অর্থ। সম্পদ লুঠন করে নিজ এলাকার নিজ এলাকার উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। সম্প্রতি একটি ছাপের সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত ধর্মীয় উপাসনালয়ের মূল্যবান অর্থ সম্পদের সম্মান পেয়ে অরথান সেটি আক্রমণ ও লুঠন করেন। এই অভিযানে তিনি অফুরন্ত ধনরত্ন, মণিমাণিক্য ও হাঁরা-জহরত হস্তগত করেন। যা তাঁর রাজ্যের উন্নতিতে ব্যবহার করেন বলে মনে করা হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও উপাসনালয়টিকে লুঠনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেননি।

/ক্লাসেন্টমেন্ট কলেজ, বগুড়া/

- ক. ‘শাহনামা’ গ্রন্থের রচয়িতা কে? ১  
 খ. আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ধর্মীয় ফলাফল ব্যাখ্যা কর। ২  
 গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উপাসনালয়টি আক্রমণের সাথে তোমার পঠিত বইয়ের কোন অভিযানের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩  
 ঘ. উদ্দীপকের অরথানের মতো ইঙ্গিতকৃত তোমার পঠিত শাসক কি রাজত্বে কোনো ধরনের অর্থনৈতিক সম্মিল্য বয়ে এনেছিলেন? মতামত দাও। ৪

## ৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** শাহনামা গ্রন্থের রচয়িতা মহাকবি আবুল কাসেম ফেরদৌসি।

**খ.** সিন্ধু বিজয়ের ধর্মীয় ফলাফল ছিল ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। আরব মুসলিমদের সিন্ধু বিজয়ের সূত্র ধরে ভারতবর্ষে ইসলামের বীজ রোপিত হয়। এ বিজয়ের ফলে অসংখ্য পির-দরবেশ ভারত উপমহাদেশে ধর্ম প্রচারের জন্য আগমন করেন এবং তাদের মধ্যে উদ্বেগ্যোগ্য ছিলেন হযরত নিজামুদ্দিন আওলিয়া, হযরত খাজা ইন্দুনিল চিশতি প্রমুখ মনীষীগণ। তাদের প্রচারিত ইসলামের শাস্ত বাণী সাম্য, মৈত্রী, বৃণ্দাবন প্রতিষ্ঠান নিয়ে নির্যাতিত হিন্দু সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করে। ফলে তারা ইসলাম ধর্মে দৈক্ষিণ্য হয়।

**গ.** সৃজনশীল ৪ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

**ঘ.** উদ্দীপকে অরথানের মতো ইঙ্গিতকৃত শাসক তথা সুলতান মাহমুদ ও তাঁর রাজত্বে অর্থনৈতিক সম্মিল্য বয়ে এনেছিলেন। সুলতান মাহমুদ একজন উচ্চাতিলাভী এবং অর্থলোভী সমরনায়ক ছিলেন। রাজ্যাভিযানে তিনি আনন্দ পেলেও তাঁর অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক। নিজ সাম্রাজ্য গজনিকে সমৃদ্ধিশালী ও অনিস্তাসুন্দর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাঁর প্রচুর সম্পদের দরকার ছিল। আর ধন-প্রাপ্ত্যে পরিপূর্ণ ভারতকে তিনি তাঁর প্রয়োজনীয় অর্থের কলত্ব মনে করে এখানে বার বার অভিযান পরিচালনা করেন এবং প্রচুর অর্থ সম্পদ হস্তগত করে গজনির শ্রীবৃন্দিতে ব্যয় করেন। অটোমান সুলতান অরথানের পেছনেও এ ধরনের উদ্বেশ্য পরিলক্ষিত হয়।

অটোমান সুলতান অরথানের গঠিত জেনিসার বাহিনী বিভিন্ন রাজ্যে অভিযান চালিয়ে প্রচুর সম্পদ লুঠন করে। সুলতান এ সম্পদ ব্যয় করে অটোমান সাম্রাজ্যের উন্নয়নে নানা ধরনের উদ্দোগ গ্রহণ করেন। একইভাবে সুলতান মাহমুদ গজনি রাজ্যকে বিষ্ণের তিলোত্তমা নগরীতে পরিগত করার জন্য এর সুসজ্জিতকরণ, নিজ সাম্রাজ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা, বিরাট সৈন্যবাহিনীর ব্যয় নির্বাহ প্রতীক কারণে ভারতে বার বার অভিযান প্রেরণ করেন। অভিযানে সংগৃহীত অর্থ-সম্পদ তিনি সাম্রাজ্যের সার্বিক উন্নতিকে ব্যয় করেন। তিনি গজনিকে অতুলনীয় সম্মুখ নগরীতে পরিগত করেন। তাঁর চেষ্টায় গজনি মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিগত হয়। সুলতান গজনিতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি পাঠাগার ও একটি জাদুঘর নির্মাণ করেন। তিনি গজনিতে ‘বৰ্গীয় বন্ধু’ নামের যে মসজিদ নির্মাণ করেন তা ঐতিহাসিকদের কাছে প্রাচোর বিস্ময় বলে অভিহিত হয়েছিল।

পরিশেষে বলা যায় যে, উদ্দীপকে অরথানের মতো ইঙ্গিতকৃত শাসক তথা সুলতান মাহমুদ ভারত থেকে সংগৃহীত বিপুল ধনেশ্বর্য ছাড়া তাঁর রাজত্বে অর্থনৈতিক সম্মিল্য বয়ে এনেছিলেন।

**প্রশ্ন ৪৪** মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ সত্ত্বেও কতিপয় দুষ্কৃতকারী এর সাথে জড়িত থেকে অবাধে এ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল। এ ব্যবসার পুলিশ ঝটিকা অভিযান চালায়। পরপর দুবার অভিযান চালিয়েও সেসকল দুষ্কৃতকারীদের ধরতে ব্যর্থ হয়। অতঃপর পুলিশ বিভাগের র্যাব সদস্যদের নেতৃত্বে একটি অভিযান চালিয়ে দশ জন মাদক ব্যবসায়ীকে ধরা সম্ভব হয়। ফলে রায়ের বাজার এলাকায় মাদকের ব্যবহার কমে আসে।

- ক. মুসলিমানের সিন্ধু অভিযানের সময় সিন্ধুর রাজা কে ছিলেন? ১  
 খ. মুহাম্মদ বিন কাসিমের করুণ মৃত্যুর ঘটনা লেখ। ২  
 গ. উদ্দীপকে র্যাব অভিযানের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন অভিযানের ফলে ব্যয় হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
 ঘ. উক্ত অভিযানের সুদূরপ্রসারী ফলাফল পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

**ক.** মুসলমানদের সিন্ধু অভিযানের সময় সিন্ধুর রাজা ছিলেন দাহির।

**খ.** সৃজনশীল ৮ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

**গ.** উদ্বীপকে 'র্যাবের' অভিযানের সাথে পাঠ্যবইয়ের মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযানের সাদৃশ্য রয়েছে।

খলিফা ওয়ালিদের অনুমতিক্রমে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৭১০ খ্রিষ্টাব্দে ওবায়দুল্লাহ ও বুদায়েল নামক দুজন সেনাপতির নেতৃত্বে সিন্ধু রাজ্যের বিবুদ্ধে পরপর দুটি অভিযান প্রেরণ করেন, কিন্তু তার দুটি অভিযানই ব্যর্থ হয়। উপর্যুপরি ব্যর্থতায় হতাশ না হয়ে হাজ্জাজ ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিম এ অভিযানে বীরত্বের সাথে জয়লাভ করেন।

উদ্বীপকে দেখা যায়, মাদকদ্রব্য চোরাচালানকারীদের ধরতে পুলিশ দুবার অভিযান চালায়। কিন্তু পরপর দুবার তাদের বিবুদ্ধে অভিযানে পুলিশ ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে র্যাবের সহায়তায় তারা মাদক ব্যবসায়ী ও চোরাচালানকারীদের গ্রেফতার করে। এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উদ্বীপকের র্যাবের অভিযানের সাথে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযানের সাদৃশ্য রয়েছে।

**ঘ.** উদ্বীপকে উক্ত অভিযান বলতে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযানকে বোঝানো হয়েছে। আর এ অভিযানের ফলাফল ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী।

আরবদের সিন্ধু বিজয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। আরবীয়রা ১৫০ বছর সিন্ধুতে শাসন করে। এ দীর্ঘ সময় অবস্থানের পরেও সিন্ধু বিজয়ের রাজনৈতিক গুরুত্ব সামান্য হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

ভারতবর্ষ ও ইসলামের ইতিহাসে আরবদের সিন্ধু বিজয় একটি উপাখ্যান মাত্র। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এটি একটি নিষ্কল বিজয় হলেও এ বিজয়ের সূত্র ধরে তবিষ্যতে উক্ত-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ দিয়ে মুসলিমরা ভারতে প্রবেশ করেছিল। মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলে ধর্মীয় ক্ষেত্রেও সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। সিন্ধু বিজয়ের ফলে সিন্ধুর অধুনালিমরা ইসলামের আদর্শের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়। এ বিজয়ের ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে আরবদের অনেক পরিবর্তন আসে। আরবগণ হিন্দু সম্প্রদায়ের সংস্কর্ণে আসে এবং উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। এতে আর্য ও সেমেটিক জাতির সংযোগে এক নতুন জাতির উত্তর ঘটে। আর এ জাতিই— ইন্দো-সাবাসেনায় সভ্যতা ও কৃষির ধারক ও বাহক হিসেবে ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করে। তাহাতা সিন্ধুর লোকাচার ও সামাজিক বৈতনিক তাদের প্রায়াহিক জীবনে অনুপ্রবেশ করে। অনাদিকে সিন্ধুবাসীর জীবনেও অনেক আরবীয় বৈশিষ্ট্যের প্রভাব পড়ে। এ বিজয়ের ফলে আরবদের অর্থনৈতিক জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। সিন্ধু বিজয়ের ফলে মুসলমানদের সাথে ভারতীয়দের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, সিন্ধু বিজয় আরবদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল।

**প্ৰশ্ন ৪৫** নারায়ণপুর ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ একটি সমৃদ্ধি রাজ্য। তাই সব সময়ই বিদেশিদের কাছে এটি একটি লোকনীয় ও আকর্ষণীয় রাজ্য হিসেবে বিবেচিত। এ রাজ্যের ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের প্রতি পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজা মন্ত্রিক খামের নজর লাগে। তাই সে তার প্রশিক্ষিত সৈন্য সামন্ত নিয়ে বারবার নারায়ণপুর রাজ্য আক্রমণ করে ধন-সম্পদ নিয়ে যান। নিয়ে যাওয়া ধন-সম্পদ দিয়ে তিনি সীয় রাজাধানীকে সমৃদ্ধি করেন।

(জেলা সরকারি কলেজ, ডেল্লি)

**ক.** প্রাচোর হোমার বলা হতো কোন কবিকে? ১

**খ.** তুরাইনের ২য় যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘুরীর সাফল্য লাভের কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ২

**গ.** উদ্বীপকের মন্ত্রিক খানের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিজেতার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

**ঘ.** উক্ত শাসকের দ্বারবার অপর রাজ্য আক্রমণের কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

**ক.** আবুল কাসেম ফেরদৌসিকে প্রাচোর হোমার বলা হতো।

**খ.** ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত তুরাইনের হিতীয় যুদ্ধে বেশ কয়েকটি কারণে মুহাম্মদ ঘুরী জয়লাভ করেছিলেন।

তুরাইনের হিতীয় যুদ্ধে ঘুরীর প্রশিক্ষিত ও সুসজ্ঞিত সেনাবাহিনী তার বিজয়কে তুরাপ্রিত করেছিল। এছাড়া ঘুরীর বেপরোয়া আক্রমণে হিন্দু শিখিয়ে মৃত্যু ও ধ্বংসালী নেমে আসে, যা তার বিজয়কে সুনিশ্চিত করে। মুহাম্মদ ঘুরীর তুরাইনের প্রথম যুদ্ধের পরাজয়ের ফলান্তরে ঘোষার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও তুরাইনের হিতীয় যুদ্ধে তার বিজয়ের অন্যতম কারণ ছিল।

**গ.** সৃজনশীল ১ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

**ঘ.** সৃজনশীল ৩৭ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।

**প্ৰশ্ন ৪৬** ইসলাম খান ছিলেন আরব অঞ্চলের শাসনকর্তা। তার সমসাময়িক ভারতবর্ষের শাসনকর্তা ছিলেন রাজা দশরথ। ইসলাম খানের কিছু বিদ্রোহী রাজা দশরথের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। বিদ্রোহীদের আশ্রয় প্রদানসহ নানা কারণে রাগার্বিত হয়ে ইসলাম খান তার জামাতাকে রাজা দশরথের সাম্রাজ্য আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। জামাতা দশরথের সাম্রাজ্য দখল করলেও সেখানে তিনি স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেননি।

(জেলা সরকারি কলেজ, ডেল্লি)

**ক.** কার নাম অনুসারে 'ভারতবর্ষ' নামকরণ করা হয়? ১

**খ.** আরবদের সিন্ধু আক্রমণের প্রত্যক্ষ কারণ কী ছিল? ২

**গ.** উদ্বীপকের রাজা দশরথের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন শাসকের শাসন সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

**ঘ.** আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল বিশ্লেষণ কর। ৪

**ক.** রাজা ভরতের নাম অনুসারে 'ভারতবর্ষ' নামকরণ করা হয়।

**খ.** সৃজনশীল ৩৩ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

**গ.** উদ্বীপকের রাজা দশরথের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের সিন্ধুরাজ দাহিরের শাসন সাদৃশ্যপূর্ণ।

রাজা দাহির ছিলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সমসাময়িক সিন্ধু রাজ্যের শাসনকর্তা। তিনি ছিলেন বৈরাচারী ও প্রজানিপীড়ক। তার উন্নত আচরণে ক্ষুধ হয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ জামাতা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে সিন্ধু অভিযানে প্রেরণ করেন। মুহাম্মদ বিন কাসিমের নিকট রাজা দাহির পরাজিত এবং নিহত হন। রাজা দশরথের ক্ষেত্রেও এমন পরিস্থিতি লক্ষণীয়।

উদ্বীপকে দেখা যায়, ইসলাম খান ছিলেন আরব অঞ্চলের শাসনকর্তা। তার সমসাময়িক ভারতবর্ষের শাসনকর্তা ছিলেন রাজা দশরথ। ইসলাম খানের কিছু বিদ্রোহী রাজা দশরথের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। বিদ্রোহীদের আশ্রয় প্রদানসহ নানা কারণে রাগার্বিত হয়ে ইসলাম খান তার জামাতাকে রাজা দশরথের সাম্রাজ্য আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন।

ঠিক একইভাবে খলিফা আল ওয়ালিদের পৰ্বাঞ্জুলীয় শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কঠোর শাসনের প্রতিবাদে বিদ্রোহী হয়ে কঠিপয় আরব বিদ্রোহী সীমান্ত অতিক্রম করে সিন্ধুরাজ দাহিরের নিকট আশ্রয় নেয়। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাদের ক্ষেত্রে পাঠানোর দাবি জানালে রাজা দাহির তা প্রত্যাখ্যান করেন। এতে তিনি রাজা দাহিরকে সমৃচ্ছিত শাস্তি দেওয়ার লক্ষ্যে ও আরো বিভিন্ন কারণে জামাতা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে সিন্ধু অভিযানে প্রেরণ করেন। ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিম রাজা দাহিরকে পরাজিত করে সিন্ধু রাজ্য দখল করেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্বীপকের রাজা দশরথের সাথে সিন্ধু রাজা দাহিরই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

**ঘ.** সৃজনশীল ৪৪ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।

**প্ৰশ্ন ৪৭** সম্রাট মিজান সুবিশাল রাজ্যে প্রচণ্ড ক্ষমতা নিয়ে শাসন করেছিলেন। কিছু তার মৃত্যুর সাথে সাথেই রাজ্য চৰম বিশ্বক্ষলা দেখা দেয়। পৰবৰ্তীতে মহান শাসকের নেতৃত্বে এক ধৰনের রাজনৈতিক ঐক্য সৃষ্টি হলেও তাদের মৃত্যুর সাথে সাথে বিশাল রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এসব রাজ্যের মধ্যে শত্রুতা ও অবিশ্বাস এতই প্রকট হিল যে, কেন্দ্ৰীয় শাসন বলে তাৰ কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। তবে এ অবস্থায় ভিন্ন

সম্প্রদায়ের লোকেরা রাজ্য আক্রমণ করলে তাদের বিবুদ্ধে ক্ষুম ক্ষুম রাজশাস্তি প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

(ভৱা সহিষ্ণুল এক জলজ)

ক. ভারতবর্ষের প্রাচীনতম জাতির নাম কী?

১

খ. ভারতবর্ষ নামকরণ হয় কীভাবে?

২

গ. উদ্দীপকটি মুসলিম বিজয়ের প্রাক্তলে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার কোন দিকটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. সাদৃশ্য থাকলেও উদ্দীপকটি মুসলিম বিজয়ের রাজনৈতিক অবস্থার পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত নয়— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

৪

#### ৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ভারতবর্ষের প্রাচীনতম জাতি হলো ম্রাবিড়।

খ. প্রাচীনকালে 'ভূরত' নামে একজন হিন্দু রাজা এদেশ শাসন করতেন।

সম্ভবত তার নামানুসারে এদেশের নাম রাখা হয়েছে 'ভারতবর্ষ'। কারো মতে, গ্রিকরা এ দেশে আক্রমণ করতে এসে প্রথমত সিন্ধু অঞ্চলের সাথে পরিচিত হয়। সিন্ধু নদের অববাহিকাকে তারা 'ইভাস' নামে অভিহিত করে। ইরেজগণ তাদের শাসনামলে সিন্ধুকে 'ইভাস' বলত। পরবর্তীকালে এই 'ইভাস' হতে সমগ্র উপমহাদেশ 'ইভিয়া' নামে অভিহিত হয়।

গ. অনেক ও বিশ্বজগতের দিক দিয়ে উদ্দীপকটি মুসলিম বিজয়ের প্রাক্তলে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিভিন্ন শাসনামলে রাজ্যের মধ্যে রাজনৈতিক অনৈক্য একটি পরিচিত দৃশ্যপট। এ কারণেই বিভিন্ন অঞ্চল অঙ্গীকৃত হোট ছোট ভাগে ভাগ হয়েছে এবং বিশ্বজগতের নিমজ্জিত হয়েছে। মুসলিম বিজয়ের প্রাক্তলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা তার বাস্তব প্রমাণ। উদ্দীপকেও এরূপ একটি দৃশ্যপট অঙ্গীকৃত হয়েছে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, সম্রাট মিজান-এর মৃত্যুর সাথে সাথে রাজ্যে চৰম বিশ্বজগত সৃষ্টি হয়। পরবর্তী শাসকের নেতৃত্বে রাজ্যে এক ধরনের রাজনৈতিক ঐক্য সৃষ্টি হলেও তার মৃত্যুর সাথে সাথে বিশ্বজগত রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ফলে এখানে কেন্দ্রীয় শাসন বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার ক্ষেত্রেও একই চিত্র পরিষ্কৃত হয়। সম্রাট আশোক উত্তরে হিমালয় ও উত্তর-পশ্চিম হিন্দুকূশ পর্বতমালা হতে দক্ষিণে মহাশূর এবং পশ্চিমে পারস্যের সীমানা ও আরব সাগর হতে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পরেই (২৩২ খ্রিষ্টাব্দ) ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অস্থিরতার সূচনা হয়। আতঙ্গের সপ্তম শতকের প্রথমভাগে উত্তর ভারতে সম্রাট হর্মবর্দন এবং দক্ষিণ ভারতে চালুক্য সম্রাট পুলকেশি মোটামুটিভাবে এদেশে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালান। তবে তাদের মৃত্যুর পর ভারতীয় ভূখণ্ড সুদূর সুদূর রাজ্য বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলো তাদের আক্রমণ করলে তা প্রতিহত করতে তারা ব্যর্থ হয়। সুতরাং বলা যায়, রাজনৈতিক বিশ্বজগতে উদ্দীপকের দৃশ্যপটের সাথে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্তলে ভারতবর্ষের মিল রচনা করেছে।

ঘ. উদ্দীপকটি মুসলিম বিজয়ের প্রাক্তলে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার সাথে আংশিক সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত নয়।

উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি যে, সম্রাট মিজান-এর রেখে যাওয়া সাম্রাজ্যে ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা আক্রমণ করলে এদের বিরুদ্ধে কুন্ত কুন্ত রাজশক্তি প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু তৎকালীন ভারতবর্ষে কোনো কেন্দ্রীয় শক্তি ছিল না। ফলে মুসলিম আক্রমণকে প্রতিহত করতে তারা কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়।

খ্রিষ্টপূর্ব ৩০৫ অব্দে আফগানিস্তান ভারতীয় সাম্রাজ্যভূক্ত হলেও অরাজকতার সুযোগ নিয়ে লানিয়া নামক এক ব্যক্তি সেখানকার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এছাড়াও গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের সাথে সাথে নেপাল স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং ভাস্কর বর্মা আসামে স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা শুরু করেন। আর যশোবর্মণ নামে এক স্বামাধন্য রাজা কনৌজে একটি স্বাধীন শাসনব্যবস্থা কায়েম করে। সিন্ধুতে শাশীর চাচ ও পরে তার পুত্র রাজা দাহির শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন। তাছাড়া মালব, দিল্লি, আজমির, বুন্দেলখণ্ড, গুজরাট, বাংলা ও বিহারে স্বাধীন শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠে। ফলে শতধারিভূত ভারতীয় হিন্দু রাজ্যগুলো মুসলমানদের আক্রমণের বিরুদ্ধে একক কোনো শক্তি হিসেবে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিরোধের বিষয়টি মুসলমানদের ভারত আক্রমণকালে ভারতীয় রাজ্যগুলোর ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হয় না। তাই প্রশ্নের মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৪৮ আনিস সাহেব একটি শির প্রতিষ্ঠানের মালিক। নিজের প্রতিষ্ঠানটিকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য তিনি বড় বড় শির প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক শেয়ার হস্তগত করেন এবং এটিকে একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। প্রতিষ্ঠানটির সুনাম বৃদ্ধি পেলে বৃহৎ লোক চাকরি লাভে আগ্রহী হয়। মি. জওহরকে তিনি পদোন্নতি প্রদানের শর্তে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করলেও তিনি তার খেলাপ করেন। এতে মি. জওহর ক্ষুধা হয়ে তার প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করেন।

/প্রতিষ্ঠানের সরকারি কর্মসূচি/

ক. আল-বিরুনি কে ছিলেন?

১

খ. সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা কর।

২

গ. উদ্দীপকে আনিস সাহেবের কর্মকাণ্ড প্রাক-সালতানাত যুগের কোন শাসকের কর্মকাণ্ডের অনুরূপ? ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. মি. জওহরের প্রতি আনিস সাহেবের এরূপ আচরণকে তুমি কীভাবে দেখবে? ইতিহাসের আলোকে মতামত দাও।

৪

#### ৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. আল-বিরুনি ছিলেন মধ্যযুগের বিশ্বব্যাপ্ত মুসলিম শিক্ষাবিদ ও গবেষক, যিনি ১৭৩ সালে উজবেকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন।

খ. সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের প্রকৃত কারণ ছিল অর্থনৈতিক সম্বৃদ্ধি অর্জন করা।

সুলতান মাহমুদ গজনির শাসনব্যবস্থা সৃষ্টিভাবে পরিচালনা, সৈন্যবাহিনীর ভরণপোষণ এবং গজনিকে একটি সম্বৃদ্ধিশালী ও তিলোত্তম নগরীতে পরিণত করার মানসে অর্থের প্রয়োজনে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। ভারতবর্ষ সে সময় ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। তাই প্রয়োজনীয় অর্থের ভাগীর হিসেবে সুলতান মাহমুদ ভারতকেই বেছে নিয়েছিলেন। আর এটিই মূলত সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের প্রকৃত কারণ হিসেবে চিহ্নিত।

গ. উদ্দীপকে আনিস সাহেবের কর্মকাণ্ড প্রাক-সালতানাত যুগের শাসক সুলতান মাহমুদের কর্মকাণ্ডের অনুরূপ।

যোগ্য ও গুণী লোককে তার প্রাপ্য সম্মান থেকে বিষ্ণুত করা উচিত নয়। কিন্তু উদ্দীপকের আনিস সাহেব মি. জওহরকে যথাযথ মূল্যায়ন করেননি। সুলতান মাহমুদও ইতিহাসের একজন গুণী কবির সম্মানহানি করেছিলেন বলে জানা যায়।

সুলতান মাহমুদ গজনির শির ও সাহিত্যের উন্নতিকালে শিক্ষাবিদ ও গবেষক আল-বিরুনি ও মহাকবি ফেরদৌসিকে তার দরবারে চাকরি দেন। সুলতান মাহমুদ ফেরদৌসিকে তার রাজত্বকালকে স্মরণীয় রাখতে একটি গ্রন্থ রচনার জন্য অনুরোধ করেন। কথিত আছে যে, 'শাহনামা' গ্রন্থ রচনার জন্য সুলতান মাহমুদ তাকে ৬০,০০০ রূপ্যমুদ্রা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। কিন্তু এটি রচনা শেষ হলে সুলতান মাহমুদ ৬০,০০০ রূপ্যমুদ্রার পরিবর্তে ৬০,০০০ রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করতে চাইলে ফেরদৌসি ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকের আনিস সাহেব যেরূপ যোগ্য ব্যক্তিকে মূল্যায়ন না করে তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন, তেমনি সুলতান মাহমুদও তার কথার বরখেলাপ করেছেন। এদিক থেকে তাদের দুজনের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ. উদ্দীপকে মি. জওহরের প্রতি আনিস সাহেবের এরূপ আচরণ মোটেও সমীচীন নয় বলে আমি মনে করি।

কথা দিয়ে কথা রাখা একটি মানবীয় গুণ। প্রত্যেকেই উচিত প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো। প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করতে পারলে তার ফলাফল কখনোই তালো হয় না। এর ফলে অন্য কারও বিষ্ণুত হবার সম্ভাবনা থাকে। যেমনটি উদ্দীপকের মি. জওহর এবং মহাকবি ফেরদৌসির ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে আনিস সাহেব তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন। মি. জওহরকে তিনি পদোন্নতি দেওয়ার শর্তে তার কোম্পানিতে তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পরবর্তীতে তাকে পদোন্নতি দেননি। আনিস সাহেবের এরূপ আচরণ কাঞ্চিত নয় এবং ইতিহাসের আলোকে এ ধরনের আচরণকে অত্যন্ত দুঃজনক বলা যায়। ইতিহাসে সুলতান মাহমুদ মহাকবি ফেরদৌসিকে অবমূল্যায়ন করেছিলেন এবং এর ফলে ফেরদৌসি ভীষণ মর্মান্ত হয়েছিলেন। তিনি রাগে, কোভে ও অভিমানে

গজনি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে অঞ্জকালের মধ্যেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং তার মৃত্যুতে সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। সুতরাং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পরিণাম যে ভালো হয় না তা ইতিহাসের শিক্ষা থেকেই জানা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, মি. জওহরের প্রতি আনিস সাহেবের আচরণ অত্যন্ত নিন্দনীয় ও অগ্রহণযোগ্য।

**প্রশ্ন ▶ ৪৯** ফয়সাল নামক একজন সেনাপতি বারবার অন্য একটি দেশে অভিযান পরিচালনা করেন এবং অভিযান শেষে দেশে ফিরে যান। তিনি অভিযানে যে ধনসম্পদ অর্জন করতেন, তা শিক্ষা বিস্তার, ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা, বিজ্ঞান চৰ্চা ইত্যাদি কাজে ব্যয় করতেন। তিনি ছিলেন একজন ভালো বিজেতা এবং সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা।

ক. সুলতান মাহমুদের অভিযানগুলোর অন্যতম কারণ কী ছিল? ১

খ. মুহাম্মদ ঘূরীর ধর্মীয় নীতি কেমন ছিল? ২

গ. উদ্দীপকে যে সেনাপতির ধারণা পাওয়া যায় পাঠ্য বইয়ের আলোকে তার সম্পর্কে ধারণা দাও। ৩

ঘ. তৃতীয় কি মনে কর, উদ্দীপকের ব্যক্তিটি সচরিত্বান? তোমার মতের সমক্ষে যুক্তি দাও। ৪

#### ৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সুলতান মাহমুদের অভিযানগুলোর অন্যতম কারণ ছিল অগ্রন্তিক।

**খ** মুহাম্মদ ঘূরীর ধর্মীয় নীতি ছিল অসাম্প্রদায়িক।

মুহাম্মদ ঘূরীর উর্জেয়োগ্য চারিত্বিক বৈশিষ্ট্য হলো ধর্মনিষ্ঠ। ঐতিহাসিক আবুল কাসিম ফিরিস্তা তাকে আল্লাহভীর, সত্যনিষ্ঠ এবং প্রজারঞ্জক শাসক হিসেবে অভিহিত করেছেন। তবে ধর্মনিষ্ঠ হলেও তিনি ধর্মান্ধ ছিলেন না। ইতিহাসে তার পরধর্মসংস্কৃতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে আমার পঠিত শাসক সুলতান মাহমুদের মিল রয়েছে।

যে কোনো দেশ, রাজ্য বা অঞ্চলকে সমৃদ্ধিশালী ও সুসজ্জিত করতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়— এই অর্থের প্রয়োজনে অনেক শাসক বিভিন্ন রাজ্যে অভিযান চালিয়েছেন। উদ্দীপকের সেনাপতি ফয়সাল এবং ইতিহাসবাতাত সুলতান মাহমুদ এমনই দুজন শাসক।

উদ্দীপকে বর্ণিত সেনাপতি ফয়সাল নিজ রাজ্যকে অগ্রন্তিকভাবে সমৃদ্ধিশালী করার জন্য বিভিন্ন দেশে অভিযান প্রেরণ করেন। সেসব অভিযান থেকে প্রাণ ধন-সম্পদ কাজে লাগিয়ে তিনি তার শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন। তাছাড়া শিক্ষা বিস্তার ও শিল্পকলার উন্নয়নে তিনি আহরিত ধন-সম্পদ ব্যয় করেন। বিখ্যাত সমরনেতা সুলতান মাহমুদও বারবার ধন-সম্পদ আহরণ করেছিলেন। তার উদ্দেশ্যে ছিল নিজের রাজ্যের উন্নয়ন ঘটানো। তাই তিনি ভারতবর্ষকে তার প্রয়োজনীয় অর্থভাগীর মনে করে সেখানে ১৭ বার অভিযান প্রেরণ করেন এবং প্রতিবারই জয়লাভ করে প্রচুর সম্পদ হস্তগত করেন। তিনি আহরিত অর্থ-সম্পদ কাজে লাগিয়ে গজনি রাজ্যকে সমৃদ্ধিশালী করে গড়ে তুলেছিলেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শিল্প ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তিনি সেনাপতি ফয়সালের মতোই উদার ও আন্তরিক ছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকের সেনাপতি ফয়সাল ও গজনির শাসক সুলতান মাহমুদের মধ্যে সুস্পষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান।

**ঘ** হ্যা, আমি মনে করি উদ্দীপকের ব্যক্তিটি অর্থাৎ সুলতান মাহমুদ সচরিত্বান।

সুলতান মাহমুদ শুধু বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সমরনায়কই ছিলেন না, চরিত্রগত দিক থেকেও ছিলেন অসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ঐতিহাসিক দৈনন্দিন প্রসাদ বলেন, ‘মাহমুদ ছিলেন একজন বড় মাপের নৃপতি। তার চরিত্রে উচ্চাভিলাষ ও আত্মস্ফূর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রবণতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। সুলতান মাহমুদ নিঃসন্দেহে বিশ্বের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। দেহের পঠনের দিক থেকে তিনি ছিলেন মধ্যমাকৃতির এবং শক্তিশালী ও অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন প্রগাঢ় ধর্মনিষ্ঠ ও আত্মপ্রত্যয়ী, কর্তব্যপরায়ণ ও পরমতসহিষ্ণু। একমাত্র যুক্তিক্ষেত্র ব্যতীত

অন্য কোথাও তিনি হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করেননি। একজন সুশাসক, ন্যায়বিচারক ও প্রজারঞ্জক নৃপতি হিসেবেও তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তার বিভিন্ন রাজ্যে সামরিক অভিযান চালানোর মূল উদ্দেশ্যই ছিল অর্জিত ধন-সম্পদ লাভের মাধ্যমে নিজ রাজ্যের উন্নয়ন করা। তার সময়ে গজনি রাজ্য সমৃদ্ধি ও গৌরবের উচ্চশিখের আরোহণ করেছিল। একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে রাজ্যে শাস্তি-শৃঙ্খলা ব্যক্তির ব্যাপারে তিনি বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তিনি কোনো আপস করতেন না। দয়াবান নৃপতি হিসেবে তিনি প্রজাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন। কোরান ও হাদিসে তার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। তিনি স্বয়ং কোরানে আফিজ ছিলেন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা তার নিকট যথেষ্ট সমাদর লাভ করতেন। ইসলাম জগতে তিনিই ছিলেন সর্বপ্রথম স্মার্ট এবং রাজতন্ত্রের আদর্শ স্থাপনকারী মহান ব্যক্তি। তার সময়ে গজনি রাজ্য সুশাসন ও সমৃদ্ধির উচ্চশিখের আরোহণ করেছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়, সুলতান মাহমুদ ছিলেন একজন সচরিত্বান ব্যক্তি।

**প্রশ্ন ▶ ৫০** অদম্য সাহসী নাসির খান তুর্কি বাহিনীর সামান্য সৈনিক পদে কয়েকবার ব্যর্থ হওয়ার পর যোগদান করতে সক্ষম হন। তিনি মিশরের সীমান্ত অঞ্চলে দায়িত্ব পালনকালে দেখতে পান যে মিশরের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চৰম অরাজকতা চলছে। ইংরেজ, ফরাসি, মামলুক ও তুর্কিদের মধ্যে বিরাজিত ও অরাজকতার সুযোগে নাসির খান তুর্কি বাহিনীর সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেন এবং মিশরকে অতক্রিত আক্রমণ করে নিজের দখলে নিয়ে দেন। বিদম্বন ক্ষমতাসীম শাসকবর্গ মিশর ছেড়ে পালিয়ে যান। নাসির খান প্রথমে তুর্কি সুলতানের গভর্নর হিসেবে মিশরে নিয়োগ পেলেও পরবর্তীতে মিশর ব্রাদীন রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে।

/বাংলাদেশ নৌবাহিনী জেলজ চৰ্টগ্রাম/

ক. বাংলার সেন বংশের সর্বশেষ রাজা কে ছিলেন? ১

খ. হিন্দুদের ‘বর্ণভেদ প্রথা’ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উরিখিত মিশরের অরাজকতার সাথে প্রাক-মুসলিম বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার কোনো সামঞ্জস্য আছে কি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের নাসির খানের কর্মকাণ্ডের আলোকে মুসলমানদের বজা-বিজয়ের ঘটনার বিবরণ দাও। ৪

#### ৫০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলার সেন বংশের সর্বশেষ রাজা ছিলেন লক্ষণ সেন।

**খ** হিন্দুদের বর্ণভেদ প্রথা বলতে তাদের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন শ্রেণিকে বোঝায়।

অস্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে হিন্দু সমাজ ভ্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে ভ্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয়দের ধর্মকর্ম, যাগযজ্ঞ এবং অন্যান্য সকল কাজে একচ্ছত্রে আধিপত্য ছিল। তারাই আইন-কানুন প্রণয়ন করত এবং শাসনদণ্ডও ছিল তাদের হাতে। সমাজে বৈশ্য ও শূদ্ররা ছিল অধিঃপতিত ও অসহায়। বেদবাক্য শুনলে কিংবা বেদ গীতা পাঠ করলে তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হতো। আর এই চার শ্রেণির বাইরের লোকদের অপবিত্র মনে করা হতো। হিন্দু সমাজের এ বিভক্তিই বর্ণভেদ প্রথা নামে পরিচিত।

**গ** উদ্দীপকে উরিখিত মিশরের অরাজকতার সাথে প্রাক-মুসলিম বাংলার বিশ্বজ্ঞল ও অস্থিতিশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সামঞ্জস্য রয়েছে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক অনৈক একটি পরিচিত দৃশ্যপট। রাজনৈতিক অনৈকের কারণে বিভিন্ন অঞ্চল অতীতে ছেট ছেট ভাগে ভাগ হয়ে বিশ্বজ্ঞলায় পতিত হয়েছে। মুসলিম বিজয়ের প্রাক্তনে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা যার বাস্তব প্রমাণ। এছাড়া জাতিভেদ প্রথার কারণে সামাজিক অবস্থাও ছিল মারাত্মক বিশ্বজ্ঞলাপূর্ণ। উদ্দীপকেও এমনি একটি অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে। উদ্দীপকে মিশরের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে; যেখানে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চৰম অরাজকতা বিরাজমান। অনুরূপভাবে

প্রাক-মুসলিম বাংলার সামাজিক অবস্থা ছিল চরম বিশৃঙ্খল। তৎকালীন সমাজ ভ্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশা ও শূদ্র এই চার শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। এদের মধ্যে ভ্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয়রা সমাজের সকল সুযোগ-সুবিধা ডোগ করত। অপরপক্ষে বৈশ্য ও শূদ্ররা ছিল নানা প্রকার সুবিধা থেকে বঞ্চিত ও নির্ধারিত। এছাড়া তৎকালীন বাংলায় রাজনৈতিক গ্রুপ ছিল না। ভারতবর্ষ অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন গ্রামে বিভক্ত ছিল। এ সমস্ত গ্রামসমূহ একে আপরের ওপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকত। ফলে সেখানে চরম রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। তাই বলা যায় যে, প্রাক-মুসলিম ভারতবর্ষের বাংলার পরিস্থিতি উদ্দীপকে বর্ণিত মিসরের অবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

**ক** উদ্দীপকে নাসির খানের কর্মকাণ্ডের সাথে মুসলমানদের বজা বিজয়ের কাহিনির সাদৃশ্য রয়েছে।

মুসলমানদের বজ্গ বিজয় ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক সিন্ধু বিজিত হলেও তিনি পুরো ভারতবর্ষে শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হননি। কেননা তিনি ধাত্র তিন বছরের মধ্যে পরবর্তী শাসক সুলায়মানের রোষানলে পড়ে নিহত হন। পরবর্তীতে মুসলিম বীর ইথিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি অতর্কিত আক্রমণ পরিচালনা করে বাংলা জয় করতে সক্ষম হন। উদ্দীপকেও বাংলা জয়ের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত নাসির খান মিসরের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগে অতর্কিত অভিযান পরিচালনা করে মিসর জয় করেন। মিসরের শাসক পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। নাসির খান প্রথমে তুর্কি সুলতানের গভর্নর হিসেবে এবং পরবর্তীতে স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। অনুরূপভাবে ইথিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বাংলার রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগে মাত্র সতেরো জন সৈন্য নিয়ে ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে অতর্কিতভাবে বাংলা আক্রমণ করেন। বাংলার সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষণ সেন তারে রাজপ্রাসাদের পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যান। এভাবে বখতিয়ার খলজি বাংলা জয় করেন। বখতিয়ার খলজি মুহাম্মদ ঘূর্ণী সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবেকের অধীনে বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। পরবর্তীতে তিনি স্বাধীনভাবে বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ইথিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের মাধ্যমে এদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে। তিনিই প্রথম বাংলার মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

**প্রশ্ন ১৫** ‘ক’ অঞ্চলের মুসলমান বিজেতা ‘খ’ অঞ্চল অধিকারের নিমিত্তে বারবার অভিযান প্রেরণ করেন। অনেকগুলো অভিযান সফল করে তারা ‘খ’ অঞ্চলের শাসন ক্ষমতা দখল করেন। তবে এ কথা সত্ত্বে, শাসন ক্ষমতা দখল করে তারা পরিপূর্ণভাবে শাসন করতে সক্ষম হননি। বরং বারবার বিজিত অঞ্চলের বিদ্রোহের মুখোমুখি হন এবং বৈদেশিক নীতি পরিবর্তন করে।

ক. সুলতান মাহমুদ কত খ্রিষ্টাব্দে সোমনাথ আক্রমণ করেন? ১

খ. প্রাক-মুসলিম শাসনামলে ভারতের সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল? ২

গ. উদ্দীপকে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের কোন ধরনের ফলাফলের চিহ্ন ফুটে উঠেছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. ‘ক’ অঞ্চলের মতো আরবরাও সিন্ধুতে অনেকটা ব্যর্থ হয়েছিল— মতামত দাও। ৪

### ৫১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সুলতান মাহমুদ ১০২৬ খ্রিষ্টাব্দে সোমনাথ আক্রমণ করেন।

**খ** সৃজনশীল ও এর ‘খ’ নং প্রশ্নের দেখো।

**গ** উদ্দীপকে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের রাজনৈতিক ফলাফলের চিহ্ন ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে ‘ক’ অঞ্চল কর্তৃক ‘খ’ অঞ্চল দখলের পরবর্তী পরিস্থিতি বর্ণিত হয়েছে। শাসন ক্ষমতা দখলের পরেও ‘ক’ অঞ্চলের শাসকেরা ‘খ’ অঞ্চল পরিপূর্ণভাবে শাসনে সক্ষম হননি। বিদ্রোহের সমূহীন হয়ে তারা বৈদেশিক নীতির পরিবর্তন করেন। আরবদের সিন্ধু বিজয়ের পরে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবৃপ্ত পরিস্থিতিই সৃষ্টি হয়েছিল।

সিন্ধুতে মুহাম্মদ বিন কাসিম ব্রহ্মকালের উপস্থিতির কারণে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। খলিফা আল ওয়ালিদের পরের উমাইয়া শাসকগণ সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ নীতির পরিবর্তে সংকোচন নীতি গ্রহণ করেন। ফলে আরবদের উদ্যম-উৎসাহ ও নতুন নতুন রাজ্য জয়ের বাসনা হারিয়ে যায়। দামেস্কের উমাইয়া খলিফাদের গোত্র-কলহ, অভ্যন্তরীণ গোলমোগ, গৃহযুদ্ধ সিন্ধু প্রশাসনে নেতৃত্বাচক প্রভাব ফেলে। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক স্টেনলি লেনপুল বলেন, ‘ভারতবর্ষ ও ইসলামের ইতিহাসে আরবদের সিন্ধু বিজয় একটি উপাখ্যান মাত্র। এটি একটি নিষ্কল বিজয়।’ সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মুহাম্মদ বিন কাসিম সফলতার সাথে সিন্ধু জয় করলেও স্থায়ীভাবে শাসন প্রতিষ্ঠায় তিনি সক্ষম হননি। এ দিকটাই উদ্দীপকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

**ক** উদ্দীপকের ‘ক’ অঞ্চলের মতো আরবরাও সিন্ধুতে অনেকটা ব্যর্থ হয়েছিল।

উদ্দীপকে ‘ক’ অঞ্চলের শাসকেরা বিজিত অঞ্চলে শাসন পরিচালনায় ব্যর্থ হয়েছে। সিন্ধুতে মুসলিম শাসকেরাও নানা কারণে এবৃপ্ত ব্যর্থতার শিকার হয়েছিলেন। ফলে সিন্ধু বিজয় রাজনৈতিকভাবে অনেকটাই গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছিল।

আরবরা ১৫০ বছর সিন্ধু শাসন করেছিল ঠিকই কিন্তু পরবর্তীতে শাসন পরিচালনা দীর্ঘয়িত করতে পারেনি। কেননা উমাইয়া খিলাফতের পরিসমাপ্তির সাথে সাথে ইসলামের রাজ্য সম্প্রসারণ নীতির পরিসমাপ্তি ঘটে। আরবাসীয় খলিফাগণ এ ব্যাপারে আগে কোনো আগ্রহ প্রকাশ না করায় সিন্ধুতে আরবের সামরিক কার্যকলাপ অবহেলিত হয়ে পড়ে। আরবগণ বিস্তীর্ণ ঘূর্ণুমি ও দুর্গম অঞ্চল অতিক্রম করে সিন্ধুদেশে প্রবেশ করেন। এ অঞ্চলের প্রকৃতির বিরূপতা ও সম্পদের অগ্রসূলতা তাদেরকে দারুণভাবে হতাশ করে। সিন্ধু দেশ থেকে সম্পদ আহরণ করে অবশিষ্ট ভারতবর্ষকে বিজয় করা দুর্ভ বলে তারা উৎসাহ ও উদাম হারিয়ে ফেলে। রাজধানী দামেস্ক থেকে সুদূর ভারতবর্ষে পরিকল্পিত ও সৃষ্টিভাবে অভিযান পরিচালনা করতে খিলাফতের কেন্দ্রীয় শক্তির অনিছ্যা ও অক্ষমতা সিন্ধু দেশে প্রবাহিত আরব শাসনের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। তাছাড়া সিন্ধুর পরবর্তী আরব শাসকদের দুর্বলতা, অবোগ্যতা ও অন্তর্দৰ্শ হিন্দুদেরকে তাদের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারে উদ্দীপনা জোগায়। ফলে সেখানে আরব শাসন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, আরবরা সিন্ধুতে কার্যকর শাসন প্রতিষ্ঠায় সফলভা লাভ করতে পারেনি।

**প্রশ্ন ১৬** তুরাগ নদীর দুই পাড় দুই জমিদার শাসন করেন। উভয় পাড়ের প্রজারা এই নদীপথে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। পূর্ব পাড়ের জমিদারদের একটি শস্য বোঝাই নৌকা পশ্চিম পাড়ের লোকজন লুট করে। পূর্ব পাড়ের জমিদার যখন এর ক্ষতিপূরণ ও প্রতিকার দাবি করেন। পশ্চিম পাড়ের জনগণ এতে কর্ণপাত করেননি। ফলে পূর্ব পাড়ের জমিদার তাদের আক্রমণ করলে পশ্চিম পাড়ের জমিদারের বেশ কিছু লাঠিয়াল মারা যায় এবং লোকজন বাড়িঘর হেঢ়ে অন্যত্র পালিয়ে যায়।

/পশ্চিমের সরকার একাত্তের এক কলেজ গোল্ডেন/

ক. মুহাম্মদ বিন কাসিম কত সালে মুলতান বিজয় করে? ১

খ. মুহাম্মদ বিন কাসিম সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পাঠ্যবিষয়ের কোন ঘটনার মিল পাওয়া যায়? কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ঘটনার ফলাফল এবং সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল কি না মতামত ব্যক্ত কর। ৪

### ৫২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মুহাম্মদ কাসিম ৭১৩ খ্রিষ্টাব্দে মুলতান বিজয় করে।

**খ** সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে ভারতে মুসলিম শাসনের সূচনা করে মুহাম্মদ বিন কাসিম ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

কাসিম ছিলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফের স্বীয় ভ্রাতৃপুত্র ও জামাতা। তিনি সিন্ধু দেশে তৃতীয় অভিযানের সফল নেতৃত্ব দেন। মুহাম্মদ বিন-কাসিম মাত্র তিনি বছরের মধ্যেই সিন্ধু ও মূলতানে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শুধু সুদুর সেনাপতিই ছিলেন না, একজন সুযোগ্য শাসক হিসেবেও ইতিহাসে পরিচিত হয়ে আছেন।

গ. সূজনশীল ৮ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

ঘ. সূজনশীল ৮ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।

**প্রশ্ন ▶ ৫৩** তারেক আজারমান সাম্রাজ্যের সন্তাট। তার এক বন্ধু রাজা বন্ধুত্বের নির্দশনস্বরূপ তার নিকট উপটোকন পাঠান। কিন্তু পথিমধ্যে উপটোকনসমূহ লুক্ষিত হলে তারেক সে অঞ্চলের রাজার নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করে। রাজা ক্ষতিপূরণ দিতে অঙ্গীকার করলে তারেক চরম ক্ষুব্ধ হন এবং তিনি তার ভাইয়ের পুত্র মুসা থানের নেতৃত্বে অভিযান প্রেরণ করেন। /সরকারি হাজি মুহাম্মদ মুহসিন কলেজ, চট্টগ্রাম/  
ক. রাজা দাহির কোন বৎশের লোক ছিলেন? ১  
খ. শাহনামা বলতে কী বুঝায়? ২  
গ. উদ্দীপকে রাজ্য আক্রমণের সাথে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের কোন কারণ সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. আরবদের সিন্ধু বিজয়ের উক্ত কারণ ব্যৱচিত আরও কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. রাজা দাহির সিন্ধুর ব্রাজ্জপ বৎশের লোক ছিলেন।

ঘ. শাহনামা মহাকবি আবুল কাসেম ফেরদৌসি রচিত একটি মহাকাব্য। মহাকবি ফেরদৌসি ৯৭৭ থেকে ১০১০ সাল পর্যন্ত ৩০ বছর ধরে এ মহাকাব্যটি রচনা করেন। প্রায় ষাট হাজার শ্লোক সংযুক্ত মহাকাব্যে রয়েছে ৯৯০টি অধ্যায় ৬২ টি কাহিনি। শাহনামাতে মূলত ইরানের ইতিহাস-এতিহাসকে তুলে ধরা হয়েছে। এটি পৃথিবীর একমাত্র মহাকাব্য, যা সাক্ষী হয়ে আছে একটি নির্দিষ্ট সভ্যতা ও সংস্কৃতির।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত রাজ্য আক্রমণের সাথে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণ সাদৃশ্যপূর্ণ।

আরবদের সিন্ধু অভিযান আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়। সিন্ধু অভিযানের পেছনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দু ধরনের কারণই কার্যকর ছিল। এর মধ্যে প্রত্যক্ষ কারণ ছিল সিন্ধুর দেবল উপকূল থেকে আরবদের বাণিজ্য জাহাজ লুক্ষন। এই ঘটনার পর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সিন্ধু রাজা দাহিরের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। উদ্দীপকেও এবূপ একটি ঘটনার উৎসের পাওয়া যায়।

উদ্দীপকের সন্তাট তারেকের নিকট প্রেরিত উপটোকন লুক্ষন হলে তিনি সীমানা সংগ্রহ রাজার কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। কিন্তু ওই রাজা ক্ষতিপূরণ দিতে অঙ্গীকৃতি জানালে সেখানে অভিযান প্রেরণ করেন। ফলে তাদের মধ্যে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অনুরূপভাবে সিংহলের রাজা আটটি উপটোকনপূর্ণ জাহাজ খলিফা আল ওয়ালিদ ও হাজ্জাজের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। যাত্রাপথে জাহাজগুলো সিন্ধুর দেবল বন্দরে জলদস্য কর্তৃক লুক্ষিত হয়। হাজ্জাজ রাজা দাহিরের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করলে তিনি তার দাবি প্রত্যাখান করেন। দাহিরের উক্ষেত্রে ক্ষুব্ধ হয়ে হাজ্জাজ ৭১০ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধুতে অভিযান প্রেরণ করেন এবং ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে তা দখল করেন। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের ঘটনার সাথে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণের মিল রয়েছে।

ঘ. ঐ রাজ্য অর্থাৎ সিন্ধু দখল করার পেছনে আরও কারণ বিদ্যমান ছিল— উক্তিটি যথার্থ।

আরবদের সিন্ধু বিজয় এক যুগান্তকারী ও চমকপ্রদ ঘটনা। এটি মুসলিমদের পরবর্তী যুগের ওপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তারকারী ও

আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনাসমূহের মধ্যে অন্যতম ছিল। আরবদের সিন্ধু অভিযানের পিছনে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ এ দু ধরনের কারণই কার্যকর ছিল। সিন্ধু দেবল বন্দরে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিকট প্রেরিত জাহাজ লুক্ষন এবং রাজা দাহিরের ক্ষতিপূরণ প্রদানে অঙ্গীকৃতির পাশাপাশি অন্যান্য কারণও এ অভিযানের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকে ঘটনাটির মাধ্যমে সিন্ধুর দেবল বন্দরে জাহাজ লুক্ষিত হওয়ার ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এটি সিন্ধু অভিযানের পিছনে প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে ভূমিকা রাখে। তবে এ অভিযানের পিছনে আরো কিছু কারণ ছিল। যেমন : উমাইয়াদের সম্প্রসারণবাদী নীতি। খলিফা আল ওয়ালিদ এবং হাজ্জাজ বিন ইউসুফ উভয়ই ছিলেন মনে-প্রাপ্তে সাম্রাজ্যবাদী। এছাড়া ভারতের অফুরন্ত ধনসম্পদ আরবদের সিন্ধু অভিযানে প্ররোচিত করেছে। সিন্ধুর রাজনৈতিক পরিম্পন্ডে পারম্পরিক দুর্দশ ও সংঘাত এবং দাহির কর্তৃক হাজ্জাজের বিদ্রোহিদের আশ্রয় দানও অন্যতম কারণ ছিল। তাছাড়া সিন্ধু অভিযানের পিছনে ধর্মীয় অনুপ্রেণ্যও বিশেষ ভূমিকা রেখেছে বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মুসলিমদের সিন্ধু অভিযানের পিছনে নানাবিধ কারণ বিদ্যমান ছিল।

**প্রশ্ন ▶ ৫৪** বাংলাদেশের অনেক শ্রমিক সৌন্দি আরবে কর্মরত। হঠাৎ করেই সৌন্দিতে অবস্থানরত কয়েকজন শ্রমিকের মৃত্যু হলে সৌন্দি বাদশাহ কয়েকটি বিমানে করে মৃত শ্রমিকদের বিধবা ত্রী ও এতিম পুত্র-কন্যাসহ বন্ধুত্বের নির্দশনস্বরূপ বেশকিছু দায়ি উপহারসমগ্রী বাংলাদেশের জনেক মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে ভারতের কলকাতা বিমানবন্দরে বিমানগুলো ছিলতাই ও লুক্ষিত হয়। বাংলাদেশের মন্ত্রী ক্ষিপ্ত হয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নিকট অনতিবিলম্বে ক্ষতিপূরণ দাবি করলে তিনি তা দিতে অঙ্গীকার করেন। ফলে ক্ষিপ্ত মন্ত্রী কলকাতা আক্রমণের নির্দেশ দেন এবং তা জয় করেন। /স্ট্র্যাল টেইমেজ কলেজ, সকা/  
ক. সোমনাথ মন্দির বিজিত হয় কত খ্রিস্টাব্দে? ১  
খ. তরাইনের ২য় যুদ্ধের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২  
গ. উদ্দীপকের কলকাতা আক্রমণের সাথে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের কোন কারণ সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উদ্দীপকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কারণ ছাড়া আরবদের সিন্ধু বিজয়ের আরো কারণ আছে বলে কি তুমি মনে কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

### ৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সোমনাথ মন্দির বিজিত হয় ১০২৬ খ্রিস্টাব্দে।

ঘ. সূজনশীল ৪ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।

গ. উদ্দীপকের কলকাতা আক্রমণের সাথে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আরবদের সিন্ধু অভিযান আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়। সিন্ধু অভিযানের পেছনে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ এ দু ধরনের কারণই কার্যকর ছিল। প্রত্যক্ষ কারণ ছিল সিন্ধুর জলদস্য কর্তৃক আরব বাণিজ্য জাহাজ লুক্ষন। সিন্ধুর দেবল উপকূল থেকে আরবদের বাণিজ্য জাহাজ লুক্ষিত হলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সিন্ধু রাজা দাহিরের নিকট এর ক্ষতিপূরণ দাবি করলে দাহির তা প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে হাজ্জাজ ক্ষুব্ধ হয়ে সিন্ধুতে অভিযান প্রেরণ করেন। উদ্দীপকেও এ ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বাংলাদেশে পাঠানো সৌন্দি সরকারের উপটোকন ও অন্যান্য সামগ্রী কলকাতা বন্দরে ছিলতাই ও লুক্ষিত হয়। বাংলাদেশের মন্ত্রী এর ক্ষতিপূরণ দাবি করলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তা দিতে অঙ্গীকার করে। তাই মন্ত্রী ক্ষিপ্ত হয়ে অভিযান চালিয়ে কলকাতা দখল করে নেন। ঠিক একইভাবে সিংহলের রাজা আটটি উপটোকনপূর্ণ জাহাজ খলিফা ও হাজ্জাজের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। যাত্রাপথে জাহাজগুলো সিন্ধুর দেবল বন্দরে জলদস্য কর্তৃক লুক্ষিত হয়। হাজ্জাজ রাজা দাহিরের নিকট এর

প্রতিকার ও ক্ষতিপূরণ দাবি করলে দাহির সে দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। দাহিরের উন্ধরতে ক্ষুব্ধ হয়ে হাজার বিন ইউসুফ ৭১০ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধুতে অভিযান প্রেরণ করেন এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে ৭১২ খ্রিস্টাব্দে তা দখল করেন। তাই বলা যায়, কলকাতা আক্রমণের অভিযানের সাথে আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রত্যক্ষ কারণের সাদৃশ্য রয়েছে।

**৫. সৃজনশীল ৫৩ এর 'ধ' নং প্রশ্নের দেখো।**

**প্রশ্ন ৫৫** সামাদ ও সাহেদ দুটি পাশাপাশি রাজ্যের অধিপতি, কলে সীমান্তবর্তী সংঘর্ষ ও বিদ্রোহ আশ্রয়-প্রশ্রয় নিয়ে শাসকের মধ্যে বিরোধ লেগেই থাকত। একবার পার্শ্ববর্তী অন্য এলাকা থেকে সামাদের কিছু ভক্ত প্রজা তাদের নিজের নৌকা বোঝাই উপহার সামগ্রী নিয়ে আসার সময় সাহেদের লোকজন তা লুট করে নিয়ে যায়। এতে সামাদের লোকজন ক্ষুব্ধ হয়ে শাহেদের রাজ্য আক্রমণ করে তাকে উৎখাত করে এবং রাজ্যটি দখল করে নেয়।

/কলেজের স্কুল এচ্চ কলেজ, রংপুর/

- ক. মহাকাব্য শাহনামার লেখক কে? ১
- খ. ভারতবর্ষ নামকরণ হয় কীভাবে? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত লুটের ঘটনার সাথে সিন্ধু বিজয়ের কোন ঘটনার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. সাহেদের পরিণতির সাথে রাজা দাহিরের পরিণতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক. মহাকাব্য 'শাহনামার' লেখক আবুল কাসেম ফেরদৌসি।**

**খ. সৃজনশীল ৪৭ এর 'ধ' নং প্রশ্নের দেখো।**

**গ. সৃজনশীল ৫৩ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।**

**ঘ. উদ্দীপকের সাহেদের পরিণতি এবং রাজা দাহিরের পরিণতি পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ।**

ভারতবর্ষ ও ইসলামের ইতিহাসে আরবদের সিন্ধু বিজয় একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। অভিযানের সূত্র ধরেই ভবিষ্যতে মুসলিমরা ভারতে প্রবেশ করে, ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিম ও রাজা দাহিরের চূড়ান্ত শক্তি পরীক্ষা হয়। তাদের মধ্যে সংঘটিত এ ক্ষুব্ধে রাজা দাহির পরাজিত হন। যেমনটি উদ্দীপকেও লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় সামাদের কিছু ভক্ত প্রজা তাদের নিজেদের নৌকা বোঝাই উপহার সামগ্রী নিয়ে আসার সময় সাহেদের লোকজন তা লুট করে নিয়ে যায়। এতে সামাদের লোকজন ক্ষুব্ধ হয়ে সাহেদের রাজাকে আক্রমণ করে ও তাকে উৎখাত করে। যেমনটি রাজা দাহিরকে ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। সিংহসনের রাজার উপচোকনপূর্ণ জনহাজ লুটনের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই হাজার বিন ইউসুফ সিন্ধু ও মূলতান অভিযানের চূড়ান্ত সিন্ধুবন্দন নেন। রাজা দাহির মুসলিম বাহিনীর নিকট ক্ষুব্ধে পরাজিত হলে সিন্ধু আরবদের হস্তগত হয় এবং ভারতবর্ষে তারা মুসলিম শাসন ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সাহেদের পরিণতি ও রাজা দাহিরের পরিণতি ছিল একই।

**প্রশ্ন ৫৬** রাজশাহীর ছেলে মাহমুদ তার সাতকীরার বন্ধু আলোকপালের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে লক্ষ করল সেখানে হিন্দু সমাজে বর্ণপ্রথা খুবই প্রকট। সমাজে বিদ্যমান চারাটি বর্ণের মধ্যে প্রথম দুটি বর্ণের প্রভাব প্রতিপত্তি খুব বেশি। সে এক নিম্নশ্রেণির মানুষের কাছে জানতে পারে যে, ধর্মশাস্ত্র শুনলে বা পাঠ করলে তাদের শাস্তি দেয়া হয়। এ ছাড়াও হিন্দু সমাজে মাহমুদ এক শ্রেণির লোক দেখতে পায় যারা অস্পৃশ্য বলে বিবেচিত। আলোকপালের সমাজে অনেক মেয়েকে ১২ বছর বয়সে বিয়ের পিড়িতে বসতে হয় এবং অনেক পুরুষকে ৪/৫ টা বিয়ে করতে দেখা যায়। বন্ধুর এলাকার সমাজব্যবস্থার এ ডেদাতেদ মাহমুদকে অনেক পীড়া দেয়।

(চৰাজাঙা) সরকারি কলেজ, চৰাজাঙা।

- ক. মুহাম্মদ বিন কাসিম কত খ্রিস্টাব্দে সিন্ধুতে অভিযান চালান? ১
- খ. মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকের মাহমুদের দেখা সমাজব্যবস্থার সাথে মুসলিম বিজয়ের প্রাঞ্চিলে ভারতের সমাজব্যবস্থার কী মিল লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের সমাজব্যবস্থা সামাজিক প্রগতি ও অগ্রগতির অন্তরায়স্বরূপ— উত্তিটির স্বপক্ষে যুক্তি তুলে ধর। ৪

#### ৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. মুহাম্মদ বিন কাসিম ৭১১ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধুতে অভিযান চালান।
  - খ. সৃজনশীল ৮ এর 'ধ' নং প্রশ্নের দেখো।
  - গ. সৃজনশীল ২৫ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।
  - ঘ. উদ্দীপকে সামাজিক অসাম্য ও কুসংস্কারের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা যেকোনো দেশের উন্নতিতে প্রতিবন্ধকস্বরূপ— ইতিহাস থেকেই আমরা এ সত্য উপলব্ধি করতে পরি।
- প্রাক-মুসলিম যুগের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সে সময় সামাজিক অবস্থা উদ্দীপকে বর্ণিত অবস্থার মতোই ছিল। প্রকৃতপক্ষে জাতিভেদ ও বর্ণভেদ প্রথার মতো সামাজিক অসাম্যের নীতি সমাজের উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঢ়ায়। তাছাড়া বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের মতো সামাজিক সমস্যা সমাজের প্রগতিকে নিম্নমুখী করে তোলে।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে হিন্দু সমাজ মূলত চারাটি বর্ণে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যথা— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূন্ত। হিন্দু সমাজের বর্ণ-বৈষম্য বা শ্রেণিভেদ তাদেরকে দুর্বল করে রেখেছিল। সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের প্রবল প্রতাপ ছিল। তারা তাদের স্বার্থ অনুযায়ী আইন-কানুন প্রণয়ন করত। নিম্নস্তরের হিন্দুদের সর্বাপেক্ষা অবহেলিত ও অসহায় অবস্থায় কালযাপন করতে হতো। নিম্নশ্রেণির হিন্দুদের শীতা পাঠের অধিকার ছিল না। নারী-পুরুষের মাঝেও বৈষম্য ছিল। পুরুষেরা একাধিক বিবাহ করতে পারত। কিন্তু বিধবা বিবাহ প্রথার প্রচলন ছিল না। ব্রাহ্মীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকে সহমরণ বরণ করতে হতো। এ সামাজিক অসাম্যই সে সময় ভারতের জাতীয় চেতনার উন্নয়নের পরিপন্থি, হয়ে দাঢ়ায় এবং দেশের অগ্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়। আবার বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় নারীরা তাদের মেধা ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পেত না, তাদেরকে অকালেই বারে পড়তে হতো। সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠী এ অবস্থায় থাকলে সমাজের সার্বিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, ইতিহাসই এই সাক্ষ্য বহন করে যে, সামাজিক অসাম্য, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহের মতো সামাজিক সমস্যা দেশের উন্নতির পতিকে রোধ করে এবং দেশকে স্থবির করে দেয়।

- ক. চাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের ভবেরচর এলাকার সবুর ব্যাপারী লোকেরা তাকার চাল ব্যবসায়ী গফুর মহাজনের চাল বোঝাই ৮টি ট্রাক হিন্তাই করে। গফুর মহাজন তা ফেরত চাইলে সবুর ব্যাপারী তা ফেরত দিতে অঙ্গীকার করে। গফুর মহাজন তখন সবুর ব্যাপারীকে শায়েস্তা করার জন্য তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ বাড়ি ঘরে হামলা চালায়। সবুর ব্যাপারী বাধা প্রদান করতে এসে নিঃসত্ত হন। তার বাড়িঘর ঝালিয়ে দেয়া হয়। এতে আশে-পাশের লোকজনেরও অনেক ক্ষতি হয়। তারাও এ ঘটনায় ডয়ে পালিয়ে যায়।

/দনিয়া জসুজ, চক্র/

- ক. ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন সূচিত হয় কত শতাব্দীতে? ১
- খ. মুহাম্মদ বিন-কাসিমের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত লুটের ঘটনার সাথে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের কোন ঘটনার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সবুর ব্যাপারীর পরিণতি এবং সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল এক নয়— উত্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

## ৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন সূচিত হয় অর্থম শতাব্দীতে।

**খ.** সৃজনশীল ৮ এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

**গ.** উদ্বীপকে উল্লিখিত লুটের ঘটনার সাথে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণ সাদৃশ্যপূর্ণ।

রাজ্যবিস্তার, ধৈনেশ্বর্য আহরণ, সিন্ধুরাজের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ, ইসলাম বিস্তার প্রভৃতি পরোক্ষ কারণে হাজার বিন ইউসুফ সিন্ধু আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় প্রত্যক্ষ একটি ঘটনা তাকে সিন্ধু আক্রমণের সুযোগ এনে দেয়। আর এ ঘটনাটি হলো সিন্ধুর দেবল বন্দরে জলদস্যু কর্তৃক মুসলমানদের ৮টি জাহাজ লুট।

উদ্বীপকে গফুর মহাজন কর্তৃক সবুর ব্যাপারীকে আক্রমণের ক্ষেত্রে লুঠনের একটি ঘটনাই প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছে। চাল ব্যবসায়ী গফুর মহাজনের চাল বোঝাই ৮টি ট্রাক সবুর ব্যাপারীর লোকেরা ছিনতাই করে এবং সবুর ব্যাপারী তা ফেরত দিতে অস্থীকৃতি জানালে তাদের মাঝে ছন্দ বেধে যায়। সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণটিও এরূপ। সিংহলে অবস্থানকারী বেশিকিছু আরব বণিক মৃত্যুমুখে পতিত হলে, সিংহলরাজ আটটি জাহাজে করে তাদের ঝী-পুত্র-কন্যা ও মূলাবান উপটোকন হাজার বিন ইউসুফ এবং খলিফার দরবারে প্রেরণ করেছিলেন। জাহাজগুলো যথন সিন্ধুর দেবল উপকূলে এসে পৌছায় তখন জলদস্যুগণ জাহাজগুলো লুঠন করে। এতে ক্ষিণ হয়ে হাজার বিন ইউসুফ সিন্ধুর রাজা দাহিরের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করলে তিনি তা দিতে অস্থীকার করেন। ফলে হাজার বিন ইউসুফ তার জামাতা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে সিন্ধু আক্রমণের নির্দেশ দেন এবং তিনি ৭১২ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু বিজয় করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্বীপকে আরবদের সিন্ধু আক্রমণের প্রত্যক্ষ কারণকেই ইঙ্গিত প্রদান করে।

**ঘ.** সৃজনশীল ৮ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।

**প্রশ্ন ▶ ৫৮** বহুধা বিভিন্ন দাক্ষিণ্যাত্মক রাজাগুলি শাসকবর্গের মধ্যে অনেকা ও ঈর্ষাপ্রায়ণতার সুযোগে এবং সমন্বিশশালী দাক্ষিণ্যাত্মক হতে অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যেই সুলতান আলাউদ্দিন খলজি দাক্ষিণ্যাত্মক অভিযান প্রেরণ করেন এবং প্রচুর ধনরত্ন খাড় করেন। কথিত আছে বরঙ্গল বিজয়ের পর ১০০০ উট অতিকষ্টে উক্ত লক্ষ ধনরত্ন দিয়িতে নিয়ে যায়। /আজিহাফুর গজ, গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/

ক. শাহনামা কে রচনা করেন?

১

খ. আল বেরুনির পরিচয় দাও।

২

গ. উদ্বীপকের বরঙ্গল বিজয় ও প্রাপ্তির সাথে সুলতান মাহমুদের কোন অভিযানের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. উদ্বীপকের মাধ্যমে সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের অর্থনৈতিক দিকটি বিশ্লেষণ কর।

৪

## ৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** মহাকবি আবুল কাসেম ফেরদৌসি শাহনামা রচনা করেন।

**খ.** আবু রায়হান আল বেরুনি ছিলেন সুলতান মাহমুদের দরবারের অন্যতম প্রেষ্ঠ মনীনী।

আল বেরুনি ১৭৩ খ্রিস্টাব্দে খাওয়ারিজমে (আফগানিস্তানে অবস্থিত) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। দর্শন, ভূগোল, ইতিহাস, জ্যোতিশাস্ত্রে তিনি বিশেষ বৃত্তিপ্রতি অর্জন করেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাবুল হিল। ১০৪৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

**গ.** সৃজনশীল ৪ এর 'গ' নং প্রশ্নের দেখো।

**ঘ.** সৃজনশীল ২৬ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।

**প্রশ্ন ▶ ৫৯** আব্দুল্লাহ টিভিতে প্রামাণ্য চির দেখছিল। প্রামাণ্য চিরের বিভিন্ন দৃশ্য ও বর্ণনাতে সে জানাতে পারে যে, 'ক' দেশের রাজা উদ্দেশ্যে 'গ' দেশের রাজা কিছু মূলাবোন উপটোকন পাঠায়। পথিমধ্যে 'খ' দেশের ডাকাত দল এসব উপটোকন লুঠন করে। তাই 'ক' দেশ 'খ' দেশের রাজার কাছে তার ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। 'খ' দেশের রাজা তা দিতে অস্থীকার করলে 'ক' দেশের রাজা সৈন্য প্রেরণ করে 'খ' দেশ দখল করে নেয়। /জাল-জামিন একাত্তের স্কুল এন্ড কলেজ, চান্দপুর/

ক. কুতুব উদ্দিন আইবেক কে ছিলেন?

১

খ. তরাইনের ছিতীয় যুদ্ধের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

২

গ. উদ্বীপকে আব্দুল্লাহর দেখা প্রামাণ্য চিরের ঘটনার সাথে তোমার পঞ্চিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের কোন ঘটনার সামঞ্জস্য রয়েছে? দেখাও।

৩

ঘ. উদ্বীপকের কারণের বাইরেও উক্ত ঘটনার আরও অনেক কারণ বিদ্যমান— কথাটি বিশ্লেষণ কর।

৪

## ৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** কুতুব উদ্দিন আইবেক ছিলেন দিল্লির স্বাধীন সুলতানি শাসনের প্রতিষ্ঠাতা।

**ঘ.** সৃজনশীল ৪ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।

**গ.** উদ্বীপকে বণিত ঘটনার সাথে ভারতবর্ষের সিন্ধু অভিযানের মিল রয়েছে।

আরবদের সিন্ধু অভিযান আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়। সিন্ধু অভিযানের পেছনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দু ধরনের কারণই কার্যকর ছিল। এর মধ্যে প্রত্যক্ষ কারণ ছিল সিন্ধুর দেবল উপকূল থেকে আরবদের বাণিজ্য জাহাজ লুঠন। এই ঘটনার পর হাজার বিন ইউসুফ সিন্ধু রাজা দাহিরের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। উদ্বীপকেও এরূপ একটি ঘটনার উজ্জেব পাওয়া যায়।

উদ্বীপকের আবদুল্লাহ টিভিতে একটি প্রামাণ্য চিরে দেখতে পায় 'ক' দেশের রাজা উদ্দেশ্যে 'গ' দেশের রাজা উপটোকন পাঠান। কিন্তু পথিমধ্যে 'খ' দেশের ডাকাত দল তা লুঠন করে নেয়। ফলে তাদের মধ্যে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অনুরূপভাবে সিংহলের রাজা আটটি উপটোকনপূর্ণ জাহাজ খলিফা আল ওয়ালিদ ও হাজারজের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। যাত্রাপথে জাহাজগুলো সিন্ধুর দেবল বন্দরে জলদস্যু কর্তৃক লুঠিত হয়। হাজার রাজা দাহিরের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করলে দাহির সে দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। দাহিরের উদ্দেশ্যে ক্ষুব্ধ হয়ে হাজার সিন্ধুতে অভিযান প্রেরণ করেন এবং তা দখল করেন। তাই বলা যায় যে, উদ্বীপকের ঘটনার সাথে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ঘটনার মিল রয়েছে।

**ঘ.** সৃজনশীল ১৯ এর 'ঘ' নং প্রশ্নের দেখো।

## ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

### অধ্যায়-১: ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা

১. ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন সূচিত হয় কত  
শতাব্দীতে? (জ্ঞান) [সন্দিয়া কলেজ, ঢাকা]  
 ① অষ্টম                  ② নবম  
 ③ দশম                  ④ একাদশ
২. ভারত উপমহাদেশকে 'নৃত্বকর জাদুকর' বলে  
অভিহিত করেন কে? (জ্ঞান)  
 ① ইবনে বতুতা                  ② ডিসেন্ট স্থিথ  
 ③ মাহুমান                  ④ হিউয়েল সাঁ
৩. ভারতবর্ষে মধ্যযুগের সূচনা ঘর্যাছে কখন থেকে?  
(জ্ঞান)  
 ① মুসলিম অভিযানের পর থেকে  
 ② ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আগমনের পর  
 ③ হিন্দু শাসকদের রাজ্য শাসন থেকে শুরু করে  
 ④ ইউরোপীয় বণিকদের আগমনের পর থেকে
৪. কোন প্রাচীন নাবিক প্রথম সমুদ্রপথে ভারতীয়  
উপমহাদেশে আসেন? (জ্ঞান) [বেগমা পাবলিক  
স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]  
 ① ভাস্কো দা গামা                  ② ক্যাপ্টেন হাকিম  
 ③ স্যার টমাস রো                  ④ জব চার্নক
৫. মহারাজ অশোক কে ছিলেন? (জ্ঞান)  
 ① মৌর্য সম্রাট                  ② মুঘল সম্রাট  
 ③ পাল রাজা                  ④ সেন রাজা
৬. বর্তমান ভারতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা  
প্রচলিত। এটি ভারতবর্ষের কোন শাসনামলের  
সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)  
 ① প্রাচীন বৌদ্ধ শাসনামল  
 ② মুঘল শাসনামল  
 ③ প্রাক বৌদ্ধ শাসনামল  
 ④ নবাবি শাসনামল
৭. মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক  
অবস্থা কেমন ছিল? (জ্ঞান) [জেগাঁও কলেজ, ঢাকা]  
 ① বিচ্ছিন্ন ও ঐক্যহীন  
 ② ঐক্যবন্ধ ও সুশৃঙ্খল  
 ③ স্বৰ্ণ ও সংঘাতমুক্ত  
 ④ ন্যায় ও আদর্শবান
৮. ফা-হিয়েন কোন দেশের পর্যটক ছিলেন? (জ্ঞান)  
 ① চীন                  ② মরক্কো  
 ③ ইংল্যান্ড                  ④ রাশিয়া
৯. 'আল মুকাবিমা' প্রস্থটির লেখক কে? (জ্ঞান)  
[সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ, সিরাজগঞ্জ]  
 ① ইবনে খালদুন                  ② আল বালাজুরী  
 ③ আল খাওয়ারিজমী

১০. জৈনধর্মের প্রবর্তন করেন কে? (জ্ঞান)  
 ① মহাবীর                  ② গৌতম বুদ্ধ  
 ③ গুরু নানক                  ④ শ্রীচৈতন্যদেব
১১. 'সিন্ধুর' নামে পরিচিত ছিলেন কে? (জ্ঞান)  
 ① গৌতম বুদ্ধ                  ② মহাবীর  
 ③ গুরু নানক                  ④ শ্রীচৈতন্যদেব
১২. ভারতবর্ষের প্রাচীনতম অধিবাসী কারা?  
[ক্যাস্টলমেন্ট কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]  
 ① আর্যণ                  ② দ্বাবিড়গণ  
 ③ হুনগণ                  ④ হিন্দুগণ
১৩. সিন্ধু বিজয়ী মুসলিম সেনাপতির নাম কী? (জ্ঞান)  
[ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজ]  
 ① ওবায়দুল্লাহ                  ② বুদায়েল  
 ③ তারিক বিন জিয়াদ                  ④ মুহাম্মদ বিন কাসিম
১৪. হাজাজ বিন ইউসুফ কোথাকার শাসনকর্তা  
ছিলেন? (জ্ঞান) [বেগম বদরুল্লেসা সরকারি মহিলা  
কলেজ, ঢাকা]  
 ① পূর্বাঞ্চলের                  ② দক্ষিণাঞ্চলের  
 ③ উত্তরাঞ্চলের                  ④ পাঞ্জাবের
১৫. মুসলিম খলিফাগণ ভারতবর্ষে অভিযান প্রেরণ  
করেন কেন? (অনুধাবন) [বিএএফ শাস্ত্রী কলেজ, যশোর]  
 ① ভারতের ধন-ঐশ্বর্য লাভের জন্য  
 ② ভারতের সাথে বণিক্যিক সম্পর্ক রক্ষার জন্য  
 ③ ভারতের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলার জন্য  
 ④ সামরিক দক্ষতা অর্জনের জন্য
১৬. খলিফা ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা কে  
ছিলেন? (জ্ঞান) [বেগমা পাবলিক স্কুল ও কলেজ,  
চট্টগ্রাম]  
 ① রাজা দাহির                  ② হাজাজ বিন ইউসুফ  
 ③ খলিফা আল মামুন                  ④ খলিফা হামুনুর রশিদ
১৭. 'চাচনামা' কী জাতীয় প্রস্থ? (অনুধাবন)  
 ① কাব্যপ্রস্থ                  ② ধর্মীয় প্রস্থ  
 ③ ঐতিহাসিক প্রস্থ                  ④ রাজনৈতিক প্রস্থ
১৮. দেবল বন্দরে মুসলমানদের কয়টি জাহাজ সুষ্ঠিত  
হয়েছিল? (জ্ঞান) [চাপাইনবাবগঞ্জ সরকারি মহিলা  
কলেজ, চাপাইনবাবগঞ্জ]  
 ① ৮ টি                  ② ৭ টি  
 ③ ৯ টি                  ④ ১০ টি
১৯. রাজা দাহিরকে পরাজিত করেন কে? (জ্ঞান) [নিউ  
গড়, ডিএ কলেজ, রাজশাহী]  
 ① মুহাম্মদ বুরী                  ② সুলতান মাহমুদ  
 ③ মুহাম্মদ বিন কাসিম                  ④ কুতুবউদ্দীন

২০. 'চাচনাম' প্রস্তরে কীসের বিবরণ পাওয়া যায়? (অনুধাবন) [মানিকগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ]  
 ① আরবদের পারস্য অভিযান  
 ② আরবদের ভারত অভিযান  
 ③ আরবদের তমসাঙ্গে অতীত  
 ④ আরবীয় ও ভারতীয়দের বাণিজ্যিক সম্পর্ক
২১. আরবদের সিস্তু বিজয় এত সহজ হয় কেন? (অনুধাবন) [ক্যাস্টলমেট কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]  
 ① স্থানীয় জনগণকে আক্রম করতে পেরেছিল বলে  
 ② রাজা দাহিংরের কোনো বাহিনী ছিল না বলে  
 ③ 'আরবদের রাজ্যাজয়ের নেশা ও উন্নত রূপনির্ভর কারণে'  
 ④ শীর কাসিমের যোগ্যতায়
২২. 'The Sultanate of Delhi' প্রস্তরির লেখক কে? (জ্ঞান)  
 ① এ. এল শ্রীবাস্তব ② মো. মোহর আলী  
 ③ ইশ্বরী প্রসাদ ④ বালাজুরী
২৩. 'শুভ্র', 'চরক' প্রথম সুটি কী জাতীয় প্রস্তা? (জ্ঞান)  
 ① রাজনীতি বিষয়ক ② অর্থনীতি বিষয়ক  
 ③ চিকিৎসা বিষয়ক ④ ধর্ম বিষয়ক
২৪. গজনি বৎস কত খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)  
 [সরকারি সোহরাওয়াদী কলেজ, পিরোজপুর]  
 ① ৯৭৫ ② ৯৭৭  
 ③ ৯৯৯ ④ ১০০১
২৫. 'আমিন-উল-মিল্লাত'-শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)  
 ① ধর্ম বিষাসের রাজক ② ন্যায়পরায়ণ  
 ③ বিশ্বাসযোগ্য ④ সাহসী ও বিচক্ষণ
২৬. ইয়ামিন-উদ-দৌলা ও 'আমির-উল-মিল্লাত' কার উপাধি? (জ্ঞান)  
 ① মুহম্মদ বিন কাসিমের  
 ② সুলতান মাহমুদের  
 ③ মুহাম্মদ মুরীর  
 ④ কুতুব উদ্দিন আইবকের
২৭. গজনি বৎসে 'ইয়ামিন বৎস' কোন স্থানে? (অনুধাবন)  
 ① সুলতান মাহমুদের ইয়ামিনি-উদ-দৌলা' উপাধি লাভের জন্য  
 ② ইয়ামিন নামের সুযোগ্য শাসক থাকার জন্য  
 ③ গজনি বৎসের প্রতিষ্ঠার উপাধি ইয়ামিন ছিল বলে  
 ④ ইয়ামিন রাষ্ট্র সদ্যান ছিল বলে
২৮. সুলতান মাহমুদের অভিযানের সময় পাঞ্জাবের রাজা কে ছিলেন? (অনুধাবন)  
 ① আনন্দপাল ② বিজয় রায়  
 ③ সুখপাল ④ জয়পাল
২৯. 'ট্রাম অঞ্জিয়ানা' অঞ্চলটি কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)
৩০. ① মধ্য ইউরোপে ② মধ্য এশিয়ায়  
 ③ আফ্রিকায় ④ আমেরিকায়
৩১. নালস্দা বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় অবস্থিত ছিল?  
 ① কলকাতা ② মালব  
 ③ আজমীর ④ বিহার
৩২. গজনি কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান) [শ্রীনগর সরকারি কলেজ, মুসিগঞ্জ]  
 ① কান্দাহারে ② পেশোয়ারে  
 ③ আফগানিস্তানে ④ তুরস্ক
৩৩. গজনি ও হিরাতের মধ্যবর্তী স্থানের নাম কী? (জ্ঞান) [শ্রীনগর সরকারি কলেজ, মুসিগঞ্জ]  
 ① ঘূর ② মূর  
 ③ সুর ④ হেলমন্দ
৩৪. 'ক্রুরামী' বিশ্বাস্তি কোন জায়গায় সংরক্ষিত ছিল? (জ্ঞান)  
 ① থানেখরে ② সোমনাথে  
 ③ মধুরায় ④ নাগরকোটে
৩৫. সুলতান মাহমুদের ডিয়া অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল? (অনুধাবন) [সরকারি শহীদ সোহরাওয়াদী কলেজ, ঢাকা]  
 ① গজনি সাম্রাজ্যকে সম্বৃদ্ধিশালী করা  
 ② সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে অর্থ সংগ্রহ করা  
 ③ হিন্দুধর্মের ওপর ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা  
 ④ ভারতে স্থায়ী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা
৩৬. সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানসমূহের মধ্যে সর্বীপেক্ষ গুরুত্বপূর্ণ কোনটি? (অনুধাবন) [সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ]  
 ① কাশীর অভিযান ② কনৌজ অভিযান  
 ③ নগরকোট বিজয় ④ সোমনাথ বিজয়
৩৭. করদ রাজ্য বলতে কী বোর্কার? [ইসলামিয়া কলেজ, রাজশাহী]  
 ① বিজিত রাজ্য ② পরাজিত রাজ্য  
 ③ করদাতা রাজ্য ④ করগ্রহীতা রাজ্য
৩৮. 'বাণীয় বধ' কী? (জ্ঞান) [ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজ]  
 ① মন্দির ② মসজিদ  
 ③ সরাইখানা ④ গির্জা
৩৯. গজনি বৎসের সর্বশেষ সুলতান কে ছিলেন? (জ্ঞান) [সরকারি কে.সি. কলেজ, ঝিনাইদহ]  
 ① মাসুদ ② বাহরাম  
 ③ কায়মুস ④ খসরু মালিক

80. 'ঘূর' রাজ্যটি কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)  
 ① পারস্যে      ④ আফগানিস্তানে  
 ② ইরাকে      ⑤ ইয়েমেনে

81. মুহাম্মদ খুরীর প্রকৃত নাম কী? (জ্ঞান) [ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ, ঠাকুরগাঁও]  
 ① শিয়াসউক্ষ্মীন  
 ② মুইজউক্ষ্মীন মুহাম্মদ বিন শাম  
 ③ সিহ্যবুক্ষ্মীন বিন শাম  
 ④ শিহ্যবউক্ষ্মীন মুহাম্মদ খুরী

82. খুর বৎশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে হিলেন? (জ্ঞান)  
 [মদনমোহন কলেজ, সিলেট]  
 ① সুলতান মাহমুদ  
 ② মুহাম্মদ খুরী  
 ③ শিয়াস উদ্দিন তুঘলক  
 ④ কুতুবউদ্দিন আইবেক

83. তুরাইনের প্রথম যুদ্ধে মুহাম্মদ খুরীর পরাজয়ের অন্যতম কারণ কী? হিল? (অনুধাবন)  
 ① অভিজ্ঞ সেনাবাহিনীর অভাব  
 ② মুসলিম সৈন্যদের দায়িত্বে অবহেলা  
 ③ কনৌজ রাজ্যের বিশ্বাসঘাতকতা  
 ④ সাজোয়ায়ানের অপর্যাপ্ততা

84. তুরাইনের ২য় যুদ্ধে পৃথিবীজের বিবৃষ্টি মুহাম্মদ খুরীর অয়লাতের কারণ কী? হিল? (অনুধাবন) [আদমজী ক্যাটলনেন্ট কলেজ, ঢাকা]  
 ① সৈন্যদের উচ্চত প্রশিক্ষণ  
 ② অস্ত্রাগার লুঠন  
 ③ পৃথিবীজের সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা  
 ④ মুহাম্মদ খুরীর অগুর্ব রণকৌশল

85. কুয়াতুল ইসলাম মসজিদটি কে নির্মাণ করেন?  
 (জ্ঞান) [ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ, ঠাকুরগাঁও]  
 ① মুহাম্মদ খুরী  
 ② কুতুবউদ্দিন আইবেক  
 ③ সুলতান মাহমুদ  
 ④ বখতিয়ার খলজি

86. মুহাম্মদ খুরী শুধু ভারতের ধনসম্পদে আকৃষ্ট হনন্তেই অভিধান প্রেরণ করেন। এটি সুলতান মাহমুদের সাথে তার কোন দিক দিয়ে পার্শ্বক্ষ সৃষ্টি করে? (প্রয়োগ)  
 ① দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতার দিক দিয়ে  
 ② সমরকুশলতার দিক দিয়ে  
 ③ প্রজাকল্প্যাণের দিক দিয়ে  
 ④ বৈরন্নাতির দিক দিয়ে

87. ভারতবর্ষকে বহুজাতিক দেশ বলা হয় কেন?  
 (অনুধাবন)

88. বিদেশি শাসকেরা এদেশ শাসন করেছে বলে  
 ① বহু আতির লোক এদেশে বসাবাস করেছে বলে  
 ② বাইরের দেশ থেকে লোক সমাগম ঘটেছে বলে  
 ③ বিভিন্ন দেশের বণিকেরা এদেশে বাণিজ্য করেছে বলে

89. আরব বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের শাসনব্যবস্থার সর্বনিম্নস্তর হিল কোনটি? (জ্ঞান)  
 [রাজশাহী মডেল স্কুল এন্ড কলেজ]  
 ① প্রাম      ④ প্রদেশ  
 ② মহিজ      ⑤ জেলা

90. চান্দেলা রাজ্যের রাজা কে হিলেন? (জ্ঞান)  
 ① রাজ্যপাল      ④ গোতা  
 ② ভূমপাল      ⑤ আনন্দপাল

91. 'বলীয় বধ' মসজিদটিকে ঐতিহাসিকগুল কী নামে আখ্যায়িত করেছেন? (জ্ঞান)  
 ① প্রাচ্যের পেপিস      ④ প্রাচ্যের বিস্যায়  
 ② প্রাচ্যের হোমার      ⑤ প্রাচ্যের ডাভি

92. অধিকাংশ পতিতের মতে খুরীরা কোন জাতি থেকে উত্তৃত? (জ্ঞান)  
 ① পূর্বাঞ্চলীয় পারসিক      ④ আফগান  
 ② উত্তরাঞ্চলীয় তুর্কি      ⑤ পাঞ্জাবি

93. মুহাম্মদ খুরীর বিক্ষ্ট সেনাপতি কে হিল? (জ্ঞান)  
 [সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল]  
 ① মুহাম্মদ-বিন-কাসিম  
 ② খালেদ-বিন-ওয়ালিদ  
 ③ ইলতুর্ফিশ  
 ④ কুতুবউদ্দিন আইবেক

94. মুগ্রা ও শিলালিপি থেকে আমরা জ্ঞানলাভ করতে পারি— (অনুধাবন)  
 i. শাসকদের শাসনকাল সম্পর্কে  
 ii. অর্থনৈতিক অবস্থা ও সামরিক শক্তি সম্পর্কে  
 iii. তৎকালীন সময়ের সংস্কৃতি সম্পর্কে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ① i ও ii      ④ i ও iii  
 ② ii ও iii      ⑤ i, ii ও iii

95. বর্তমান হিন্দু সমাজে শাস্তিনূর পরিবার এবং বিজয়ের পরিবারের সদস্যগণ সমাজে বেশি প্রভাব বিন্দুর করছে। হিন্দু বর্ণভেদ প্রধা অনুযায়ী তারা— (প্রয়োগ)  
 i. ভাঙ্গণ      ii. বৈশ্য      iii. ক্ষত্রিয়  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ① i ও ii      ④ i ও iii  
 ② ii ও iii      ⑤ i, ii ও iii

- ৫৫. প্রাক-মুসলিম ভারতবর্ষে বিকাশ সাড়ে করেছিল— (অনুধাবন)**
- হিন্দু গদ্য সাহিত্য
  - মুসলিম কাব্য
  - হিন্দু নাটক-উপন্যাস
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii      (খ) i ও iii  
 (গ) ii ও iii      (ঘ) i, ii ও iii
- ৫৬. আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলে— (অনুধাবন)**
- আর্য ও সেমিটিক জাতির সংশ্লিষ্ট ঘটে
  - ইন্দোসারাসেনিক সভ্যতার উত্তীর্ণ ঘটে
  - হিন্দুদের গৃহুত্ত বৃত্তি পায়
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii      (খ) i ও iii  
 (গ) ii ও iii      (ঘ) i, ii ও iii
- ৫৭. আরবদের সিন্ধু বিজয়ের কারণ— (অনুধাবন)**
- রাজা দাত্তি কৃতক মুসলিম বিদ্রোহীদের আশ্রয়দান
  - উমাইয়াদের সাম্রাজ্যবাদী নীতি
  - সামুদ্রিক বাণিজ্যের নিরাপত্তা বিধান
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii      (খ) i ও iii  
 (গ) ii ও iii      (ঘ) i, ii ও iii
- ৫৮. মুহাম্মদ মুরীর সৈন্যবাহিনী যুদ্ধে শুরুপক্ষের বিরুদ্ধে— (অনুধাবন)**
- সংবর্ধ্যতাবে লড়াই করেছিল
  - জ্ঞাতত্ত্বের বন্ধনে আবশ্য হয়েছিল
  - পরম্পর থেকে বেশি বীরত্ব প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা করেছিল
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii      (খ) i ও iii  
 (গ) ii ও iii      (ঘ) i, ii ও iii
- ৫৯. প্রাচীন হিন্দু সমাজে ভ্রান্তপরা দুর্নীতিপ্রায়ল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। কারণ তাৱা— (অনুধাবন)**
- জনসাধারণের অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করত
  - সাধারণ জনগণকে ধর্মের ভয় দেখিয়ে নিজেদের ফায়দা লুট
  - রাজ্ঞীয় কোষাগারের সম্পদ আক্ষসাং করত
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii      (খ) ii ও iii  
 (গ) i ও iii      (ঘ) i, ii ও iii
- উকীলপক্ষ পত্রে ৬০ ও ৬১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
- 'ক' রাজ্যের রাজা মৃত্যুর পূর্বে তার ছেট ছেলেকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। কিন্তু বড় ভাই এ মনোনয়নে সন্তুষ্ট হতে না পেরে ভাই-এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং ভাইকে পরাজিত করে নির্বাসনে পাঠিয়ে নিজে ক্ষমতায় অধিক্ষিত হন।
৬০. উকীলপক্ষের ঘটনাটি নিচের কোন ব্যক্তির
- সিংহসনে অধিক্ষিত হওয়ার ঘটনার সাথে সামুদ্র্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)
- (ক) মুঘল সম্রাট বাবর  
 (খ) গজনির সুলতান মাহমুদ  
 (গ) ইব্রাহিম উকীল মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি  
 (ঘ) মুহাম্মদ বুরী
- ৬১. উত্ত ব্যক্তি সফলতা অর্জন করেছিলেন—**
- (উত্তর দক্ষতা)
- রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে
  - রাজ্যাভিযানের ক্ষেত্রে
  - ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii      (খ) i ও iii  
 (গ) ii ও iii      (ঘ) i, ii ও iii
- উকীলপক্ষ পত্রে ৬২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
- পার্বত্য অঞ্চলের জমিদার সাই-মু-গু প্রতিবছর তার পার্শ্ববর্তী জমিদারি আক্রমণ করে প্রচুর বাড়িষ্ঠর ধৰ্মস করেন এবং ধনসম্পদ নিয়ে মেন। তার বারবার এবুপ আক্রমণের উদ্দেশ্য নিয়ে এলাকায় প্রচুর বিতর্ক রয়েছে।
- ৬২. উকীলপক্ষে ব্যক্তি জমিদার সাই-মু-গুর কার্যক্রম ভারতের কোন সুলতানের কার্যক্রমকে মনে করিয়ে দয়ো? (প্রয়োগ)**
- (ক) সুলতান মাহমুদ  
 (খ) সুলতান মুহাম্মদ বুরী  
 (গ) সুলতান ইলতুর্দিশ
- ৬৩. উকীলপক্ষ পত্রে ৬৩ ও ৬৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।**
- বানিয়াচং অঞ্চলের জমিদার জনাব মীর সাহেব। তিনি সাহিত্য ভালোবাসেন। কবি রাফিক তার সভাকৰি। জমিদার তার সভাকৰিদের পূর্ব পুরুষদের বীরগাথা নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করতে বলেন। বিনিময়ে কবিকে আকর্ষণীয় পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। গ্রন্থ রচনার পর কবি পুরস্কার চাইলে জমিদার পূর্ব প্রতিশ্রুত পুরস্কারের চেয়ে ছোলমূল্যের পুরস্কার প্রহল করতে বলেন। এতে কবি রাগায়িত হন এবং তার দরবার ত্যাগ করেন। [মদনমোহন কলেজ, সিলেট]
- ৬৪. উকীলপক্ষে উল্লিখিত জমিদারের বৈশিষ্ট্য তোমার পঠিত কোন শাসকের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঝস্যপূর্ণ? (প্রয়োগ)**
- (ক) মুহাম্মদ বিন কাসিম  
 (খ) মুহাম্মদ বুরী  
 (গ) সুলতান মাহমুদ  
 (ঘ) কুতুব উকীল আইকে
- ৬৫. কবির প্রতি উত্ত আচরণ ষাঠা প্রকাশ পার-**
- (উত্তর দক্ষতা)
- (ক) মহানুভবতা      (খ) বদান্যতা  
 (গ) অনুদার দৃষ্টিভঙ্গি      (ঘ) সাহিত্যপ্রেম



৮২. 'ভারতের আবাস্থায়া তার স্বাম্ভব্যের অনুকূল হবে না'-এ অঙ্গুহাতে জালাউদ্দিনকে আশ্রমদানে অবীকৃতি আনান ইলতুংমিশ। এখানে শাসকের চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? (উচ্চতর দক্ষতা) [দিনিয়া কলেজ, ঢাকা]  
 ④ কঠোরতা      ⑤ দুর্বলতা
৮৩. 'সুলতান-ই-আজম' কার উপাধি ছিল? (জ্ঞান)  
 ④ কুতুবউদ্দিন আইবেক  
 ⑤ সুলতান ইলতুংমিশ  
 ⑥ আরাম শাহ      ⑦ গিয়াসউদ্দিন বলবন
৮৪. কে নিজেকে 'আঞ্চলিক বাস্তার সাহায্যকারী' হিসেবে পরিচিত করান? (জ্ঞান)  
 ④ সুলতান মাহমুদ      ⑤ কুতুবউদ্দিন আইবেক  
 ⑥ মুহাম্মদ ঘুরী      ⑦ সুলতান ইলতুংমিশ
৮৫. কোন ব্যক্তিকে 'আঞ্চলিক রাজ্যের ব্রহ্মক' বলা হয়? (জ্ঞান)  
 ④ সুলতান ইলতুংমিশকে  
 ⑤ সুলতান মাহমুদকে  
 ⑥ মুহাম্মদ ঘুরীকে  
 ⑦ কুতুবউদ্দিন আইবেককে
৮৬. কার রাজত্বকালকে 'গৌরব ও সম্প্রিণ্ডনী' যুগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়? (জ্ঞান)  
 ④ কুতুবউদ্দিন আইবেকের  
 ⑤ সুলতান মাহমুদের  
 ⑥ গিয়াসউদ্দিন বলবনের  
 ⑦ সুলতান ইলতুংমিশের
৮৭. সুলতান রাজিয়া কত খ্রিস্টাব্দে সিংহসনে আরোহণ করেন? (জ্ঞান) [নিউ গড়: ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী]  
 ④ ১২৩৪ খ্রি.      ⑤ ১২৩৬ খ্রি.  
 ⑥ ১২৩৮ খ্রি.      ⑦ ১২৪০ খ্রি.
৮৮. 'চরিষ চক্র' রাজ্যের ক্ষমতা কীভাবে কুক্ষিগত করেছিল? (অনুধাবন)  
 ④ রাজ্যের অস্থিরতার সুযোগে  
 ⑤ রাজিয়ার প্রতি সৎ মনোভাব পোষণ করে  
 ⑥ জনগণের সমর্থন আদায় করে  
 ⑦ আমির-উমরাহদের উস্কে দিয়ে
৮৯. বলবনকে কারা দাস ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে? (জ্ঞান)  
 ④ মোজগলরা      ⑤ পাড়বরা  
 ⑥ তুর্কিরা      ⑦ আফগানরা
৯০. বলবনকে উলুম খান উপাধিতে ভূষিত করেন কে? (জ্ঞান) [নজিগুর সরকারি কলেজ, নওগাঁ]  
 ④ নাসিরউদ্দিন মাহমুদ ⑤ আলাউদ্দিন খলজি
৯১. ④ সুলতান রাজিয়া      ⑤ ফিরোজ শাহ      ১  
 সুলতান নাসিরউদ্দিন বলবনকে কী উপাধি প্রদান করেন? (জ্ঞান)  
 ④ উলুম খান      ⑥ আরাম খান  
 ⑤ সাহসী বীর      ⑦ সংগ্রামী মানুষ
৯২. ১  
 সুলতান বলবনের মতে রাজত্বের কী? (জ্ঞান)  
 ④ নিরজকুশ ক্ষমতা  
 ⑤ উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতা লাভ  
 ⑥ ক্ষমতার চৰ্চা  
 ⑦ রাজনীতির বিকাশ
৯৩. ১  
 'আকরাসিয়া' কে ছিলেন? (জ্ঞান)  
 ④ রাজসভার কবি      ⑥ পৌরাণিক কবি  
 ⑤ ঐতিহাসিক      ⑦ ধর্মনেতা
৯৪. ১  
 'চরিষ চক্র' সদস্য ছিলেন নিচের কেন বাস্তি? (জ্ঞান)  
 ④ বলবন      ⑥ ইলতুংমিশ  
 ⑤ রাজিয়া      ⑦ আইবেক
৯৫. ১  
 বলবন দিয়ি সালতানাতকে সম্পূর্ণরূপে একটি তুর্কি প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এতে তার কোন মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়? (উচ্চতর দক্ষতা)  
 ④ সাম্প্রদায়িকতা      ⑥ ধর্মনিরপেক্ষতা  
 ⑤ উগ্রাগ্রিতেন্তা      ⑦ স্বাজাত্যবোধ
৯৬. ১  
 বিচক্ষণ আলাউল মুলক আলাউদ্দিন খলজির দিঘিজয়ের বাস্তকে ত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন কেন? (অনুধাবন)  
 ④ সুলতানের সামর্থ্য ছিল না বলে  
 ⑤ সুলতানের বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিল না বলে  
 ⑥ সুলতানের দক্ষ সেনাবাহিনীর অভাব ছিল বলে  
 ⑦ সুলতান ধর্মবৈচিত্র্য ছিলেন বলে
৯৭. ১  
 'আগলিক' শব্দ থেকে 'তুঘলক' শব্দের উৎপত্তি—এটি কার মত? (জ্ঞান)  
 ④ ইংরেজ প্রসাদের      ⑤ ইবনে বতুতার  
 ⑥ ডিনিউ হেইগের      ⑦ শেখ বুকনুদ্দিনের
৯৮. ১  
 তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? (জ্ঞান) [ঢাকা কলেজ, ঢাকা]  
 ④ গিয়াসউদ্দিন তুঘলক      ⑤ জুনা খান  
 ⑥ নাসিরউদ্দিন খসরু      ⑦ গিয়াসউদ্দিন বলবন
৯৯. ১  
 'মালিক উল গাজি' উপাধি কার? (জ্ঞান)  
 ④ ফিরোজ শাহ তুঘলক  
 ⑤ কুতুবউদ্দিন মুবারক শাহ  
 ⑥ গিয়াসউদ্দিন তুঘলক  
 ⑦ জাফর খান

১০০. মুহাম্মদ বিন তুঘলক বাজারের সমন্ত আসল ও নকশ তাম্রমূদ্রার বিনিয়োগে রাজকোষ থেকে রৌপ্যমুদ্রা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। এর প্রভাবে কী হয়? (অনুধাবন)
- (ক) দেশে রূপার অভাব দেখা দেয়
  - (খ) তাপ্ত ব্যবসার সম্প্রসারণ ঘটে
  - (গ) রাষ্ট্রের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয়
  - (ঘ) বৈদেশিক বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়
১০১. দেবগিরি কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান) [গ্রন্থগুরু সরকারি কলেজ, ভুগিগঞ্জ]
- (ক) উড়িষ্যায়
  - (খ) বাংলায়
  - (গ) দাক্ষিণাত্যে
  - (ঘ) বিহারে
১০২. পিল্লির কোন সূলতান সর্বপ্রথম রৌপ্যমুদ্রা "তৎকা" ও তাম্রমুদ্রা "জিতল" প্রচলন করেন? (জ্ঞান) [সরকারি কে.পি. কলেজ, খিলাইছবি]
- (ক) মুহাম্মদ বিন তুঘলক
  - (খ) শামসুদ্দিন ইলতুর্দিশ
  - (গ) ফিরোজ শাহ তুঘলক
  - (ঘ) গিয়াসউদ্দিন বলবন
১০৩. সৈয়দ বহুরের প্রতিষ্ঠাতার নাম কী? (জ্ঞান) [সেন্টার টাইমেস কলেজ, ঢাকা]
- (ক) মুবারক শাহ
  - (খ) খিজির খান
  - (গ) মুহাম্মদ শাহ
  - (ঘ) ফরিদ শাহ
১০৪. পানিগঠনের প্রথম যুগের বিদ্রোহী শক্তি কে ছিল? (জ্ঞান)
- (ক) সম্বাট বাবর
  - (খ) আহমদ শাহ আবদালি
  - (গ) সম্বাট হুমায়ুন
  - (ঘ) রাজা পৃষ্ঠীরাজ
১০৫. কুতুবউদ্দিন আইবেক ভারতে কোন শাসনের প্রতিষ্ঠাতা? (জ্ঞান)
- (ক) সুলতানি
  - (খ) মুঘল
  - (গ) সুবাদারি
  - (ঘ) নবাবি
১০৬. তৃতীয় ভাষায় 'আইবেক' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
- (ক) সূর্যদেবতা
  - (খ) চন্দ্রদেবতা
  - (গ) বীরহোস্তা
  - (ঘ) জানের দেবতা
১০৭. ইলতুর্দিশকে পিল্লি সালতানাদের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলার কারণ কী? (অনুধাবন)
- (ক) মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহত করা
  - (খ) বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন করা
  - (গ) খলিফার কাছ থেকে খেতাব প্রাপ্ত হওয়া
  - (ঘ) দিল্লিতে মুসলিম শাসন স্থাপিত করা
১০৮. পিল্লি সালতানাদের প্রকৃতি কেমন ছিল? (অনুধাবন)
- (ক) গণতান্ত্রিক
  - (খ) একনায়কতান্ত্রিক
  - (গ) নিরঙ্গুশ রাজতান্ত্রিক
  - (ঘ) নিয়মতান্ত্রিক রাজতান্ত্রিক
১০৯. কারা 'চঞ্চল চক্র' নামে পরিচিত? (জ্ঞান) [বেগমা পাখলি স্কুল ও কলেজ, ঢাক্কায়]
- (ক) তৃতীয় অভিজাত সম্প্রদায়
  - (খ) বিদ্রোহী মুসলিম সম্প্রদায়
১১০. কুতুবউদ্দিন জুনা খানকে কোন উপাধি দ্বারা সম্মানিত করা হয়? (জ্ঞান)
- (ক) উলুম খান
  - (খ) বীর খান
  - (গ) বীর বক্র
  - (ঘ) বীর উলুম
১১১. খিজির খান কত বছর পিল্লির সিংহসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন? (জ্ঞান)
- (ক) ৫ বছর
  - (খ) ৬ বছর
  - (গ) ৭ বছর
  - (ঘ) ১০ বছর
১১২. 'আমি দুই-এক জন নয়, কয়েকশ পুঁজি রেখে গেলাম' মুহাম্মদ চুরী তার এ বক্তব্য দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন— (গ্রন্থ)
- i. ইলতুর্দিশের প্রতি
  - ii. কুতুবউদ্দিন আইবেকের প্রতি
  - iii. তাজউদ্দিন ইয়ালদুজের প্রতি
  - নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii
  - (খ) i ও iii
  - (গ) ii ও iii
  - (ঘ) i, ii ও iii
১১৩. কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন— (অনুধাবন)
- i. রাজনীতিতে দূরদৃষ্টি
  - ii. অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী
  - iii. ধর্মের ব্যাপারে উদাসীন
  - নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii
  - (খ) i ও iii
  - (গ) ii ও iii
  - (ঘ) i, ii ও iii
১১৪. সরাসরি ঔল্লিঙ্গাম ছিলেন— (অনুধাবন) [আনোয়ারা বিদ্যবিদ্যালয় কলেজ, চট্টগ্রাম]
- i. কুতুবউদ্দিন আইবেক
  - ii. ইলতুর্দিশ
  - iii. গিয়াসউদ্দিন বলবন
  - নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii
  - (খ) i ও iii
  - (গ) ii ও iii
  - (ঘ) i, ii ও iii
১১৫. সুলতান রাজিয়া অলঙ্গুলিয়াকে বিবাহ করেছিলেন কেন? (জ্ঞান) [সকল পেরে ২০১৫]
- i. নিজেকে রক্ষা করার জন্য
  - ii. ক্ষমতাকে সুসংহত করার জন্য
  - iii. সংসারী হওয়ার জন্য
  - নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii
  - (খ) i ও iii
  - (গ) ii ও iii
  - (ঘ) i, ii ও iii
১১৬. গিয়াসউদ্দিন বলবন চঞ্চল চক্রের ক্ষমতা কৰ্ত্তব্য করতে সক্ষম হন— (অনুধাবন) [নিউ প্রিস, তিমি কলেজ, রাজশাহী]
- i. চঞ্চল চক্রের ক্ষমতা দ্বাস করে
  - ii. নিয়ুপদস্থ তৃতীয়দের পদোন্নতি দিয়ে
  - iii. অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করে
  - নিচের কোনটি সঠিক?
- (ক) i ও ii
  - (খ) ii ও iii
  - (গ) i, ii ও iii
  - (ঘ) i, ii ও iii

১১৭. সুলতান আলাউদ্দিন খলজিরে উচ্চাভিলাষী করে

তৃপ্তিহিস্ট— (অনুধাবন)

- i. মোকাল আক্রমণ প্রতিহতকরণে সাফল্য
- ii. বিরুদ্ধবাদীদের সমর্থন আদায়ে সক্ষমতা
- iii. প্রজাসাধারণের সমর্থন লাভ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii      খ) i ও iii

গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

১১৮. সুলতান আলাউদ্দিন খলজি তৃপ্তি জরিপের

ব্যবস্থা করেন— (অনুধাবন)

- i. উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য
- ii. তৃপ্তির ধার্যকরণের জন্য
- iii. কৃষকদের অবস্থা বোঝার জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii      খ) i ও iii

গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

১১৯. সুলতান গিয়াসউদ্দিন সম্মুখস্থ রাজ্যের হাত

থেকে কৃষক ও সাধারণ জনতাকে রক্ষার

উদ্দেশ্যে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন— (অনুধাবন)

- i. দুর্গ নির্মাণ করেন    ii. পরিষ্কা নির্মাণ করেন
- iii. পুলিশি ব্যবস্থা জোরদার করেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii      খ) i ও iii

গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

১২০. সুলতান গিয়াসউদ্দিন তৃষ্ণক প্রণীত

তৃপ্তিসংস্কার ও রাজস্বনীতির কলে— (অনুধাবন)

- i. তৃপ্তি সংগ্রহ সকলে বাছল্দ্য ফিরে পায়
- ii. জনমনে বৃষ্টি ফিরে আসে
- iii. রাজকোষের শ্রীবৃন্দি ঘটে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii      খ) i ও iii

গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

১২১. দিয়ি থেকে দেবপিরিতে রাজধানী স্থানস্থানের

কারণ ছিল— (অনুধাবন) [কবি নজহুল সরকারি কলেজ, ঢাকা]

- i. সাত্রাজ্যের মধ্যবর্তী স্থানে দেবপিরির অবস্থান
- ii. সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
- iii. দাক্ষিণাত্যে ইসলামি সংস্কৃতির প্রবর্তন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii      খ) i ও iii

গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

১২২. মুহাম্মদ বিন তৃষ্ণকের প্রতীকী তাত্ত্বসূত্রার

প্রবর্তনের কারণ— (অনুধাবন)

- i. ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিবিধান
- ii. লেনদেন ও বিনিয়ন সহজলভ্য করা
- iii. সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সারণযোগ্য অবদান রাখা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii      খ) i ও iii

গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

১২৩. ভারতীয় মুসলিম সাম্রাজ্যকে ঐক্যবন্ধ করা এবং

ধর্মসের হাত থেকে রক্ষা করতে তৃপ্তিকা

রেখেছিল ইলতুর্থমিশ্রে— (উচ্চতর দফতা)

- i. দৃঢ়তা
- ii. উদ্যমশীল কর্মপ্রচেষ্টা
- iii. বিশ্বস্ত অনুচর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii      খ) i ও iii

গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

১

অনুচ্ছেদটি পঠে ১২৪ ও ১২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

ক্ষমতা আরোহণের পর অভ্যন্তরীণ সংকট এবং  
বহিঃশক্তির আক্রমণের সম্ভাবনা অভ্যন্ত কার্যকরভাবে  
সোকাবিলা করেন রাষ্ট্রপতি দীনেশ বড়ুয়া। তার  
ঐকাত্তিক প্রচেষ্টায় দীনেশ বড়ুয়ার রাজ্যটি বহিঃশক্তির  
আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।

১২৪. উদ্বীপকের দীনেশ বড়ুয়ার সাথে ইলতুর্থমিশ্রের

মিল পাওয়া যায়— (গ্রোগ)

- i. প্রজা ও বিচৰণতার

- ii. ন্যায়পরায়ণতার

- iii. সাহসিকতার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii      খ) i ও iii

গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

১

১২৫. মিল ধাকলেও দীনেশ বড়ুয়ার থেকে

ইলতুর্থমিশ্রের অবস্থান অনেক উৎর্ধে। কারণ

তিনি— (উচ্চতর দফতা)

- i. সকল বিজেতা ছিলেন

- ii. সুস্থ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন

- iii. দিয়ি সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii      খ) i ও iii

গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

১

উদ্বীপকটি পঠে ১২৬ ও ১২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

গিয়াসউদ্দিন বলবন দিয়ি সালতানাতের এক চরম  
সংকটকালে ক্ষমতা আরোহণ করে রাজা নির্দেশক  
ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ও  
বহিঃআক্রমণকে প্রতিহত করে। মুসলমানদের আনমাল  
রক্ষার্থে তিনি গ্রহণ করেন নানা উদ্যোগ।

১২৬. সুলতান বলবনের সাথে নিচের কোন সুলতানের

সাদৃশ্য রয়েছে? (গ্রোগ)

- ক) জালালউদ্দিন খলজি

- খ) আলাউদ্দিন খলজি

- গ) কুতুবউদ্দিন আইবেক

- ঘ) মুহাম্মদ বিন তৃষ্ণক

১

১২৭. মিল ধাকলেও তারা দুজন তিনি ধারার মানুষ—

(উচ্চতর দফতা)

- i. সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতিগত দিক দিয়ে

- ii. ধর্মনির্ণয়ের দিক দিয়ে

- iii. কর্তব্যপালনের দিক দিয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii      খ) i ও iii

গ) ii ও iii      ঘ) i, ii ও iii

১